Contents

ষষ্ঠ বর্ষ

প্রথম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

• সম্পাদক •

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী

প্রতি সংখ্যার মূল্য ।।০

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬।।০

Contents

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী
আলকোরায়শী ছাহেব প্রণীত—

ঈদে কুরবান

দ্বিতীয় সংস্করণ

এইমাত্র বাহির হইল।

কুরবানী সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় মছলা সম্বলিত "ঈদে-কুরবান" এর ক্ষুদ্রাকৃতি প্রথম সংস্করণের ২ হাজার কপি মাত্র আড়াই বৎসরের মধ্যে নিঃশেষিত হওয়ায় এবং চতুর্দিকে উৎসাহজনক চাহিদা থাকায় উহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে গ্রন্থকারের ঈত্বল-আয্হার সম্ভাষণ শীর্ষক এক অতি মূল্যবান প্রবন্ধ গোড়ার দিকে সংযোজিত এবং গুরুত্বপূর্ণ মছলাসমূহের উৎস—মূল গ্রন্থের নাম পৃষ্ঠা সংখ্যা সহ উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে আলেম ও সাধারণ পাঠক সকলেই উপকৃত হইবেন। কাগজ ও ছাপা উন্নততর এবং বহিঃসৌষ্ঠব বর্ধিত করার যথা সাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে। আশা করা যায়, পাঠক পাঠিকাগণের নিকট পুস্তিকাখানি এখন আরও অধিক সমাদৃত হইবে।

ম্যানেজার—
আলহাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,
পাবনা। (পূর্বপাকিস্তান)

তর্জুমানুল হাদীছ

ষষ্ঠ বর্ষ—প্রথম সংখ্যা

১৩৭৪ হিঃ। শ্রাবণ, বাং ১৩৬২ সাল।

বিষয়সূচী

বিষয় :—	লেখক :—	পৃষ্ঠা :—
১। ফাতেহাতুছ্ ছানাতেল খামেছা (আরাবী)	মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী	১
২। ষষ্ঠ বার্ষিক উপক্রমণিকা (বাংলা অনুবাদ)	ঐ	৩
৩। ছুরত-আলফাতিহার তফছীর	ঐ	৫
৪। পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীছের সভাপতির আবেদন	ঐ	১৩
৫। শঙ্কা (কবিতা)	আতাউল হক	১৬
৬। ইছলাম ও মুছলিম রাজ্য সমূহের প্রচলিত আইন	মূল : আল্লামা শহীদ আওদা; অনুবাদ : আলকোরায়শী	১৭
৭। পাক বাংলার মেয়ে (গল্প)	মোহাম্মদ আবদুল জাব্বার	২২
৮। দোযখের শাস্তি (পুনরালোচনা)	ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ	২৫
৯। সংগীত চর্চা (বিচার ও আলোচনা)	মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী	২৭
১০। পরানুকরণ ও জাতীয় অধোগতি	মোহাম্মদ আবদুর রহমান, বি-এ, বি-টি	৩১
১১। জিজ্ঞাসা ও উত্তর : ঈদুল ফিত্‌র ও আয্‌হার নমাযে তক্‌বীরের সংখ্যা (অবশিষ্টাংশ)	মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী	৩৭
১২। সাময়িক প্রসংগ (সম্পাদকীয়)	সম্পাদক	৩৯
১৩। ঈছলামী শাসনতন্ত্রের দাবী (কমিটী মিটিং ও জনসভা)	সেক্রেটারী	৪৫
১৪। বিশ্ব পরিক্রমা	সহকারী সম্পাদক	৪৬
১৫। ঈদের মহিমা (কবিতা)	খন্দকার আবদুর রহীম	৪৯
১৬। জমঈয়তের প্রাপ্তিস্বীকার	সেক্রেটারী	৫০

আলহাদীছ প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউসের নিবেদন

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেবের অমর অবদান :

১। কলেমায় তৈয়েবা— মূল্য ১৷৷০
২। পাকিস্তানের শাসন সংবিধান „ ২।০
৩। ছিয়ামে রামাযান— „ ।৵০
৪। ঈদে কোরবান (২য় সংস্করণ) „ ।০
৫। যউউল লামে' (উর্দু)— মূল্য ১৲
৬। তারাবীহ— মূল্য ১৷৷০
৭। মুছাফাহা-এক হস্তে না দুই হস্তে মূল্য ।৵০

Contents

তর্জুমানুল-হাদীছ

(মাসিক)

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র।

ষষ্ঠ বর্ষ—প্রথম সংখ্যা

فاتحة السنة السادسة ـ

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين ـ

اشهد ان لااله الاالله وحده لاشريك له، اله العالمين وقيوم السموات والارضين ـ له الملك وله الحكم على الاولين والاخرين، ومن لم يحكم بما انزل الله فهو من الكافرين ـ

سبحان من جعلنا امة التوحيد وجعل ديننا دين التوحيد وسيا ستنا سيا سة التوحيد واعز من استقاموا منا على التوحيد و اذل من انحرف منا عن محجة التوحيد، ليعيدنا كما بدانا الى التوحيد، انه هو يبد ئى ويعيد، وهوالغفور الودود، ذوالعرش المجيد، فعال لمايريد ـ

فسبحان من جعل سيدنا محمدا اكرم الخلق صلى الله عليه وسلم آخرالنبيين واكمل له ولامته الدين، بعثه على حين فترة من الرسل وظهورالكفر وانطماس سبيل السالكين ـ

احيابه مادرس من معالم الايمان و قمع به اهل الشرك والكفر من عبدة الاوثان والنيران والصلبان، و اذل به الكفار من اهل الكتاب وشبههم ومن اهل الطاغوت والارتياب والالحاد والطغيان ـ

اقام به منار دينه الذى ارتضاه وشاد به ذكر من اجتباه من عباده واصطفاه، واظهر به ما كان مخفيا عند اهل القرون السالفة من الاميين واهل الكتاب، وابان به ما عدلوا فيه عن منهج الصواب وحقق به صدق الصحائف السماوية واماط به عنها ما ليس بحقها من اباطيل المكذوبات والمحرفات ـ

وكان من سنة الله عزوجل قبل ذلك متواترة الرسل بحيث يبعث فى كل امة رسولا ليقيم هداه وحجته، كما قال جل ثناءه : ولقد بعثنا فى كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت (النحل : ٣٦) وقال تعالى شانه : انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وان من امة الا خلا فيها نذير (فاطر : ٢٣) — ولكن لما اكمل الله سبحانه دينه بمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين و بينه الرسول وبلغه البلاغ المبين، فلا تحتاج امته الى احد بعده من الانبياء والرسل والمحدّثين والملهمين، يغير ويصلح شيئا من دينه، وانما تحتاج الى معرفة دينه الذى بعث به والعمل به فقط — وامته المرحومة لا تجتمع ابدا على ضلالة، بل لا يزال فى امته طائفة قائمة بالحق حتى تقوم الساعة، فان الله ارسل رسوله محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فاظهره بالحجة والبيان واظهره باليد والسنان، ولاينال فى امته امة ظاهرة بسيوف الحديد والقلم واللسان حتى يقوم الناس لرب العالمين عند انقضاء الزمان والمكان —

واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا الصادق المصدوق الذى لا ينطق عن الهوى، جعله الله خاتم المرسلين والانبياء، بعثه الى كافة الخلق من العرب والاعجميين واهل الكتاب والاميين، فلا حلال الا ما احله ولا حرام الا ماحرمه ولا دين الا ما شرعه، وكل شئ اخبربه فهو حق وصدق لانه قدجاء بالصدق وصدق به، فلا كذب فيه ولا خلف كما قال تبارك وتعالى : وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لامبدل لكلماته — اى صدقا فى الاخبار وعدلا فى الاوامر والنواهى ! فلما اكمل الله له الدين تمت على امته النعمة، فماذا بعد الكمال الا النقص والزوال ؟ وبعد النعمة الا النقمة والنكال ؟

اللهم اجعل شرائف صلواتك و نوامى بركاتك ورافة تحننك على سيدنا محمد امام الخير وقائدالخير والداعى الى الخير و رسول الرحمة ! اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه فيه الاولون والاخرون واجزه عنا وعن سائر امته افضل ماجزيت به احدا من الا نبياء والمرسلين، وصلى الله على جميع اخوانه من النبيين و على الملائكة المقربين و على جميع الصحابة والتابعين و على من تبعهم باحسان الى يوم الدين —

اللهم لك اسلمنا ربك آمنا وعليك توكلنا واليك انبنا، ربنا لاتجعلنا فتنة للذين كفروا واغفرلنا، ربنا آتنا من لدنك رحمة و هيئ لنا من امرنا رشدا، وادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا —

و آخردعوانا ان الحمد لله رب العالمين —

Contents

অনুবাদ

ষষ্ঠ বার্ষিক উপক্রমণিকা

পরম দয়াময় কৃপানিধান আল্লাহর নামে

সমুদয় উত্তম প্রশস্তি সকল বিশ্বের উপাস্য-প্রভু আল্লাহর জন্য এবং চরম সাফল্য সতর্ক-পথচারীদের জন্য এবং যাহারা সীমালংঘনকারী পরাজয়ের অবমাননা শুধু তাহাদেরই জন্য।

আমি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি যে, বস্তুতঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্যকোন ইলাহ্ নাই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁহার সত্তা ও গুণাবলীতে তিনি অনুপম, তাঁহার কেহই অংশী নাই, তিনিই সকল ভুবনের অধিপতি, ঊর্ধ এবং নিম্ন জগত-সমূহের প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক। আদি ও অন্তের সকল জীবজগতের জন্য তাঁহারই সার্বভৌম প্রভুত্ব ও আদেশ প্রযোজ্য। তাঁহার অবতীর্ণ আদেশ অনুসারে যে ব্যবস্থা দান করেনা, সেব্যক্তি নিশ্চিতরূপে অবাধ্য ও কাফির!

মহাপবিত্র সেই প্রভু, যিনি আমাদিগকে একত্ববাদী উম্মতে পরিণত করিয়াছেন এবং আমাদের জন্য তওহীদের জীবনব্যবস্থাকে এবং তওহীদের রাজনীতিকে মনোনীত করিয়াছেন। আমাদের মধ্যে যাহারা তওহীদের আদর্শের উপর সুপ্রতিষ্ঠ, তাহাদিগকে গৌরবান্বিত এবং তওহীদের রাজপথ হইতে আমাদের মধ্যে যাহাদের পদস্খলন ঘটিয়াছে, তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিয়াছেন, যে তওহীদের কেন্দ্র হইতে আমাদের উদ্ভব ঘটিয়াছিল যাহাতে আমরা পুনরায় সেই কেন্দ্রেই প্রত্যাবর্তন করি। তিনিই উদ্ভাবক এবং প্রত্যাবর্তক, ক্ষমাশীল, প্রেমময়, মহিমান্বিত আরশের অধিপতি, যাহা ইচ্ছা তাহাই সাধন করার অধিকারী।

মহাপবিত্র সেই প্রভু, যিনি আমাদের অধিনায়ক জীবশ্রেষ্ঠ হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া ছাল্লামকে সর্বশেষ নবীরূপে প্রেরণ করিয়াছেন এবং তাঁহার ও তদীয় উম্মতের জন্য দ্বীন—অর্থাৎ জীবনব্যবস্থাকে সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ করিয়াছেন। যখন রছুলগণের আগমন সংবৃত এবং কুফ্‌র বিকশিত এবং পথচারীদের পথ অবরুদ্ধ হইয়াছিল, সেই সংকট মুহূর্তে আল্লাহ তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঈমানের দিকদিশারী যখন নিশ্চিহ্ন হইয়া পড়িয়াছিল, রছুলের মধ্যস্থতায় আল্লাহ্ উহাকে নবজীবন দান করিলেন এবং প্রতিমা, অগ্নি ও ক্রুশের দাস কুফ্‌র ও শির্‌কপন্থীদিগকে উৎসাদিত এবং গ্রন্থধারী ও তাহাদের অনুরূপ দলসমূহের অন্তর্গত কাফির, তাগুতের পূজারী, সন্দেহবাদী, নাস্তিক ও বিদ্রোহীদিগকে অপদস্থ করিলেন। যে জীবনব্যবস্থায় তিনি সম্মতি দান করিয়াছিলেন তাহার আলোকস্তম্ভ সেই রছুল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহার মনোনীত এবং নির্বাচিত বান্দাদের নামকে গৌরবদান করিলেন। অতীত যুগসমূহে গ্রন্থধারী ও অক্ষর-পরিচয়-বিহীনগণের মধ্যে যেসকল তথ্য গুপ্ত ও অজ্ঞাত ছিল, সেই রছুল কর্তৃক সেগুলি ব্যক্ত ও প্রকাশিত করিলেন। সঠিক পথের যেসকল স্থানে তাহাদের বিভ্রান্তি ঘটিয়াছিল সে সমুদয় নির্দেশিত করিলেন। পূর্ববর্তী ঐশী-গ্রন্থসমূহের সত্যতাকে সেই রছুলের সাহায্যে প্রমাণিত করিলেন এবং সেগুলির মধ্যে যেসকল মিথ্যা ও প্রক্ষিপ্ত বিষয় স্থানলাভ করিয়াছিল সেই রছুল কর্তৃক সেগুলি মুছিয়া ফেলিলেন।

আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধান অনুসারে ইতিপূর্বে রছুলগণের ধারাবাহিকতা পৃথিবীর পৃষ্ঠে প্রচলিত ছিল। আল্লাহর হিদায়ত এবং প্রামাণিকতার প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রত্যেক জাতির নিকট রছুল প্রেরিত হইতেন! কোরআনে ইহারই দিকে ইংগিত করা হইয়াছে যে, "আমরা প্রত্যেক জাতির নিকট এই বাণীপ্রচার করার জন্য রছুল প্রেরণ করিয়াছি যে, তোমরা সকলেই আল্লাহর দাসত্ব কর এবং ঠাকুরের পূজা হইতে বিরত হও—(আন্‌নহল ৩৬ আয়ত)। আরো আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন, হে রছুল মোহাম্মদ (দঃ), আমি আপনাকে সত্যসত্যই সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি, অতীতে এমন কোন যুগ অতিক্রান্ত হয় নাই যাহা সতর্ককারী বিহীন ছিল—(ফাতির ২৫ আয়ত), কিন্তু

যখন আল্লাহ নবীগণের সমাপ্তকারী মোহাম্মদ মুছ্তফার (দঃ) মধ্যস্থতায় তাঁহার দ্বীনকে পূর্ণাংগ করিলেন এবং রছুল উহার ব্যাখ্যা প্রকাশিত এবং দিগদিগন্তে উহা যথোচিতভাবে প্রচারিত করিলেন, তখন তাঁহার উম্মতের জন্য রছুলুল্লাহর (দঃ) পর তদীয় দ্বীনের পরিবর্তন অথবা সংশোধন কল্পে আর কোন প্রেরিত পুরুষ, নবী কিংবা ভবিষ্যত-বক্তা ও ভাববাদীর প্রয়োজন রহিলনা। এখন প্রয়োজন রহিল শুধু এইটুকুর যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) যে দ্বীন সহকারে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহাকে উত্তমরূপে চিনিয়া লওয়া এবং তাহার অনুসরণ করিয়া যাওয়া। এই অনুগ্রহভাজন উম্মত কদাচ সমবেতভাবে কোন গোমরাহীতে একমত হইবেননা। পক্ষান্তরে উম্মতের মধ্যে প্রলয়কাল পর্যন্ত সত্যপথে সুপ্রতিষ্ঠ একটি দল সকলযুগে বিরাজ করিবেন। কারণ আল্লাহ তদীয় রছুল মোহাম্মদ মুছ্তফা (দঃ) কে হিদায়ত ও সত্য জীবনব্যবস্থা সহকারে অন্যান্য সমুদয় ধর্ম ও জীবনব্যবস্থাকে পরাভূত করার জন্যই প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং রছুলুল্লাহও (দঃ) বলিষ্ঠ প্রমাণ ও নিদর্শন সমূহের সাহায্যে এবং বাহুবল ও তরবারির দ্বারা উহাকে যেরূপ জয়যুক্ত করিয়াছিলেন, তেমনি যতদিন পর্যন্ত সময় ও স্থানের অস্তিত্ব বিদূরিত এবং সমস্ত মানুষ তাহাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মানিত না হইবে, ততদিন পর্যন্ত রছুলুল্লাহর (দঃ) উম্মতগণের মধ্যে একটি দল লৌহ তরবারি, লেখনীর তরবারি এবং রসনার তরবারির সাহায্যে ইছলামী জীবনব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠাদান করিতে থাকিবেন।

আমি আরো সাক্ষ্যদান করিতেছি যে, সত্যবাদী ও সত্যপরায়ণ আমাদের অধিনায়ক ও প্রভু হযরত মোহাম্মদ মুছ্তফা (দঃ), যিনি যদৃচ্ছভাবে কোন বাক্য উচ্চারণ করিতেননা, তাঁহাকে আল্লাহ সমুদয় ভাববাদী ও প্রেরিত মহাপুরুষগণের সমাপ্তকারী করিয়াছেন। আরব ও আজমের সমুদয় মানব এবং গ্রন্থধারী ও অক্ষর-পরিচয়-বিহীন সকলের জন্য আল্লাহ তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছেন। সুতরাং তিনি যাহা বৈধ করিয়াছেন তদ্ব্যতীত আর কিছুই বৈধ নাই এবং তিনি যাহা হারাম করিয়াছেন তদ্ব্যতীত আর কিছুই হারাম নাই, তিনি যে ব্যবস্থা দান করিয়াছেন তদ্ব্যতীত আর কোন জীবন-ব্যবস্থা নাই। তিনি যেসকল বিষয়ের সংবাদ প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঠিক ও সত্য, কারণ আল্লাহর সাক্ষ্য অনুসারে তিনি যেরূপ সত্যসহকারে আগমন করিয়াছেন সেইরূপ তাঁহার সত্যতা সর্বস্বীকৃত হইয়াছে। অতএব তাঁহার প্রচারিত দ্বীনে মিথ্যা ও ব্যতিক্রমের অবকাশ নাই। এই জন্যই আল্লাহ বলিয়াছেন যে, হে রছুল (দঃ), আপনার প্রভুর বাক্য সত্যতা ও ন্যায়বিচার সহকারে সমাপ্ত হইল, তাঁহার বাক্যের পরিবর্তনকারী কেহই নাই। অর্থাৎ কোরআনে এবং উহার ব্যাখ্যারূপী হাদীছে যেসকল বাণী প্রচারিত হইয়াছে সেগুলির সত্যতা অভ্রান্ত এবং কোরআন ও ছুন্নতে বর্ণিত আদেশ ও নিষেধগুলি নিশ্চিতরূপে ন্যায় সংগত। আল্লাহ যখন তাঁহার দ্বীনকে তদীয় রছুলের জন্য পূর্ণতা দান করিলেন, তখন সেই রছুলের উম্মতের জন্য তাঁহার ন্যা'মৎকেও নিঃশেষিত করিলেন। পূর্ণতার পরবর্তী পর্যায় হ্রাস ও পতন ব্যতীত আর কি হইতে পারে? আর ন্যা'মতের পর অভিশাপ আর লাঞ্ছনা ব্যতীত আর কি হওয়া সম্ভবপর?

হে আমাদের প্রভু আল্লাহ, আমাদের অধিনায়ক হযরত মোহাম্মদ মুছ্তফা (দঃ)কে আপনি আপনার শ্রেষ্ঠতম করুণা এবং মহত্তম অনুগ্রহ ও গভীরতম অনুকম্পার অধিকারী করুন, যিনি কল্যাণের অগ্রদূত এবং কল্যাণ-পথের পরিচালক এবং কল্যাণের পথে আহ্বানকারী এবং রহমতের রছুল। হে আমাদের প্রভু আল্লাহ, আপনি তাঁহাকে 'মকামে মাহমুদে' উত্থিত করুন, যেস্থানের জন্য পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলেই ঈর্ষান্বিত হইবেন। আপনি যে পুরস্কার নবী এবং রছুলগণের মধ্যে কাহাকেও প্রদান করিয়াছেন বা করিবেন আমাদের এবং তাঁহার উম্মতগণের পক্ষ হইতে রছুলুল্লাহ (দঃ) কে তাহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর পুরস্কার দান করুন! অন্যান্য সমুদয় নবী এবং রছুলগণের প্রতি এবং সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ফেরেশ্তাগণের প্রতি এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) সমুদয় সহচর এবং তাঁহাদের অনুগামীগণের প্রতি এবং প্রলয়কাল পর্যন্ত যাঁহারা তাঁহাদের উৎকৃষ্ট আদর্শের অনুসারী হইয়াছেন এবং হইবেন তাঁহাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ অনন্তকাল ধরিয়া বর্ষিত হইতে থাকুক।

হে আমাদের প্রভু আল্লাহ, আমরা আপনার কাছেই আত্মসমর্পণ করিতেছি এবং আপনার প্রতি ঈমান আনিতেছি এবং আপনার উপরেই নির্ভর করিতেছি এবং আপনার কাছেই প্রণত হইতেছি। হে আমাদের প্রভু, যাহারা অমান্য করিয়াছে আমাদিগকে তাহাদের পরীক্ষার বস্তু করিবেননা। আপনি আমাদের অপরাধ মার্জনা করুন। হে আমাদের প্রভু, আপনি আমাদিগকে আপনার নিজস্ব অনুগ্রহ দ্বারা কৃতার্থ করুন এবং আমাদের পক্ষে যাহা কল্যাণময় তাহা আমাদের জন্য সহজসাধ্য করিয়া তুলুন। হে আমাদের প্রভু, আপনি আমাদিগকে সত্যপথে প্রবিষ্ট এবং সত্যপথেই নিষ্ক্রান্ত করুন এবং আপনি স্বয়ং অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে আমাদের সাধনায় শক্তিমান ও বলিষ্ঠ করিয়া তুলুন।

এবং আমাদের শেষ প্রার্থনা, সমুদয় উত্তমপ্রশস্তি সকল বিশ্বের অধিপতি আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট।

بسم الله الرحمن الرحيم

ছুরত-আলফাতিহার তফ্ছীর

فصل الخطاب فى تفسير ام الكتاب

(পূর্বানুবৃত্তি)

(৩২)

(গ) যাহারা স্বকীয় রুচি, জ্ঞান, অভিজ্ঞান ও প্রবণতাকে শরীঅতের বন্ধন হইতে মুক্ত থাকার কারণ স্বরূপ অবলম্বন করিয়াছে, তাহারা বহু শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহাদের দুইটি দলের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে কিন্তু ইহাদের তৃতীয় দলটি সর্বাপেক্ষা মাননীয় ও গৌরবান্বিত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। ধর্মের সর্বজনবিদিত অবশ্য-কর্তব্যগুলি প্রতিপালন করিতে এবং সাধারণ নিষিদ্ধ কার্যসমূহ হইতে বিরত থাকার বেলায় ইহাদের মধ্যে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়না, কিন্তু তাহারা একথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত হয়না যে, ধরণী পৃষ্ঠের প্রত্যেকটি কার্য তাহার কারণের সহিত গভীর ও সূক্ষ্মভাবে বিজড়িত রহিয়াছে! ইহাদের অনেকে খোলাখুলি ভাবেই বলিয়া বেড়ায় যে, যে 'তাওয়াক্কুলে'র অর্থ কোন বিষয়ে চরমভাবে সচেষ্ট হওয়া এবং উহার পরিণাম ফল আল্লাহর পবিত্র হস্তে সমর্পণ করা, সেরূপ তাওয়াক্কুল এবং দোআ ও প্রার্থনা প্রভৃতি বিশ্বাস-পরায়ণতার নিদর্শনগুলি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারীদের কাম্য হইতে পারেনা, ওগুলি সাধারণ লোকের করণীয়। তাহারা বলিয়া থাকে যে, আল্লাহর অবধারিত তক্দীরকে যেব্যক্তি স্বচক্ষে দর্শন করার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে, সেব্যক্তি পূর্বাহ্নেই ইহা জানিয়া লইয়াছে যে, তাহার অবধারিত তক্দীর নির্ধারিত সময়ে আত্মপ্রকাশ করিবেই। সুতরাং উহার জন্য চেষ্টা ও পরিশ্রমের কোন মূল্যই নাই।—এস্থলে এই তথাকথিত অদৃষ্টবাদীদের দ্বিবিধভাবে পদস্খলন ঘটিয়াছে। প্রথমতঃ সমুদয় কার্যকেই যে কারণের অধীন করিয়া রাখা হইয়াছে এবং কার্যের কারণ সকল সময় অনুভব ও লক্ষ করিতে না পারিলেও উহার বিদ্যমানতা যে সুনিশ্চিত এবং সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য এই কারণের ভিত্তিতেই যে তক্দীরে অবধারিত হইয়া থাকে, ইহা তাহারা বুঝিতে পারে নাই। ছাহাবাগণ রছুলুল্লাহ (দঃ) কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আল্লাহ যখন প্রত্যেক বিষয়ের তক্দীর লিখিয়া রাখিয়াছেন, তখন আমরা নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিবনা কেন? রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন :—না! তোমরা কাজ করিয়া যাও, কারণ যে لا ! اعملوا' فكل ميسر لما خلق له — যাহার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার জন্য সেই কার্য সহজসাধ্য। অর্থাৎ যে সৌভাগ্যবান, তাহার পক্ষে তদনুরূপ কার্য সহজসাধ্য আর যে দুর্ভাগা তাহার পক্ষে সেইরূপ কার্যই সহজ হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়, আল্লাহ যেসকল কারণের অনুসরণ করিতে আদেশ দিয়াছেন, সেগুলি যে ইবাদতের পর্যায়ভুক্ত-অদৃষ্টবাদীদলের তাহাও অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে! 'তাওয়াক্কুল' অর্থাৎ আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করার অর্থ নিষ্ক্রিয়তা ও নিশ্চেষ্টতা নয়। কারণ তাওয়াক্কুলকে আল্লাহ ইবাদতের শর্তাধীনে রাখিয়াছেন, নিষ্ক্রিয়তাকে 'তাওয়াক্কুল' বলেন-নাই। আল্লাহ তদীয় রছুল হযরত মোহাম্মদ মুছ্তফা (দঃ)কে

আদেশ করিয়াছেন, আপনি আল্লাহর ইবাদত করুন এবং তাঁহারই উপর فاعبده و توكل عليه ! নির্ভর করিয়া চলুন, ছুরত হুদ ঃ ১২৩ আয়ত।

আরো আল্লাহ তদীয় রছুল (দঃ) কে আদেশ করিয়াছেন, আপনি বলুন, قل هو ربى لااله الاهو' তিনিই আমার প্রভু, عليه توكلت واليه متاب ـ তিনি ব্যতীত আর কেহ উপাস্য নাই, আমি তাঁহার উপরেই নির্ভর করিয়াছি এবং তাঁহারই দিকে তওবা করিতেছি—আর্‌রঅদ ঃ ৩০ আয়ত।

হযরত শুআইবও তাঁহার উম্মতদিগকে বলিয়াছিলেন, আমি আল্লাহর কাছেই عليه توكلت واليه انيب ـ নির্ভর করিয়াছি এবং তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছি —হুদ ঃ ৮৮ আয়ত।

উল্লিখিত আয়তগুলির তাৎপর্য সাবধানতার সহিত লক্ষ করিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, আয়তগুলির প্রত্যেক স্থানে নির্ভরশীলতার কার্য (তাওয়াক্কুল) কে ইবাদত, তওবা ও ইনাবতের (আল্লাহর কাছে প্রণতি) শর্তাধীনে রাখা হইয়াছে। সুতরাং ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, যে 'তাওয়াক্কুল' আল্লাহর উপাসনা, ক্ষমাভিক্ষা এবং প্রণতির সহিত সংশ্রবহীন, সে নির্ভরশীলতা বা তাওয়াক্কুলের কাণাকড়িও দাম নাই।

(ঘ) এরূপ একদল নামধারী ছুফী ও দরবেশও দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা কশ্‌ফ, কারামতী এবং অলৌকিকতা প্রভৃতি গোপন ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় আত্মপ্রবঞ্চনা ও প্রবৃত্তির ছলনায় মোহগ্রস্ত হইয়া পড়ে। তাহারা ইবাদতের নির্দেশ প্রতিপালন এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার দায় হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া থাকে। মূর্খ এবং অনভিজ্ঞের দল যাহারা কোরআন ও ছুন্নতের জীবননদে অবগাহন করার সুযোগ লাভ করে নাই তাহারা এই সকল প্রবঞ্চক ছুফী ও দরবেশদের পুচ্ছগ্রাহী হইয়া প্রবঞ্চিত হয়।

রোগের চিকিৎসা

যে সকল ব্যাধির কথা এযাবত আলোচিত হইয়াছে, এই সকল ব্যাধিতে এবং উহাদের অনুরূপ পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া 'ছলুক' ও 'তাওয়াজ্জুহ'-পন্থীগণের বারংবার পদস্খলন ঘটিয়া থাকে। উল্লিখিত ব্যাধিসমূহের প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষা করার একমাত্র উপায় হইতেছে **ইবাদত।** অর্থাৎ যে সকল নির্দেশ সহকারে বিশ্বপতি আল্লাহ তদীয় রছুল (দঃ) কে ধরণীর পৃষ্ঠে প্রেরণ করিয়াছেন, কঠোরতা ও দৃঢ়তার সহিত সেই নির্দেশগুলি সতত প্রতিপালন করিয়া যাওয়া। এই সন্দেহাতীত ও অব্যর্থ চিকিৎসার দিকেই ইংগিত করিয়া ইমাম মালিকের উছতায ইমাম যুহরী বলিতেন, "আমাদের পূর্ব- كان من مضى من سلفنا বর্তী বিদ্বানগণ এবিষয়ে يقولون : الاعتصام একমত হইয়াছেন যে, بالسنة نجاة ـ ছুন্নতের সুদৃঢ় অনুসরণই মুক্তির উপায়। এই উক্তির ব্যাখ্যা স্বরূপ ইমাম মালিক বলিয়াছিলেন, রছুলুল্লাহর (দঃ) ছুন্নত হযরত নূহের জাহা- ان السنة مثل سفينة نوح যের মত। যে উহাতে من ركبها نجا و من আরোহণ করিল সে تخلف عنها غرق ـ রক্ষাপ্রাপ্ত হইল আর যে পিছনে পড়িয়া থাকিল সে ডুবিয়া মরিল।

আল্লাহর গ্রন্থে এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) ছুন্নতে ইবাদত (উপাসনা), তাআৎ (আনুগত্য), ইছ্‌তিকামৎ (দৃঢ়তা) এবং 'ছিরাতে মুছ্‌তাকীম' (সরল ও সঠিক পথ) প্রভৃতি শব্দের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। নাম এবং শব্দের দিক দিয়া বিভিন্ন হইলেও উহাদের তাৎপর্য এবং অর্থ সম্পূর্ণ অভিন্ন। এই তাৎপর্য আর লক্ষের বুনিয়াদ হইতেছে দুইটি বিষয়ঃ প্রথম বিষয়টি হইতেছে, মানুষ শুধু আল্লাহরই ইবাদত করিবে আর দ্বিতীয় বিষয় এইযে, যে পদ্ধতিতে ইবাদত করার জন্য আল্লাহর নির্দেশ সরাসরিভাবে অবতীর্ণ অথবা রছুলুল্লাহর (দঃ) আদর্শের ভিতর দিয়া প্রদান করা হইয়াছে, মানুষকে কেবল তদনুসারেই ইবাদত করিতে হইবে। যদৃচ্ছভাবে এবং মনগড়া পদ্ধতিতে মানুষ ইবাদতের নামে যাহা সম্পাদন করিবে, ইছলামে তাহা ইবাদত বলিয়া গণ্য হইবেনা। কোরআনের ছুরত-আলকহফে ইহারই নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে, আল্লাহ আদেশ فمن كان يرجوا لقاء ربه করিয়াছেন, যে ব্যক্তি فليعمل عملا صالحا ولا তাহার উপাস্য প্রভুর يشرك بعبادة ربه احدا ـ সন্দর্শন লাভের বাসনা হৃদয়ে পোষণ করে, তাহাকে সৎকর্মপরায়ণ হইতে হইবে এবং সে যেন তাহার উপাস্য প্রভুর ইবাদতে কাহাকেও শরীক না করে—১১০ আয়ত।

ছুরত-আল্‌বাকারায় বলা হইয়াছে—হাঁ! যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য অবনত-মস্তক হইয়াছে এবং সে "ইহ্‌ছানের"ও অনুগামী, তাহার প্রভুর নিকট তাহার জন্য পুরস্কার রহিয়াছে এবং তাহার জন্য ভয় এবং সন্তাপের কোন কারণ নাই—১১২ আয়ত।

بلى ! من اسلم وجهه لله وهو محسن' فله اجره عند ربه ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون ـ

ছুরত আন্‌নিছায় এই কথাই অধিকতর বিস্তৃত ভাবে কথিত হইয়াছে। আল্লাহ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য অবনত-মস্তক হইয়াছে এবং "ইহ্‌ছানে"র অনুসরণ করিয়াছে এবং একমাত্র পথের অনুসারী ইব্‌রাহীমের রীতির অনুসরণ করিয়াছে তাহার দ্বীন অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর দ্বীনের অনুগামী আর কে আছে?—১২৫ আয়ত।

ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن' واتبع ملة ابراهيم حنيفا !

উল্লিখিত আয়ত তিনটি পরস্পরের সহিত মিলিত করিয়া পাঠ করিলে ইহা হৃদয়ংগম করা কষ্টকর হইবেনা যে, প্রথম আয়তে যাহাকে সৎকর্ম বলা হইয়াছে, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় আয়তে তাহাই "ইহ্‌ছান"রূপে আখ্যাত হইয়াছে। অর্থাৎ সৎকর্ম (আমলে ছালিহ্‌) এবং "ইহ্‌ছান" সমঅর্থবোধক, ইহ্‌ছানের অর্থ হইতেছে "হাছানাতে"র অনুসরণ। 'হাছানা'ত 'হাছ'ন শব্দের বহুবচন। আল্লাহ এবং রছুলের নিকট যাহা সুন্দর ও প্রীতিকর তাহাই হইতেছে 'হাছান' এবং আল্লাহ এবং তদীয় রছুলের (দঃ) মনঃপুত ও সুন্দর কার্যগুলি সম্পাদন করার জন্যই, আদেশ দেওয়া হইয়াছে। অতএব যে সকল বিদ্‌আতের অস্তিত্ব মৌলিক-ভাবে দ্বীনের ভিতর খুঁজিয়া পাওয়া যাইবেনা এবং যেগুলির কোন প্রমাণ বিদ্যমান নাই, সেগুলি কদাচ আল্লাহ এবং তদীয় রছুলের (দঃ) মনঃপুত হইতে পারেনা এবং যেসকল কার্য আল্লাহ ও তদীয় রছুলের (দঃ) মনঃপুত নয়, সেগুলি কখনও সুন্দর ও সৎকার্যের পর্যায়ভুক্ত হইবেনা। যে সকল পাপ ও অনাচার কোরআনী পরিভাষায় 'ফহশ' ও 'মুন্‌কর' বলিয়া স্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে সেগুলি যেরূপ সদাচরণের অন্তরভুক্ত নয়, বিদ্‌আতের পর্যায়ভুক্ত কার্যগুলিও তদ্রূপ পুণ্য ও সৎকার্য বলিয়া গণনীয় হইবেনা। ছুরত-আল-বাকারায় কথিত "শুধু আল্লাহর জন্যই মস্তক অবনত করা" এবং ছুরত আলকহফে উল্লিখিত "রব্বের ইবাদতে কাহাকেও শরীক না করা"—আদেশ দুইটি সমঅর্থবোধক। উভয় আয়তেই দ্বীনের ঐকান্তিকতা ও অবিমিশ্রতার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। অর্থাৎ এরূপ অবিমিশ্র ও একান্ত-ভাবে এবং পূর্ণ একাগ্রতার সহিত আল্লাহর ইবাদত, দাসত্ব, আনুগত্য ও আরাধনা করিতে হইবে যে, মনের কোন নিভৃত কোণেও যেন আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো কুয়াশাচ্ছন্ন কল্পনাও স্থানলাভ করিতে না পারে!

দ্বিতীয় খলীফা উমর ফারুক প্রায়শঃ প্রার্থনা করিতেন, হে আমার আল্লাহ, আপনি— আমার আচরণের সমস্তগুলিকেই সদা-

اللهم اجعل عملى كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لاحد فيه شيئا !

চরণে পরিণত এবং শুধু আপনার জন্য একান্ত করুন, এবং উহার কোন অংশই অন্য কাহারো জন্য করিবেন না।

বিখ্যাত সাধক ফুযায়ল বিনে আয়ায (১০৫—১৮৭) কে ছুরত-মুল্‌কের অন্তর্গত "যাহাতে—আল্লাহ পরীক্ষা করেন, কে তোমাদের মধ্যে সুন্দরতম আচরণে ব্রতী? আয়তের তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন: আচরণকে অবিমিশ্র ও সঠিক কর। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, অবিমিশ্র ও সঠিক করার অর্থ কি? ফুযায়ল বলিলেন, কোন কার্য যদি আল্লাহর জন্য ঐকান্তিক (খালিছ)—ভাবেই সম্পন্ন করা হয়, কিন্তু উহা যদি সঠিক পদ্ধতিতে—সমাধা না হয়, তাহা-হইলে উহা গ্রাহ্য—

ليبلوكم ايكم احسن عملا

اخلصه واصوبه

ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل' واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا' والخالص ان يكون لله والصواب ان يكون على السنة ـ

হইবেনা। আবার কোন কার্য যদি সঠিক পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়, কিন্তু আল্লাহর জন্য একান্ত না হয়, তাহাও গ্রাহ্য হয় না। ফলকথা— কোন আচরণকে গ্রাহ্য করাইতে হইলে উহাকে একান্তভাবে ও সঠিক—

পদ্ধতিতেই সমাধা করিতে হইবে। একান্ত করার অর্থ হইতেছে—অবিমিশ্র ভাবে শুধু আল্লাহর জন্যই সম্পাদন করা আর সঠিক পদ্ধতির ব্যাখ্যা হইতেছে, রছুলুল্লাহর (দঃ) ছুন্নত অনুসারে উহা প্রতিপালন করা।

সৃষ্টির মহত্তম গৌরব

এ পর্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে, যাহারা মনোযোগ পূর্বক তাহা পাঠ করার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই ইহা হৃদয়ংগম করিতে পারিয়াছেন যে, মানুষ অথবা অন্যকোন প্রাণী যেই কেহ হউকনা কেন, তাহার জন্য সৃষ্টির মহত্তম গৌরব ইবাদত ও 'অবুদীয়তে'র মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। যে বান্দার ইবাদতের গৌরব যত সমুন্নত এবং তাহার দাসত্বের আসন যত ঊর্ধে হইবে, তাহার নিজস্ব গৌরবও ততোধিক সমুন্নত হইতে থাকিবে। যদি কেহ এরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া থাকে যে, কোন সৃষ্ট জীবের পক্ষে "অবুদীয়তের" ও ঊর্ধে স্থানলাভ করা সম্ভবপর, অথবা কোন জীবের পক্ষে এরূপ গৌরবান্বিত স্থানও রহিয়াছে, যেখানে সমাসীন হইয়া মানুষ ইবাদতের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, তাহাহইলে বুঝিতে হইবে, সে মূর্খতা এবং গোমরাহীর এরূপ স্থান অধিকার করিয়াছে, যাহার ঊর্ধে অজ্ঞানতা ও অর্বাচীনতার কোন স্থানই নাই। আমরা পূর্বেই বিশদরূপে আলোচনা করিয়াছি যে, সৃষ্ট জীবের অন্তরগত আল্লাহর সর্বাপেক্ষা সান্নিধ্য-প্রাপ্ত কোন প্রাণীর প্রশংসাসূচক উল্লেখ যখন আল্লাহ করিতে চান, তখন তাঁহাকে 'আব্দ' নামেই অভিহিত করিয়া থাকেন আর ইবাদতকেই তাঁহাদের গৌরব ও বৈশিষ্টের কারণ বলিয়া উল্লেখ করেন। সংগে সংগে ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, পৃথিবীতে আল্লাহর পক্ষ হইতে যত নবী এবং রছুলের আগমন ঘটিয়াছে, যে যুগে এবং যে সময়েই হউকনা কেন, তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব প্রচারণার সূচনা করিয়াছেন এই বলিয়া যে, হে اعبدوا الله মানব সমাজ, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর।

আবাদীয়ত বা দাসত্বের শ্রেণীবিভাগ

'অবুদীয়তের আসনের তারতম্য এবং গৌরবের পার্থক্য অনুসারে মানব সমাজ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। একটি সাধারণ শ্রেণী, অন্যটি বিশিষ্ট শ্রেণী। বিশ্বপতি পরম প্রভু আল্লাহর 'রবুবীয়তে'র সম্পর্কও সমস্ত মানুষের সহিত অভিন্ন নয়, সর্বত্রই রকমারিত্ব এবং সাধারণত্ব ও অসাধারণত্বের পার্থক্য বিরাজমান রহিয়াছে। অবিমিশ্র তওহীদ এবং যথার্থ অবুদীয়তে'র অনুসারীগণের মধ্যেও গোপন শিরকের বীজাণু বিদ্যমান থাকার সংবাদ রছুলুল্লাহ (দঃ) প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

বুখারী রছুলুল্লাহর (দঃ) আদেশ বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, স্বর্ণ ও রৌপ্যের দাসের সর্বনাশ হউক, মখমল কম্বলের দাসের সর্বনাশ হউক, সুন্দর উত্তরীয়ের বান্দার— تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس واذا شيك فلا انتقش، ان اعطى رضى و ان منع سخط۔

সর্বনাশ হউক! তাহার সর্বনাশ হইল এবং সে উবুড় হইয়া ভূপতিত হইল, তাহার অবস্থা এরূপ যে, পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হইলেই উহা নির্গত হয়না। অর্থাৎ তুচ্ছ বিপদেও সে দিশাহারা হইয়া যায়। যদি কিছু তাহাকে দান করা হয় তাহাহইলে আহ্লাদে আটখানা হইয়া পড়ে আর বঞ্চিত করিলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়।

উল্লিখিত হাদীছের শব্দগুলি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, পার্থিব সম্পদের জন্য যাহারা—আত্মোৎসর্গ করিয়াছে, রছুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে স্বর্ণ রৌপ্যের বান্দা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ধনের পূজারীদের প্রকৃতিগত বৈশিষ্টের চিত্র অংকিত করিতে গিয়া এই সত্য উদ্ঘাটিত করিয়াছেন যে, তাহাদের সন্তোষ ও অসন্তোষের ভিত্তি হইতেছে ধনসম্পদ। মানুষের এই প্রকৃতিগত দুর্বলতার দিকেই ইংগিত করিয়া কোরআনে বলা হইয়াছে—হে রছুল (দঃ), মুনা- و منهم يلزمك فى

ফকিরের মধ্যে এক-
দল ছাদাকার বণ্টন
সম্পর্কে আপনাকে
কটাক্ষ করিতেছে অথচ যদি উক্ত ধন হইতে তাহাদের কিছু প্রদান করা হয়, তাহা হইলে তাহারা সন্তুষ্ট হয় আর যদি কিছু না দেওয়া হয়, তাহাহইলে অচিরাৎ অগ্নিশর্মা হইয়া পড়ে— আত্‌তওবা : ৫৮ আয়ত।

الصدقات فان اعطوا منها
رضوا وان لم يعطوا منها
اذا هم يسخطون !

এই আয়তের সাহায্যে জানা যায় যে, কপটাচারীদের সন্তোষ ও অসন্তোষ আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির উপর নির্ভর করে না। পক্ষান্তরে তাহারা তাহাদের প্রবৃত্তি ও উপভোগকে তাহাদের সন্তুষ্টির ভিত্তিরূপে বরণ করিয়া লইয়াছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রকৃত বান্দা সে স্বীয় সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টিকে সতত আল্লাহর সন্তুষ্টির অধীন করিয়া রাখিবে, নতুবা দাসত্বের দাবী সত্ত্বেও সে তাহার কর্তব্য পালন— ব্যাপারে অকৃতকার্য প্রমাণিত হইবে। সে মুখে মুখে আল্লাহর বান্দা হইলেও তাহার অন্তঃকরণ ধনসম্পদের ইবাদতের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই।

এই ভাবে যাহার অন্তঃকরণকে সাম্রাজ্যের ক্ষুধা অথবা রূপের পূজা কিংবা এইরূপ ধরণের অন্য কোন প্রবৃত্তির তাড়না উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে, ধনসম্পদের পূজারীর ন্যায় তাহারো অভীষ্ট সিদ্ধ হইলে সে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে আর ব্যর্থ মনোরথ হইলে দশদিক অন্ধকার দেখিতে আরম্ভ করে। যে-ধন সম্পদের ক্ষুধার্ত, সে যেরূপ রছুলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশ অনুসারে ধনের বান্দা সেই ভাবে ইহারাও স্বস্ব বাঞ্ছিতের দাসানুদাস। দাসত্ব ও বন্দেগীর তাৎপর্যই হইতেছে হৃদয়ের দাসত্ব। যে বস্তু মানব—হৃদয়কে স্বীয় দাস ও বন্দীতে পরিণত করে, প্রকৃতপক্ষে মানুষ তাহারই বান্দা ও গোলাম। জনৈক আরাবী কবি চমৎকার ভাষায় এই ভাবটি প্রকাশ করিয়াছেন :—

العبد حرما قنع
والحر عبد ماطمع

পরিতৃপ্ত দাসই প্রকৃত স্বাধীন।
আর প্রলুব্ধ স্বাধীনই প্রকৃত দাস॥

এই কথাই আর একজন কবি তাঁহার ভাষায় বলিয়াছেন :

اطعت مطامعی فـاستبدتنی
ولو انی قنعت لکنت حرا !

আমি আমার আকাংখার আনুগত্য করায় সে আমাকে তাঁহার দাস বানাইয়াছে।
যদি আমি তৃপ্ত থাকিতাম তাহা হইলে আমি নিশ্চয় স্বাধীন হইতাম॥

বুদ্ধিমানরা বলিয়া থাকেন, লোভ মানুষের—গলার শিকল আর পায়ের বেড়ী। গলাকে শিকল মুক্ত করিতে পারিলে পায়ের বেড়ী নিজেই কাটিয়া পড়ে। হযরত উমর বলিতেন, দেখ, তোমরা সকলে শুনিয়া রাখ যে, লোভই দারিদ্র আর নৈরাশ্যই বিত্তশীলতার নামান্তর।

الطمع فقر والياس غنى'
وان احدكم اذا يئس من
شئى استغنى عنه -

কোন বিষয়ে মানুষ যখন হতাশ হইয়া পড়ে তখন তাহার প্রভাব হইতে সে মুক্তি লাভ করে। হযরত উমরের এই উক্তি যে সম্পূর্ণ সঠিক, তাহার অনস্বীকার্য সাক্ষ্য প্রত্যেক মানুষই নিজের ভিতর অনুভব করিতে পারে। মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাব এই যে, যে বিষয়ে তাহার মনে কোন আশা থাকেনা, সে তাহার লোভ ও প্রত্যাশা মন হইতে বাহির করিয়া দেয়। ভুলেও কোন দিন আর তাহার দিকে প্রয়োজনের দৃষ্টি উত্তোলিত করেনা এবং এ সম্পর্কে সে অন্য কাহারো—সাহায্যপ্রার্থীও হয়না কিন্তু যে বিষয় মানুষ আশান্বিত থাকে তাহার সংগে তাহার হৃদয় সতত নিবদ্ধ এবং সে তজ্জন্য উন্মুখ এবং ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বেড়ায়—অধিকন্তু যাহাদের সম্বন্ধে তাহার ধারণা জন্মে যে, তাহার অভীষ্ট সিদ্ধির সহায়ক হইতে পারে সে তাহাদেরও দ্বারস্থ ও সাহায্যপ্রার্থী হইয়া থাকে।

মানুষের স্বভাবের ইহা একটি সাধারণ নিয়ম। টাকাকড়ি, প্রভাব প্রতিপত্তি, রূপ যৌবন যে কোন বস্তুই হউকনা কেন এগুলির প্রত্যেকটির আকাংখা ও কামনার ভিতর এই নিয়ম বিরাজ করিতেছে। হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ এ সম্পর্কে কি সুন্দর উপদেশ

প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন,—
আল্লাহর কাছেই— فابتغوا عندالله الرزق
তোমার খাদ্যবস্তু— واعبدوه واشكروا له -
অনুসন্ধান কর এবং তাঁহারই ইবাদতে রত থাক এবং তাঁহারই কৃতজ্ঞ হও--আলআনকাবুত, ১৭ আয়ত।

খাদ্য ব্যতীত কাহারও গত্যন্তর নাই। যেস্থান হইতেই হউকনা কেন, মানুষকে তাহার অন্ন সংগ্রহ করিতে হইবেই। সুতরাং যেব্যক্তি আল্লাহর নিকট অন্ন প্রার্থনা করে, সেব্যক্তি আল্লাহরই বান্দা এবং তাঁহারই মুখাপেক্ষী, কিন্তু যেব্যক্তি আল্লাহকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন সৃষ্টজীবের নিকট অন্ন যাচ্ঞা করে সেব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে উক্ত সৃষ্ট জীবেরই বান্দা—আব্দ এবং তাহারই মুখাপেক্ষী।

ইছলামে ভিক্ষাবৃত্তির অবৈধতা

যাচ্ঞা ও প্রার্থনার যে মৌলিক বিধানের কথা উল্লেখ করা হইল, তজ্জন্যই ইছলামী দৃষ্টিভংগীতে কোন সৃষ্টজীবের নিকট যাচ্ঞা করা হারাম এবং নিষিদ্ধ হইয়াছে আর শুধু বিশেষ প্রয়োজন ক্ষেত্রেই ইহার অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষাবৃত্তির অবৈধতা সম্পর্কে ছিহাহ্ ও ছুননের গ্রন্থ সমূহে বহু হাদীছ সংকলিত আছে। বুখারী ও মুছলিম প্রভৃতি ছনদ সহকারে রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে,
রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি তোমাদের কাছে যাচ্ঞা করিয়া বেড়ায়, কিয়ামতের দিবস সে এরূপ অবস্থায় উত্থান করিবে যে, তাহার মুখমণ্ডলে কিঞ্চিন্মাত্র গোশ্‌তও রহিবেনা।
لاتزال المسئلة باحدكم حتى يأتى يوم القيامة وليس فى وجهه مزعة لحم

রছুলুল্লাহ (দঃ) আরো আদেশ করিয়াছেন, যেব্যক্তি জীবন-ধারণের উপাদান বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যাচ্ঞার হস্ত প্রসারিত করিবে, কিয়ামতের দিবস তাহার এই যাচ্ঞা তাহার মুখমণ্ডলে গভীর, অগভীর ও হালকা যখমের আকারে প্রকাশিত হইবে—তিরমিযী। রছুলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র রসনায় ইহাও উচ্চারিত হইয়াছে যে, ত্রিবিধ ব্যক্তি ব্যতীত সকলের জন্যই যাচ্ঞা করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।
من سأل الناس ولـه مايغنيه، جاءت مسالته يوم القيامة خدوشا او خموشا او كدوحا فى وجهه -
او فقر مدقع — هذا المعنى فى الصحيح

প্রথম, এরূপ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, যে ঋণের বোঝার চাপে ভয়াবহভাবে নিষ্পিষ্ট হইতেছে। দ্বিতীয়, যে ভিক্ষুক দারিদ্র ও উপবাসের কঠোরতায় ভূশয্যায় ঢলিয়া পড়িয়াছে। তৃতীয়, খুনের অপরাধে অভিযুক্ত এরূপ ব্যক্তি, যাহার পক্ষে খুনের ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করা অসাধ্য—আবুদাউদ।

রছুলুল্লাহ (দঃ) আরো আদেশ করিয়াছেন, আল্লাহর শপথ! তোমাদের মধ্যে যদি কেহ রশি লইয়া নিজের পিঠে খড়ির বোঝা বাঁধিয়া লইয়া আসে আর উহা বিক্রয় করে আর এইভাবে আল্লাহ যদি তাহার আত্মসম্মানকে ভিক্ষার লাঞ্ছনা হইতে রক্ষা করেন তাহাহইলে ইহা তাহার পক্ষে লোকের সম্মুখে হস্তপ্রসারিত করা এবং কেহ দিল আর কেহ না দিল এরূপ অবস্থা অপেক্ষা অতি উত্তম - বুখারী।
لان ياخذ احدكم حبله فيذهب، فيحتطب خيراله من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه -

রছুলুল্লাহ (দঃ) আরো বলিয়াছেন যে, যেব্যক্তি যাচ্ঞা ও ভিক্ষাকে এড়াইয়া চলে, আল্লাহ তাহাকে কাহারো মুখাপেক্ষী রাখেননা। যে স্বীয় আবরু রক্ষা করিয়া চলে আল্লাহ তাহাকে সচ্চরিত্র ও সাধু করিয়া থাকেন এবং যে বিপদে ধৈর্য অবলম্বন করে, আল্লাহ তাহাকে ধৈর্যশীল হইবার সুযোগ দেন। ছবর অপেক্ষা উত্তম এবং প্রশস্ততর কোন নে'মত কাহাকেও দান করা হয়নাই—বুখারী ও মুছলিম।
من يستغن يغنه الله و من يستعفف يعفه الله و من يتصبر يصبره الله وما اعطى احد عطاء خيرا واوسع من الصبر -

রছুলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র রসনা হইতে ইহাও নিঃসৃত হইয়াছে যে, সাধারণ কোষাগার হইতে যদি তুমি কিছু প্রাপ্ত হও, অথচ যদি উক্ত ধনের জন্য মৌখিক প্রার্থনা না করিয়া থাক আর তোমার অন্তরও যদি উক্ত ধনের জন্য প্রলুব্ধ না হইয়া থাকে, তাহাহইলে তুমি উহা গ্রহণ কর আর যদি এরূপ না হয়, তাহা-
ما اتاك من هذا المال وانت غير سائل ولاشرف، فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك

হইতে নিজের এইরূপ ধনের সংস্পর্শ হইতে দূরে সরাইয়া রাখ।

রছুলুল্লাহর (দঃ) উক্তির তাৎপর্য এইযে, উল্লিখিত ধনে বস্তুরপক্ষে দোষাবহ কিছু না থাকিলেও মনের গতির উপরেই উহা গ্রহণ করার বৈধতা ও অবৈধতা নির্ভর করিতেছে। যদি মনে লোভ এবং কামনার তাড়না বিদ্যমান থাকে, তাহাহইলে উহা গ্রহণ করা বৈধ হইবেনা, কারণ এরূপ অবস্থায় 'আবাদীয়তে'র গৌরব লাঞ্ছিত—হইতেছে। হৃদয়ের নিভৃত কোণেও যদি এরূপ ধনের কামনা লুক্কায়িত থাকে তাহাহইলে একজন 'মর্দে মুমিনের' পক্ষে এ ধন স্পর্শ করাও কোনক্রমে বিধেয় হইবেনা।

বিশিষ্ট ছাহাবাগণের প্রতি যাজ্ঞার কঠোর নিষিদ্ধতা

ইছলাম স্বভাবতঃ এবং স্বীয় রুচিগত ভাবে ভিক্ষাবৃত্তি-কে যে বরদাশত করেনা, ইতিপূর্বে একথা আলোচিত হইয়াছে। অবশ্য বিশেষ প্রয়োজনে এবং সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে ইহার অনুমতিও রহিয়াছে কিন্তু এই অনুমতি হইতেও রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার বিশিষ্ট সহচরবৃন্দকে বঞ্চিত করিয়াছেন এবং রুখছতের (Option) পরিবর্তে তাঁহাদিগকে আযীমতের পথ অবলম্বন করার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। তাঁহাদিগকে দ্ব্যর্থহীন ভাবে — রছুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ দিয়াছেন যে, তাঁহারা কোন সৃষ্ট জীবের নিকট কোন অবস্থাতেই যেন কোন কিছু প্রার্থনা না করেন।

ইমাম আহমদ স্বীয় মুছনদে উল্লেখ করিয়াছেন যে, হযরত আবুবকর ছিদ্দীকের হস্ত হইতে যদি ছড়ি পড়িয়া— যাইত, তাহাহইলে তিনি কাহাকেও — একথা বলিতেননা যে, উহা আমাকে তুলিয়া দাও। (ان ابابكر كان يسقط السوط من يـده' فـلا يـقول لاحد ناولني اياه ـ ويقول ان خليلي امرني ان لا اسأل الناس شيئا ـ)

অধিকন্তু তিনি বলিতেন যে, আমার সুহৃদ আমাকে আদেশ দিয়াছেন, আমি যেন কোন মানুষের কাছে কিছু প্রার্থনা না করি।

হযরত আওফ বিনে মালিক বলেন যে, অন্যান্য কতিপয় ছাহাবার— সংগে রছুলুল্লাহ (দঃ) আমার নিকট হইতেও দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং আমাদের সকলের কানে কানে— মৃদুস্বরে বলিয়া দেন যে, আমরা কাহারো নিকট যেন কখনও কিছু প্রার্থনা না করি। (ان النبى صلے الله عليه و سلم بايعه فى طائـفة و اسراليه كلمة خفيفة ان لا تسالوا الناس شيئا ـ فكان بعض اولائك النـفر يسقط السوط من يد احدهم ولا يقول لاحد ناولني اياه ـ)

ইহার ফলে উক্ত ছাহাবাগণের অবস্থা এরূপ হইয়াছিল যে, তাঁহাদের কাহারো হস্ত হইতে ঘোড়ার কোড়াও যদি ছুটিয়া গিয়া ভূপতিত হইত, তাঁহারা কাহাকেও উহা তুলিয়া দিতে বলিতেননা, বরং নিজেরাই ঘোড়ার পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহাদের কোড়া কুড়াইয়া লইতেন—মুছলিম।

কেবল আল্লাহর কাছেই যাজ্ঞা করার নির্দেশ

কোরআন ও হাদীছের শত শত স্থানে মানুষকে শুধু এই আদেশই দেওয়া হইয়াছে যে, যাহাকিছু চাহিতে হয়, একমাত্র প্রভু অন্নদাতা বিশ্বপতি রব্বুল আলামীনের নিকটেই প্রার্থনা কর, অন্যকোন সৃষ্ট বস্তুর নিকট হস্ত প্রসারিত করিওনা, ইহাই হইতেছে এইয়াকা' নছ্‌তঈন (ايـاك نستعين)। "আমরা আর কাহারো নিকট যাজ্ঞা করিনা শুধু, আপনারই নিকট যাজ্ঞা করি" বাক্যের সারমর্ম। আলাম্‌নশ্‌রহ ছুরতে ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলা হইয়াছে, যখনই আপনি অবসর লাভ করেন তখনই হে রছুল (দঃ), আপনি দণ্ডায়মানিত হউন এবং আপনার রব্বের নিকট যাজ্ঞা করুন। (فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب ـ)

ছুরত আন্‌নিছায় এই মর্ম স্পষ্টতর ভাষায় ব্যক্ত করা হইয়াছে, কথিত হইয়াছে : তোমার আল্লাহর নিকট হইতেই খাদ্য ও সম্পদ যাজ্ঞা কর—৩২ আয়ত। (واسئلوا الله من فضله ـ)

ছুরত আল আনকাবুতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে, তোমরা আল্লাহর— (فابتغوا عندالله الرزق ؛)

নিকটেই খাদ্য প্রার্থনা কর। শেষ আয়তের শব্দ-বিন্যাসের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ করা উচিত।—আয়তে 'রিযকে'র পূর্বেই 'ইন্দাল্লাহ' শব্দ অগ্রগণ্য করিয়া ইহাকে নির্দেশতা বাচক বাক্যে পরিণত করা হইয়াছে অর্থাৎ বলা হইয়াছে যে, তুমি তোমার অন্ন আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারো নিকট অনুসন্ধান করিওনা, শুধু আল্লাহরই নিকট খাদ্য প্রার্থনা কর।

রছুলুল্লাহ (দঃ) তদীয় চাচা হযরত আব্বাছের পুত্র আবদুল্লাহকে এই কথা বলিয়া উপদেশ দিতেন, হে বালক, যদি কিছু চাহিতে হয় তবে আল্লাহর কাছেই চাও, يا غلام' اذا سالت فاسئل الله واذا استعنت فاستعن بالله - যদি সাহায্য প্রার্থনা করিতেই হয় তাহাহইলে আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর।

সৃষ্টজীব রূপে মানুষ দুই প্রকার সাহায্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে। প্রথমতঃ খাদ্য প্রভৃতি নিত্যনৈমিত্তিক বস্তু সমূহের সাহায্য, দ্বিতীয়তঃ সর্ববিধ দুঃখ কষ্ট ও বিপদাপদ হইতে উদ্ধারলাভের জন্য সাহায্য। ইছলামের শাশ্বত শিক্ষা এই যে, উল্লিখিত উভয়বিধ বিষয়ের জন্য মানুষ যখন কাহাকেও আহ্বান করিবে, তখন যেন শুধু আল্লাহকেই আহ্বান করে। প্রয়োজন মুহূর্তে মানুষ যেন তাঁহারই সম্মুখে হস্ত প্রসারিত করে এবং বিপদে ও দুঃখে যেন তাঁহারই নিকট তাহার ফরিয়াদ লইয়া হাযির হয়।

হযরত ইয়াকুব আলায়হিছ্‌ছালামের এই জীবনা-দর্শ আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে যে, পুত্রের-বিরহ ব্যথায় যখন তিনি একেবারেই অস্থির হইয়া পড়িলেন, তখন সর্বপ্রথম যে শোকোচ্ছাস তাঁহার পবিত্র কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল, তাহা ছিল এই যে, আমি আমার انما اشكوا بثي وحزني الى الله - শোক এবং দুঃখের ফরিয়াদ শুধু আল্লাহর কাছেই উপস্থিত করিতেছি।

কোরআনে নৈতিকতার শ্রেষ্ঠতমমান স্বরূপ তিনটি গুণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—হিজরে জমীল (هجر جميل), ছফ্‌হে-জমীল (صفح جميل) আর ছব্‌রে জমীল (صبر جميل)। বিদ্বানগণ বলিয়াছেন যে, শত্রুকে কোন প্রকার কষ্ট না দিয়া চুপ চাপ ভাবে তাহাকে পরিত্যাগ করার কার্যকে 'হিজ্‌রে জমীল' বলা হয় আর ললাটে কোন প্রকার অসন্তুষ্টির চিহ্ন প্রকাশ না করিয়া কাহাকেও ক্ষমা করার কার্য 'ছফ্‌হে জমীল' বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকে এবং রসনায় কোন রূপ অভিযোগ উচ্চারণ না করিয়া ধৈর্য অবলম্বন করার কার্য 'ছব্‌রে জমীল' নামে অভিহিত হয়।

ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল সম্পর্কে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তিনি মৃত্যুশয্যায় রোগ যন্ত্রণায় উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতেছিলেন। জনৈক ব্যক্তি তাঁহার নিকট ইবনেআব্বাছের ছাত্র ইমাম তাউছের অভিমত ব্যক্ত করেন যে, তিনি রোগ শয্যার বিলাপকে মক্রূহ জানিতেন এবং বলিতেন ইহা স্রষ্টা জীবের—নিকট ফরিয়াদেরই নামান্তর। একথা শ্রবণ করার পরমুহূর্ত হইতে ইমাম আহমদ এরূপ ভাবে নিস্তব্ধ হইলেন যে, শেষ নিঃশ্বাস বহির্গত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার মুখ হইতে একবারও কেহ আর বিলাপ ধ্বনি শ্রবণ করে নাই।

কিন্তু শোকে ও সন্তাপে আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করা 'ছব্‌রে জমীলে'র প্রতিকূল নয়। স্বয়ং হযরত ইয়াকুবের অবস্থা লক্ষ করিলেই দেখা যায় যে, এক দিকে যেমন তিনি 'ছবরে জমীল' অবলম্বন করিতে-ছেন তেমনি অপর দিকে তিনি তাঁহার সমুদয়—ফরিয়াদ আল্লাহর নিকটেই উপস্থিত করিতেছেন।

بسم الله الرحمن الرحيم

পূর্বপাক জম্‌ঈয়তে আহ্‌লে-হাদীছের

সভাপতির আবেদন

[পাকিস্তান গণপরিষদের মাননীয় সদস্যমণ্ডলীর খিদ্‌মতে—]

আভাষ

পুরাতন গণপরিষদ ভাংগিয়া দেওয়ায় এবং কেন্দ্রে ও পূর্ব পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটায় এতদিন পর্যন্ত পাকিস্তান রাষ্ট্রের জনগণ যে অনিশ্চিত ও অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সম্মুখীন ছিলেন, রাজনৈতিক বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিগণের তাহা—অবিদিত নাই। দলাদলি, স্বার্থবুদ্ধি, আদর্শ বিচ্যুতি ও নীতিহীনতা বিস্তারলাভ করিয়া এই যুগ সন্ধিক্ষণে যেভাবে পাকিস্তান রাষ্ট্রকে ক্রমশঃ একনায়কত্ব ও সামন্ততন্ত্রের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল, তাহার ভয়াবহ পরিণতির কথা চিন্তা করিয়া পাকিস্তানের প্রত্যেক হৃদয়বান নাগরিক শিহরিত হইতেছিলেন। দীর্ঘকাল পর পুনরায় পাকিস্তানের দিকচক্রবালে—গণতন্ত্রের কুয়াশাচ্ছন্ন সূর্য উদিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। পূর্বপাকিস্তানে পার্লামেণ্টারী শাসন প্রথা পুনঃ প্রবর্তিত হইয়াছে। রাষ্ট্রের উভয় বাহুর সমবায়ে আবার একটি নূতন গণপরিষদও গঠিত হইতে চলিয়াছে। যে অবস্থায় ও যে পদ্ধতিতে নবযুগের সূচনা বিঘোষিত হইয়াছে, আমরা সেই পরিস্থিতি ও পদ্ধতির সমর্থক না হইলেও একনায়কত্ব ও সামরিক শাসনের অভিশাপ হইতে রক্ষা পাইবার যে সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, তজ্জন্য আমরা আল্লাহর শোক্‌র আদা' করিতেছি। যাঁহাদের সমবায়ে গণপরিষদ গঠিত হইতেছে আল্লাহর হাম্‌দ ও প্রশস্তির পরেপরেই—আমরা তাঁহাদের খিদমতে মুবারকবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এই উপলক্ষে তাঁহাদের কাছে আমাদের কয়েকটি কথা নিবেদন করা আবশ্যক বিবেচিত হওয়ায় এই ক্ষুদ্র আবেদনের অবতারণা করা হইতেছে। গণপরিষদের সভ্যগণ আমাদের এই আবেদনের প্রতি মনোযোগী হইতে পারিলে তাঁহাদের ও জনগণের পক্ষে সত্যসত্যই ইহা কল্যাণপ্রসূ হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

ইতিকর্তব্য কি ?

গণপরিষদের কাজ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে সর্বপ্রথম আত্মমর্যদাসম্পন্ন সভ্যমণ্ডলীর দুইটি ব্যবস্থা—অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য: বিভিন্ন পার্টি ও দলীয় স্বার্থবুদ্ধি এবং সংকীর্ণতা পরিহার করিয়া জাতির ব্যাপক কল্যাণ এবং রাষ্ট্রের স্থায়ী মংগলের উদ্দেশ্যে গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভংগী লইয়া মাননীয় সভ্যগণকে গণপরিষদের সিংহদ্বারে প্রবেশ করিতে হইবে। গণতান্ত্রিকতার আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া পুনরায় যদি ঠেলাঠেলি ও দলাদলির অভিশাপে সভ্যমণ্ডলী আক্রান্ত হন, তাহাহইলে অতীতের অভিজ্ঞতা—অনুসারে এই রাষ্ট্রকে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হইবে, সে সম্বন্ধে আমরা গোড়াতেই সতর্কতার সংকেতধ্বনি করিতেছি।

দ্বিতীয়তঃ গণপরিষদ জাতির সত্যকার প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান এবং তাহাদের সুখদুঃখের ও আশা আকাংখার বাস্তব প্রতীক হওয়ার পরিবর্তে কোন ব্যক্তি বা দল বিশেষের হস্তের ক্রীড়নকে পরিণত না হয় এবং কাহারো মুখের উক্তি বা চোখ রাঙানীর ফলেই সমুদয় সাধ্য সাধনা ও চেষ্টা চরিত্র

কর্পূরের মত উবিয়া না যায়, প্রারম্ভেই আটঘাট বাঁধিয়া সেইভাবে অগ্রসর হইবার জন্য আমরা সদস্য মণ্ডলীকে অনুরোধ জানাইতেছি।

কিন্তু এইটুকুই গণপরিষদের সাফল্য নয়, ইহা সাফল্য লাভের উপলক্ষ মাত্র।

(২)

পাকিস্তান শাসনতন্ত্রের মূলনীতি কি?

যে-আদর্শ ও লক্ষ্যকে সম্মুখে রাখিয়া ভূমণ্ডলের মানচিত্রে পাকিস্তানের চিত্র সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, সেই আদর্শবাদের সফলতাই হইতেছে গণপরিষদের যথার্থ সাফল্য। যে সকল মহা মনীষীর স্বপ্ন ও সাধনায় পাকিস্তান মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল অর্থাৎ মরহুম শেখ মোঃ ইকবাল, মরহুম কায়েদে আযম জিন্না, মরহুম কায়েদে মিল্লত লিয়াকত আলী, মরহুম মওলানা শব্বীর আহমদ উছমানী, মরহুম মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল বাকী প্রভৃতি পাক-রাষ্ট্রের সুনিপুণ শিল্পীগণ আজ কেহই বিদ্যমান নাই। পাকিস্তান সংগ্রামের জীবিত সেনানীবৃন্দের অধিকাংশকেই বর্তমান গণপরিষদে আজ—আমরা দেখিতে পাইতেছিনা। অতীতের অবতারণা আজিকার দিবসে আমাদের অভিপ্রেত নয় কিন্তু সত্যের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য একথা না বলিয়া উপায় নাই যে, বর্তমান গণপরিষদের অনেকানেক সদস্যের পাকিস্তান সংগ্রামের সহিত অতীতে কোন সম্পর্কই ছিলনা, এমনকি পাকিস্তান আন্দোলনের আদর্শের সহিতও তাঁহারা সুপরিচিত ছিলেননা। তাই আজ যখন নয় বৎসর পর নূতন করিয়া পাকিস্তানের ভাগ্য রচিত হইতেছে এবং পাকিস্তানের ভাবী শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইতে চলিয়াছে, তখন গণপরিষদের মাননীয় সভামণ্ডলীর সম্মুখে পাকিস্তান আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষের পুনরাবৃত্তি করা আমরা আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি।

আমরা ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইলাম কেন?

একথা অনস্বীকার্য যে, দাদাভাই নওরোজী ও গোখলের সময় হইতে গান্ধীজীর যুগপর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুছলমানগণ সংখ্যানুপাতে তুল্যভাবে যোগদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা দেশের অন্যান্য সমাজের সহিত সমানতালে পা ফেলিয়া—স্বাধীনতার দুর্গে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি তাঁহারা তাঁহাদের কর্মজীবনের সহচর এবং বন্ধুদের পরিত্যাগ করিয়া একটি নূতন রাষ্ট্র গঠনের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন কেন? যাঁহারা মনে করেন, ইকবাল ও জিন্না ইংরেজ ও আমেরিকার—দালাল রূপে ভারত উপমহাদেশের দুইপ্রান্তে ইংরেজ ও আমেরিকার প্রভুত্বকে চিরঞ্জীবী করিয়া রাখার জন্য অথবা ইউরোপের মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্র বা বর্তমান যুগের রুশীয় সমূহবাদের প্রতিষ্ঠাকল্পে পাকিস্তানের ধ্বনি উত্থিত করিয়াছিলেন, তাহারা একান্তই মিথ্যুক ও নির্লজ্জ। এই সকল উদ্দেশ্যে আসমুদ্র হিমাচল মুছলিম জাতির কণ্ঠনিঃসৃত পাকিস্তানের দাবী ভারত উপমহাদেশের গগন ও পবন বিদীর্ণ করে নাই। মুষ্টিমেয় কতিপয় লোক নেতৃত্ব ও শাসন কর্তৃত্বের আরাম-কেদারায় সুখ নিদ্রা উপভোগ করিবেন, তজ্জন্য ভারতের লক্ষ লক্ষ মুছলিম নরনারী আগুন ও রক্তের হিন্দুয়ানী যজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদান করে নাই। পৃথিবীতে সকলেই যেরূপ বাঁচিয়া থাকার অধিকার রহিয়াছে, তেমনি ভারতীয় মুছলমানগণ শুধু এই অধিকারের বলেই পাকিস্তানের দাবী উত্থিত করিয়াছিলেন। ইংরাজী, আমেরিকা অথবা রুশীয় কিংবা ডচ ও সুইজ জীবনপদ্ধতি ও শাসন-ব্যবস্থা বরণ করিয়া লওয়া অপেক্ষা ভারতীয় শাসন পদ্ধতির নিগড়ে আবদ্ধ থাকা অধিকতর নিন্দনীয় ছিলনা, কিন্তু যেহেতু মুছলমানগণ একটি স্বতন্ত্র জাতি, রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে তাহাদের আদর্শ ও দৃষ্টিভংগী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাহাদের সংস্কৃতি ও জীবন মরণের লক্ষও সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাই তাহাদের বাঁচিয়া থাকিতে হইলে মুছলমানরূপেই বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। ইংলিশ, আমেরিকান, হিন্দু বা কম্যুনিস্টরূপে যদি তাহারা জীবন ধারণ করার সুযোগও পায়, সে জীবন আপাতদৃষ্টিতে যতই প্রেয়স হউক না কেন,

মুছলিম জাতির নিকট তাহা মৃত্যুরই নামান্তর।

ইছলামী শাসনতন্ত্রের স্বরূপ

ইছলামী গণতন্ত্র, ইছলামী ন্যায়বিচার ও ইছলামী নীতিনৈতিকতার মান মানুষের মস্তক গণনা করিয়া স্থিরীকৃত হয়না, পরন্তু এসমস্তের বুনিয়াদ আল্লাহর সার্বভৌম প্রভুত্ব এবং রিছালতের আকীদার উপর প্রতিষ্ঠিত। পাকিস্তানে ইছলামের বুনিয়াদে কোরআন ও ছুন্নাহকে ভিত্তি করিয়া শাসনতন্ত্র বিরচিত হইবে বলিয়া পাকিস্তানের নেতৃমণ্ডলী জনগণকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন। ন্যূনাধিক দুইশত বৎসর পর এই দেশে আবার ইছলামী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত এবং কোরআন ও ছুন্নাহর সার্বভৌমত্ব প্রবর্তিত হইবে এই প্রতিশ্রুতি লাভ করিয়াই মুছলিম সমাজ এই আন্দোলনের জন্য অভূতপূর্ব ত্যাগ এবং কুরবানী স্বীকার করিয়াছিলেন। সত্য-কথা বলিতে কি, ইছলামী শাসনতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি ভংগকরা এই দেশের বিপুল জনতার সহিত বিশ্বাস-ঘাতকতার নামান্তর মাত্র। আমরা ইহা অবগত রহিয়াছি যে, এই ইছলামী শাসতন্ত্রকে এড়াইয়া যাইবার মতলবেই পুরাতন গণপরিষদকে ভাংগিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং ইহারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সমগ্র দেশে অরাজকতা, উচ্ছৃংখলা ও একনায়কত্বের অভিশাপ পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

পাকিস্তানকে বাঁচাইতে হইলে, আসন্ন বিশ্ব-যুদ্ধের অগ্নিকুণ্ডে উহাকে ইন্ধনে পরিণত করিতে না হইলে, সামরিক শাসন ও একনায়কত্বের অভিসম্পাত হইতে দেশকে রক্ষা করিতে হইলে গণপরিষদকে ইছলামী শাসনতন্ত্রই মনযুর করিতে হইবে।

সদর দফ্‌তর ঃ পাবনা।
৫ই জুলাই, ১৯৫৫ ইং।

আরয,--

আমরা দেশবাসীর পক্ষ হইতে, ইছলামের পক্ষ হইতে, কোরআন ও ছুন্নাহর পক্ষ হইতে নব গঠিত গণপরিষদের নূতন সভ্যবৃন্দের খিদমতে এই কথাই আরয করিয়া রাখিতেছি এবং তাঁহাদিগকে সসম্মানে সাবধান করিয়া দিতেছি যে, ইছলামী শাসনতন্ত্র ব্যতীত পাকিস্তানের জনগণ অন্যকোন শাসন ব্যবস্থা-তেই সন্তুষ্ট থাকিবেননা। দেশব্যাপী অসন্তোষ ও জাতীয় অকল্যাণকে যদি তাঁহারা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছাকৃত ভাবে ডাকিয়া আনেন, তাহাহইলে ইহার বিষময় ফল হইতে পাকিস্তানকে কেহই রক্ষা করিতে পারিবেনা এবং তজ্জন্য ইহকাল ও পরকালে বর্তমান গণপরিষদই দায়ী হইবেন!

সংখালঘুদের সমীপে

সংখালঘুদের নিকট আমাদের নিবেদন এইযে, ডেমোক্রেসীর মর্যাদা যদি তাঁহাদের অন্তরে বিদ্য-মান থাকে, তাহাহইলে রাষ্ট্রের শতকরা নব্বই জনের আশা আকাংখাকে পদদলিত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়া তাঁহাদের উচিত হইবেনা। আমেরিকান, সুইজ, ইংলিশ অথবা রুশীয় শাসনতন্ত্রে যদি তাঁহাদের অরুচি না থাকে, তাহা হলে ইছলামী গণতন্ত্রের জন্য বিরক্তি ও অসৌজন্যের মূলে সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ওজুহাত ছাড়া অন্যকোন কারণ থাকিতে পারে কি? আমাদের একান্ত অনুরোধ, অন্ততঃ একবার তাঁহারা পরীক্ষামূলক ভাবেও ইছলামী শাসনতন্ত্রকে যাচাই করিয়া দেখুন, উহা ইউরোপীয় গণতন্ত্র এবং রুশীয় সমূহবাদ অপেক্ষা অধিকতর বাঞ্ছনীয় কিনা?

ওয়াছ্‌ছালামো আ'লা মানিত্তাবাআল হুদা!

আপনাদের বিশ্বস্ত
মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী
আলকোরায়শী
সভাপতি—পূর্বপাক জম্‌ঈয়তে, আহ্‌লেহাদীছ।

শঙ্কা

—আতাউল হক

শ্রাবণ-ধারা থাম্‌ল রাতের শেষে।
গ্রামের পথটী ভেম্‌টী নদী ঘেঁষে
গেছে ; গেলাম নদীর ধারে ;
বসিলাম সেই পথের ’পরে।
নদীর বুকে ধানের ডগা ভাসে।
মনে আমার কত কথাই আসে !

ভেম্‌টী নদী আজ সে গেছে ম’রে।
প্রবাহ তা’র কোথায় গেছে স’রে !
হচ্ছে তা’তে ফসল আজি,
পাট, ধান আর তৃণরাজী ;
বিশ্ব-বণিক কোথায় তাহার তীরে !
কোথায় গেছে ‘গাং চিলেরা উড়ে’ !

পল্লী-বধূ কলসী নিয়ে কাঁকে
যায় না ক’ আর তাহার বাঁকে বাঁকে !
জোছনা রাতে তাহার তীরে
বাজে বাঁশী উদাস সুরে ?
বাজে না ক’ ! কাব্য নাহি আঁকে
কবি আর এই বেসুর বীণার ডাকে !

শ্রাবণ-ধারায় ভেমটী গেছে ভরি’ ;
শেওলাদলে স্রোত গিয়েছে মরি’ !
আছে শুধু অতীত স্মৃতি—
দেহ আছে, নাই ক’ গতি !
দৈত্যহীন এ ভগ্ন-দৈত্য-পুরী !
প্রাণ গেলে তার কিসের বাহাদুরি !

মনে হ’ল মুছলিম-নদীর কথা ;
ইছলাম-স্রোত মন্দীভূত তথা !
মুছলিম-নদী যাচ্ছে ম’রে,
ধান-পাট-তৃণে উঠ্‌ছে ভরে ;—
ক্রমেই তা’তে স্রোতের নীরবতা !
কোথায় তাহার প্রাণের উচ্ছলতা !

স্রোতস্বতীর স্রোতটী গেছে থেমে
আস্তে তথায় মৃত্যু আসে নেমে !
এমনি ক’রেই সকল মরণ
স্থবির প্রাণকে কর্‌ছে বরণ ,—
চঞ্চলতায় কর্‌ছে হরণ ঘুমে,
দিনের মরণ সন্ধ্যা সমাগমে !

আল্লাহ্‌তা’লা বিশ্ব-মুছলমানে
চিরজীবী কর্‌লেন দু’টী দানে ঃ
‘কোরআন’ এবং ‘বিশ্ব-নবী’—
বিশ্ব-স্বর্গের পুণ্য ছবি !
বন্ধুরা তা’র কদর ক’জন জানে ?
চিত্তে তা’রা পরের চিত্ত টানে !

আজকে আমার শঙ্কা জাগে মনে
চেয়ে শ্মশান- ভেম্‌টী নদীর পানে,
কি জানি হায় স্রোতস্বতী
হারিয়ে ফেলে তাহার গতি
সঙ্কিত ওই শেওলা-দামের বনে,
পাট গাছে আর ধান গাছে আর তৃণে !

——০ঃ)✻(ঃ০——

Contents

ইছলাম
ও
মুছলিম রাজ্য সমূহের প্রচলিত আইন

(পূর্বানুবৃত্তি)

মূল :—আল্লামা শহীদ আওদা অনুবাদ :—আলকোরায়শী

(৩)

প্রত্যেক জাতিরই আইনকানুন স্বতন্ত্র

আইন ও সংবিধানের বুনিয়াদী নীতি এইযে, যেসকল জাতি ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ ও দৃষ্টিভংগীর অধিকারী, তাহাদের সাংবিধানিক কাঠামও বিভিন্নরূপী। প্রত্যেক জাতির আইনের ভিতরদিয়া তাহাদের চিন্তাধারা ও অনুভূতি প্রতিফলিত হইয়া থাকে। জাতির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সংগেও আইনের সম্পর্ক সুগভীর। তাহাদের নৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীর প্রতিচ্ছায়াও আইনের ভিতর সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। জাতীয় স্বভাবের বৈষম্য অনিবার্যভাবে বিভিন্ন জাতির আইনের ভিতর পার্থক্য সৃষ্টি করিবেই! জাপানীরা তাহাদের—মতবাদ ও আদর্শবাদের দিক দিয়া ভারতীয় হইতে—যতদূর বিভিন্ন, জাপানী শাসন সংবিধানের ব্যবস্থাও সেই তুলনায় ভারতীয় রাজ্যশাসন বিধান হইতে বিভিন্ন! যে-পরিমাণে রুশীয় আর ইংরেজদের মতবাদ ও চিন্তাধারার ভিতর পার্থক্য রহিয়াছে, তাহাদের আইনকানুনের মধ্যেও সেই পরিমাণ বৈষম্য পরিদৃষ্ট হইবে। যখনই আমরা কোন শাসন সংবিধানকে একটি জাতির সহিত সম্পর্কিত করিয়া থাকি, তখন এই সম্পর্ক শুধু 'নামকে ওয়াস্তে' হয়না, বরং নামের সীমা অতিক্রম করিয়া তাহাদের একটি বাস্তব সম্পর্ক ও বন্ধনের পরিচয়ও উক্ত আইন প্রদান করিয়া থাকে! এইসকল কারণেই আমরা দেখিতে পাই যে, সমুদয় জাতি তাহাদের স্ব স্ব আইন ও কানুনের সমর্থক ও সংরক্ষণকল্পে সর্বদা প্রস্তুত থাকে। তাহারা আইনের অবমাননাকে জাতীয় অবমাননার নামান্তর বলিয়া বিশ্বাস করে! ইহারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ, কোন জাতির আইন-শাস্ত্র-বিশারদরা যদি অন্য জাতির নিকট হইতে কোন আইন ধার করিয়া লইতে চান, তাহাহইলে উহাকে হুবহু স্বীয় সংবিধানের অন্তরভুক্ত করিয়া লননা, বরং উহাকে মাজিয়া ঘষিয়া এরূপ সংশোধিত আকারে গ্রহণ করেন যাহাতে তাঁহাদের সাংবিধানিক কাঠামে উহা অসমঞ্জস ও গরমিল প্রতিপন্ন না হয়। বিজাতীয় দাসত্ব এবং চাকুরী স্বীকার করার সর্বাপেক্ষা জঘন্য ও বিশ্রী আকার হইতেছে, অন্য জাতির নিকট হইতে আইন ধার করিয়া লইয়া কোনরূপ সংশোধন না করিয়াই অবলীলাক্রমে নিজের জাতির মধ্যে উহা চালাইয়া দেওয়া। কারণ ইহার পরিষ্কার অর্থ এইযে, সে জাতির নিজস্বতা ও বিশিষ্টতা বলিয়া কিছুই নাই, সে অন্য জাতির আনুগত্যের লৌহশৃংখল আপন গলায় দৃঢ়-ভাবে ধারণ করিয়া ফেলিয়াছে।

মুছলিম রাজ্য সমূহে বিজাতীয় আইনের প্রভাব

কিন্তু অশেষ লজ্জা ও দুঃখ এইযে, উপরিউক্ত সাংবিধানিক বুনিয়াদী নীতিটিকে মিছরে এবং ইছলাম জগতের অন্যান্য রাজ্য সমূহে পদদলিত করা হইয়াছে। পাশ্চাত্য জাতি সমূহের রাজ্য-শাসন বিধানের একটি বৃহত্তর অংশকে হুবহু আমদানী করিয়া এই সকল দেশে বলবৎ করা হইয়াছে। মুছলিম অধ্যুষিত ও শাসিত এই সকল দেশে ন্যূনাধিক তেরশত বৎসর ধরিয়া ইছলামী বিধিনিষেধ এবং আইনের প্রভাব ও প্রাধান্য বিদ্যমান রহিয়াছে। অধিবাসীবৃন্দের বৃহত্তম সংখ্যাগুরু দল ইছলামী-জীবনব্যবস্থার আদর্শে আস্থাবান এবং সামাজিক জীবনের সকল অংশেই উহা অনুসরণ করিয়া চলিতে সচেষ্ট। যাহারা পাশ্চাত্যের আইন কানুনগুলি সংগ্রহ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন তাঁহাদের পক্ষে

Contents

মুছলিম জাতির অতীত ও বর্তমানের প্রতি লক্ষ রাখা বিশেষভাবে আবশ্যক ছিল কিন্তু এই সকল গতানুগতিকতাবাদী অন্ধ ভক্তের মধ্যে দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞার প্রাচুর্য না থাকায় বর্তমানে মুছলিম রাজ্য সমূহে এরূপ অপরিচিত ও অসংগতিপূর্ণ সংবিধান-সমূহের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, সেগুলির মধ্যে যেরূপ মুছলিম ঐতিহ্যের কোন নিদর্শন— বিদ্যমান নাই তেমনি জাতির আধুনিক সমস্যা সমূহেরও সেগুলিতে কোন সমাধান খুঁজিয়া পাওয়া যাইবেনা। অনাগত ভবিষ্যতের দিকেও এই সকল আইন ক্ষীণতম আলোকসম্পাত করিতে সক্ষম নয়। প্রত্যুত এই পাশ্চাত্য আইনগুলি মুছলমান-গণের জাতীয় মতবাদ ও উচ্চাকাংখার পথে সমূহ অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে। ইছলামী রাজ্য সমূহে প্রবর্তিত এই সকল সংবিধানের বীজ জারজ রসে সিক্ত হইয়া বিজাতীয় ভূমিতে অংকুরিত হইয়াছিল এবং বিজাতীয় পরিবেশেই উহা মহীরুহের আকার ধারণ করিয়াছে। কি দুর্ভাগ্য যে, এই অপবিত্র বিষ-বৃক্ষকে এমন স্থানে আনিয়া রোপণ করা হইয়াছে, যেস্থানের অধিবাসীরা উহাকে ঘৃণা না করিয়া থাকিতে পারেনা, তাহারা উহাকে সমূলে উপড়াইয়া দূরে নিক্ষেপ করার চেষ্টায় নিরন্ত থাকিতে পারেনা। এই আইনগুলি আমাদিগকে নাস্তিকতা ও লাম্বীনীর দিকে ক্রমাগত গলাধাক্কা দিয়া লইয়া যাইতেছে এবং নীতিনৈতিকতার সমুদয় মান ভাংগিয়া চুরমার করিবার এবং পিতৃ-মাতৃ-নিরপেক্ষতার আদর্শ বরণ করিবার জন্য শিক্ষা দিতেছে। পাশ্চাত্য আইন— সমূহের মৌলিক ও ব্যবহারিক বিধানগুলির সহিত আমাদের অবস্থা ও ধ্যান ধারণার দূরবর্তী— সংগতিও নাই। মুছলিম রাজ্যসমূহে বিজাতীয় আইনের প্রভাবের দৃষ্টান্ত এমন একটি শিশুর মত, যাহাকে তাহার জনক জননীর কোল হইতে ছিনিয়া লইয়া সম্পূর্ণ অপরিচিত ও নিঃসম্পর্ক ব্যক্তির— তত্ত্বাবধানে প্রদান করা হইয়াছে, অথবা এরূপ জনক জননীর ন্যায়, যাহাদের কোল হইতে তাহাদের সন্তানটিকে কাড়িয়া লইয়া একটি হারামী সন্তানকে তাহাদের কোলে নিক্ষেপ করা হইয়াছে।

আইন মতবাদ ও বিশ্বাসেরও যামিন হইয়া থাকে

ব্যক্তি ও দলের বস্তুতান্ত্রিক প্রয়োজনগুলিই জাতির সব কিছু নয়, তাহাদের বিশ্বাস ও মতবাদ (Ideology & conception) গুলিও তাহাদের এরূপ প্রিয় ও অপরিহার্য যে, সেগুলিকে রক্ষা করাও আইনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া থাকে। মুছলমানগণের চিন্তাধারা ও দৃষ্টির উৎস হইতেছে ইছলাম। আমাদের আইন রচয়িতাদের আল্লাহ যদি একটুও সদবুদ্ধি প্রদান করিতেন, তাহাহইলে প্রত্যেকটি আইন রচনা করার পূর্বে তাঁহারা ইহা দেখিতে চেষ্টা করিতেন যে, ইছলামী আদর্শের সহিত উল্লিখিত আইনের কোনরূপ সামঞ্জস্য রহি-য়াছে কিনা? ধর্মীয় আচার সমূহের সে আইন অনুকূল না প্রতিকূল? কিন্তু এ কষ্ট কেহই স্বীকার করিতে প্রস্তুত হন নাই। ফলে ইছলাম জগতে প্রবর্তিত পাশ্চাত্য আইনগুলি এখন খোলাখুলি ভাবেই ইছলামী সংবিধানগুলিকে চ্যালেঞ্জ করি-তেছে। ইছলামী মতবাদগুলির উহারা মুখ ভেংচাই-তেছে, ইছলামী নীতি সমূহকে তাহারা উপহাস করিতেছে, ইছলামী অধিকার এবং অবশ্যকর্তব্য সমূহের পথে এই আইনগুলি প্রবল বাধারূপে মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে। এইভাবে আমাদের বর্তমান প্রচলিত আইনগুলি আইনের মূল প্রাণ-শক্তিকেই গলা টিপিয়া মারিতেছে। যে উদ্দেশ্যে আইন রচিত হইয়া থাকে, সে উদ্দেশ্যই পণ্ড হইয়া যাইতেছে। এই সকল আইনের অস্তিত্বের সংরক্ষণ ও প্রতিষ্ঠা— লাভের স্বপক্ষে বৈধতার কোন প্রমাণই বিদ্যমান নাই। এই পাশ্চাত্য আইন সমূহের বদওলতেই আজ আমা-দের সুখশান্তি বিলুপ্ত হইয়াছে, আমাদের চতুষ্পার্শ্বে বিশৃংখলা ও অনাচারের হিড়িক পরিদৃষ্ট হইতেছে। সমস্ত ইছলাম জগত এক অশুভ ও অনভিপ্রেত পরিবেশে বন্দী হইয়া রহিয়াছে।

কল্যাণের প্রতিষ্ঠাই আইনের লক্ষ

কল্যাণ ও সমৃদ্ধির দিক দিশারী হওয়াই আই-

নের উদ্দেশ্য কিন্তু ইউরোপীয় আইনগুলি আমাদিগকে অকল্যাণ এবং পতনের দিকেই পথ দেখাইতেছে। অনাচার ও বিধ্বস্তির গহ্বরে আমাদিগকে নিক্ষেপ করিতে চাহিতেছে। পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষ্য রহিয়াছে যে, দুনিয়ার সমস্ত জাতির তুলনায় মুছলমানগণ কল্যাণ ও মংগলের জন্ম অধিকতর—আগ্রহান্বিত ছিলেন। তাঁহারা সততার অধিকতর নিকটবর্তী ছিলেন, পরস্পরের প্রতি অধিকতর সহানুভূতিপূর্ণ ও প্রীতিপরায়ণ ছিলেন কিন্তু যে দিন হইতে মুছলিম রাজ্যসমূহে বিজাতীয় আইন—সমূহ প্রচলিত হইয়াছে, আমরা সেই দিন হইতে ক্রমে ক্রমে সম্মান ও গৌরবের সমুন্নত আসন হারাইয়া ফেলিয়াছি, চারিত্রিক এবং নৈতিক গুণাবলী—হইতে বঞ্চিত হইয়াছি, আত্মপরায়ণতা, অহমিকতা, বস্তুতান্ত্রিকতা এবং সুবিধাবাদ আমাদের মধ্যে ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে। বৈধ ও অবৈধ এবং হালাল ও হারামের পার্থক্য আমাদের মধ্য হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। এমন এক সময় ছিল, যখন নৈতিক গৌরবের দিক দিয়া আমরা দৃষ্টান্তস্থল বিবেচিত হইতাম আর আজ এমন সময় আসিয়া পড়িয়াছে যে, আমরা পশুর মত শুধু প্রবৃত্তির চতুষ্পার্শ্বে ঘুরপাক খাইয়া মরিতেছি, বরং ইহা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না যে, হিংস্র পশুর মত আমরা শিকারের অনুসন্ধানে অবিরত দ্রুত ধাবিত হইতেছি।

আইন অবৈধ লাভ ও মুনাফা-খুরীকেও বাধা দিয়া থাকে।

মুনাফাখুরী এবং অবৈধ সঞ্চয়ের প্রতিরোধ করাও আইনের আর একটি প্রধান উদ্দেশ্য, কিন্তু ইছলামী রাজ্যসমূহের আইনের অবস্থা এই যে,—সাম্রাজ্য ও পুঁজীবাদী শক্তিপুঞ্জের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই যেন এই সকল আইন রচিত হইয়া থাকে। তাহাদের লুণ্ঠতারাজ ও ডাকাতিকে কেমন করিয়া আইনানুমোদিত করা যাইতে পারে, কেমন করিয়া মুছলমানগণ অনন্তকাল পর্যন্ত তাহাদের অর্থনৈতিক দাসত্বশৃংখলে আবদ্ধ থাকে, অপমান ও দারিদ্রের লৌহ-বন্ধন যাহাতে মুহূর্তের তরেও তাহাদের দেহে শিথিল হইতে না পারে, মুছলিম রাজ্যের আইনগুলি সেই উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়া থাকে বলিয়া মনে হয়।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ১৯৪৫ সালে যখন যুদ্ধবিরতি ঘটে, তখন স্টার্লিংয়ের নামে ব্রিটেন মিছরের নিকট পঞ্চাশ কোটী গিনীর জন্ম ঋণী হয়। আমাদের দেশ কি এতই ধনশালী যে, তাহার পক্ষে বৃটেনকে এরূপ বিরাট ঋণ প্রদান করা সম্ভবপর হইয়াছিল? ইংলণ্ড কি ঋণের জন্য আবেদন করিয়াছিল? আর মিছর কি সেই আবেদনে মনযুরী দিয়াছিল? কখনই নয়! ইহা নিরেট চুরি, লুট ও ডাকাতি ছাড়া আর কিছুই নয়! আইনের মুখ ভেংচাইয়া এই ডাকাতিকে ঋণের নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। এই ভাবে ইংরেজদের জন্য মুনাফাখুরীর অসংখ উপায় মিছরের আইনে বৈধ বলিয়া গণ্য হইয়া—রহিয়াছে, এই আইনের বদওলতেই হতভাগ্য মিছরীয়দিগের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া বৃটেনের উদরপূর্তি করা হইয়া থাকে। মিছরী আইন অনুসারে ইংরেজদিগকে খোলাখুলি ছুটি দেওয়া হইয়াছে,—তাহারা আমাদের স্টার্লিং পাওনার অবশিষ্টাংশ হইতে যদৃচ্ছভাবে নিজেরা ব্যয় করুক। আমাদের ব্যাংক-গুলি অবিকল ইংরাজী প্রতিষ্ঠানের মত, বিলাতী সম্পদের তমসুকের বিনিময়ে এই সকল ব্যাংক হইতে মিছরীয় কারেন্সী সংগ্রহ করার কার্য অবারিত রাখা হইয়াছে। এইভাবে মিছরের পুঁজিকে যবর-দখল করিয়া গ্রাস করার অপূর্ব আইনও সংগৃহীত হইয়াছে। বৃটিশ হুণ্ডির বিনিময়ে ইংরেজরা আমাদের ধন সম্পদ যদৃচ্ছভাবে লুটিয়া লইয়া যাইতেছে। যে আইনের উদ্দেশ্য, এক জাতি নিজেদের পেট—কাটিয়া অপর জাতির পেটের অগ্নিকুণ্ডে ইন্ধন যোগাইতে থাকুক, এক জাতির লোকেরা ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য হাহাকার করুক আর অপর জাতি তাহাদেরই মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া বিলাস ও ঐশ্বর্যের গগনচুম্বী প্রাসাদ রচনা করুক, সে আইন কি কখনও ন্যায়ানুমোদিত ও ন্যায়-বিচার-সম্মত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে?

যুদ্ধ বিরতির পর হইতেই আমরা এই গুরুভার

ঋণ পরিশোধ করার দাবী উপস্থিত করিয়াছিলাম। যদি ঋণের এই টাকা আমরা ফেরত পাইতাম, তাহা হইলে জাতীয় জীবনের উন্নয়নকল্পে আমরা প্রত্যেক বিভাগেই নব গঠনের কাজ বিপুল আকারে আরম্ভ করিয়া সাফল্যের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিতাম কিন্তু আমাদের দাবীর উত্তরে ইংরেজরা—গড়িমসি ও টালবাহানার নীতি অনুসরণ করিতে থাকে। তাহারা আমাদের নেতাদের বলিতে—আরম্ভ করে যে, ইংরেজরা মহাযুদ্ধে মিছরের সহায়তা করিয়াছিল এবং তাহাদেরই বদৌলতে মিছর রক্ষা পাইয়াছে। অতএব ঋণের পরিমাণ কম করিয়া দেওয়া হউক! কি অপূর্ব যুক্তি! আমাদিগকে রক্ষা করার জন্য আমরা কি ইংরেজের নিকট আবেদন জানাইয়াছিলাম? আমরা কি—ইংরাজী সৈন্যবাহিনীকে মিছরে সমাবেশিত করার প্রার্থনা তাহাদের কাছে জ্ঞাপন করিয়াছিলাম? আমরা কি কাহারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলাম? অথবা অন্য কোন শক্তি কি মিছরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল? আমাদের চক্ষু কবে উন্মিলিত হইবে? আর কতদিন এই ইংরাজ-তোষণ আইনগুলি আমাদের দেশে অপরিবর্তিত রহিবে? আমাদের জীবন ধারণের সমুদয় প্রয়োজনীয় বস্তু ইংরাজ দুই হাতে লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইতেছে, এমনকি বাজারের নিত্যনৈমিত্তিক—তরকারী, ফল আর গোশ্‌ত পর্যন্ত প্রথমতঃ তাহাদেরই হুযুরে হাযির করা হইয়া থাকে, তাহাদের লুট তরাজের পর যেটুকু অবশিষ্ট থাকে তাহার পরিমাণ হয় যৎকিঞ্চিৎ মাত্র আর অত্যন্ত চড়া মূল্যে উহা বিক্রয় হইয়া থাকে। শুধু আমাদের ধনিকরাই এত উচ্চমূল্যে এই খাদ্যবস্তুগুলি ক্রয় করিতে সক্ষম আর তাহারাই ক্রয় করিয়া থাকে। সাধারণ জনগণ নৈরাশ্যের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ফিরিয়া যায়। এই ভাবে কাষ্ঠ, সিমেন্ট এবং লৌহ ইত্যাদি গৃহ নির্মাণের বস্তুগুলি ব্রিটিশ সৈন্য বাহিনীর ছাউনি এবং তাহাদের অফিসার মহলের বাংলো নির্মাণ করিতেই ফুরাইয়া যায়, এ সব বস্তুর মূল্য প্রদত্ত হয়না, স্টার্লিং ঋণের খাতায় জমা হইতে থাকে মাত্র। এই টাকাগুলি কবে যে মিছরকে পরিশোধ করা হইবে সে কথা কেহই বলিতে পারেনা। পরিশোধের শুধু প্রতিশ্রুতিকেই ইংরেজের অসামান্য অনুগ্রহ বিবেচনা করা হইয়া থাকে আর এই মহানুভবতার বিনিময়ে যাহাতে—কৃতজ্ঞতায় আমাদের মস্তক অবনত হইয়া যায়, আমাদের কাছে এইরূপ প্রত্যাশাই করা হইয়া থাকে।

এই সকল ব্যাপার হইতে কি ইহা প্রতীয়মান হয়না যে, আমাদের আইনগুলি যুলম, শোষণ আর লুণ্ঠনের উপলক্ষ মাত্র? আমাদের শত্রুরা এই উপলক্ষের সদ্ব্যবহার করিয়া থাকে আর আমাদের শাসকগোষ্ঠি এবং আইনের রক্ষয়িতাগণের তত্বাবধানেই এসমুদয় সম্পাদিত হয়।

মিছরীয় আইন সাম্রাজ্যবাদীদের সেবক মাত্র

মিছরীয় আইনগুলি সাম্রাজ্যবাদী বৈদেশিক স্বার্থের প্রতিভূ এবং সেবক। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিপুঞ্জের সেবা এবং মিছরের সন্তানগণের রক্তশোষণ করার সুবিধা প্রদান করার জন্যই এই আইনগুলি বিরচিত হইয়াছে। কল্যাণের পথ হইতে অপসারিত করিয়া অশুভ পথে নিয়োজিত এবং মিছরীয়দিগকে মূর্খতা ও দুর্বলতার অন্ধকারে ডুবাইয়া রাখা এবং উহাদিগকে সাম্রাজ্যবাদীদের গো-গ্রাসে পরিণত করাই উল্লিখিত আইনগুলির চরম লক্ষ। আমাদের দেশে রাজস্ব, ট্যাক্স এবং বাণিজ্যশুল্ক সম্পর্কিত যতগুলি আর্থিক বিধান প্রচলিত রহিয়াছে, সমস্তের সাহায্যেই মিছরের কৃষক ও মজুরদের পকেট মারিয়া বিলাতি পুঁজিবাদীদের পকেট ভরা হইয়া থাকে। ইহা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, বৃটেনের ব্যবসাকে উন্নত এবং মিছরকে বিলাতি দ্রব্য সমূহের মার্কেটে পরিণত করাই এই সকল আইনের সর্বপ্রথম লক্ষ। এই দেশে আমদানী সম্পর্কিত এরূপ ধরণের আইন বিদ্যমান রহিয়াছে, যেগুলিকে নির্ভর করিয়া ইংল্যাণ্ড ব্যতীত অন্যান্য দেশের মাল মিছরে আমদানী করা সম্ভবপর নয়, কারণ বৃটিশ পণ্য দ্রব্যের মূল্য অপেক্ষা সেগুলির মূল্য কম এবং প্রতিযোগিতায় বৃটেন উহাদের সহিত আঁটিয়াও উঠিতে পারেনা। আমাদের মধ্যে অনেকেই অবগত রহিয়াছেন যে, জাপানের প্রস্তুত মালগুলি শুধু এই কারণেই মিছরে আসিতে পারেনা যে, সেগুলির উপর বাণিজ্যশুল্ক অতিমাত্রায়

অধিক ধার্য করা হইয়াছে, নতুবা জাপানী মোটর ও রেডিও প্রভৃতি বিলাতির তুলনায় পাঁচগুণ অধিক সুলভ!

মিছরের বহু সংস্থা ও ব্যবস্থা সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ রক্ষা কল্পেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমরা পথঘাট প্রস্তুত করি, রেলওয়ে লাইনগুলি বিছাইয়া থাকি আর ইংরেজ তাহাদের সৈন্যবাহিনী এবং পণ্য দ্রব্যের চলাচলের জন্য সেগুলি ব্যবহার করিয়া থাকে। আমরা বন্দর নির্ম্মাণ করি আর ইংরেজদের জাহায সেগুলিতে নোংগর ফেলে, আমরা—টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের লাইন বিস্তারিত করি আর ইংরেজ স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনকল্পে সেগুলি ব্যবহার করিয়া থাকে। ইংরেজ এবং তাহার মিত্রপক্ষদের জন্য নানারূপ পানাহার দ্রব্য এবং অন্যান্য বস্তুসমূহ আমদানী হইয়া থাকে আর মিছর সেগুলির বোঝা মাথায় করিয়া বহন করার কর্তব্য সমাধা করে, কিন্তু তাহার পকেটে একটি পয়সাও পড়ে না। কারণ সেগুলির কোন ট্যাক্স ও আমদানী-শুল্ক নাই। আমাদের দেশের গাড়ী, ছ্যাকড়া এবং যানবাহনের অতি নগণ্য ভাড়া আইন অনুসারে বিদেশীয়দের পক্ষে পরিশোধ্য হইলেও তাহারা চরম নীচাশয়তা, কৃপণতা ও অবহেলার আশ্রয় লইয়া ন্যায্য ভাড়াটুকুও পরিশোধ করিতে চায়না এবং সামান্য সামান্য—বাহানা সৃষ্টি করিয়া উহা আটকাইয়া রাখে, এ সমুদয় ব্যাপার আইনের নাকের ডগায় ঘটিতে থাকিলেও আইনের ওছীরা টুঁ শব্দও উচ্চারণ করেননা। বিদেশী কুসীদ-জীবীদিগকে আমাদের আইন পুরাপুরি ছুটি দিয়া রাখিয়াছে, রক্তপায়ী জোঁকের মত তাহারা মিছরে দরিদ্রদের রক্ত শোষণ করিয়া থাকে। এই ভাবে মিছরীয়রা গরীবের চাইতে গরীব আর বৈদেশিক মহাজনরা শনৈঃ শনৈঃ ধনীর চাইতে ধনী হইয়া চলিয়াছে। ফলে মিছর এই হারামখোর ও জুয়াড়ীদের খামারে পরিণত হইয়াছে। আমাদের জীবনস্নায়ুর উপর বৈদেশিকরা পুরামাত্রায় কাবু পাইয়া বসিয়াছে, সমস্ত বড় বড় ব্যাংক আর কোম্পানীগুলি তাহাদেরই, বাণিজ্যে ও শিল্পে বহু মূল্য পুঁজি তাহারাই খাটাইতেছে, আমদানী ও রফতানী তাহাদেরই হাতে রহিয়াছে। যে দিন সুদী লেনদেন আমাদের দেশে আইনের সাহায্যে বৈধ কর হইয়াছিল, সে দিন মিছরের পক্ষে বড়ই অশুভ ও—অপবিত্র ছিল। মুছলমানদের ধর্মে সুদী কারবার সম্পূর্ণ রূপে হারাম, অত্যন্ত দায়ে ঠেকিলে সুদী ঋণ গ্রহণ করার পাপ হয়ত মুছলমান স্বীকার করিতে পারে কিন্তু যাহার মধ্যে কিঞ্চিৎ মাত্রও ধর্মবোধ রহিয়াছে, সে সুদী ঋণ দিতে এবং সুদ গ্রহণ করিতে কোনক্রমেই প্রস্তুত হইতে পারে না। ফলে এই দেশে সুদদাতার অধিকাংশই হইতেছে মিছরীয় আর সুদ-গ্রহীতা দলের সকলেই বৈদেশিক। সম্পদের এই এক রোখা বিবর্তনের ফলে মিছরের সমস্ত মূলধন হস্তান্তরিত হইয়া চলিয়াছে।

মদ্য ও ব্যভিচার হালাল

এই দেশে মদও হালাল হইয়াছে অথচ ইছলাম ধর্মে ইহা হারাম। যে দিন এই দেশে মদ হালাল করা হইয়াছিল, সেদিন এই দেশের অধিবাসীবর্গের শতকরা একজনও জানিত না যে, শরাবের আস্বাদ কিরূপ? সাধারণ মুছলমানরাও শরাব কি চীজ তাহা জানিত না। তখন মিছরে মদ্য হারাম—হইবার জন্য অভিযোগকারী অথবা উহার বৈধতার দাবীদার হাজারকরা একজন লোকও ছিলনা, এরূপ অবস্থায় এই নষ্ট শিরোমণিকে হালাল করার কি কারণ ঘটিয়াছিল? আমাদের শাসনকর্তাদিগকে কোন্ বস্তু ইছলামের বিরুদ্ধে খোলাখুলি বিদ্রোহ করিতে প্ররোচিত করিয়াছিল? শুধু বিজাতীয়দের সন্তুষ্টি কামনা ব্যতীত ইহার মূলে অন্য কিছুই নিহিত ছিলনা। আমাদের শাসনকর্তারা এই আচরণের সাহায্যে একটি অভিযোগের দায় হইতে মুক্তিলাভ করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহারা এই অভিযোগ—বিদূরিত করিতে চাহিয়াছিলেন যে, মুছলমানগণ ধর্মীয় গোঁড়ামীর অতলতলে নিমজ্জিত রহিয়াছে আর ইছলামের কীটদষ্ট বিধানগুলিকে তাহারা এখনও কামড়াইয়া ধরিয়াছে!

এই ভাবে আমাদের দেশে ব্যভিচারকেও—(যিনা) হালাল করিয়া লওয়া হইয়াছে। অথচ আমা-

(২২ পৃষ্ঠার শেষাংশে দ্রষ্টব্য)

পাক বাংলার মেয়ে।

(গল্প)

মোহাম্মদ আবদুল জাব্বার

আরীচা স্টিমার ঘাট। প্রতি দিন সকাল-সন্ধ্যায় দুইবার স্টিমার এখানে আসে এবং যায়। শান্ত পল্লী প্রকৃতি তখন আলস্য মেদুর জড়ত' ভাঙিয়া কর্ম-চঞ্চল হইয়া উঠে। কত লোক নামে, কত লোক উঠে। দোকান-দারের হাঁক ডাক, ঘোড়াগাড়ীর কোচম্যানের সাদর-সম্ভাষণ, ভাড়াটীয়া নৌকার মাঝিগণের কাতর আহ্বান—এ সব কল কোলাহলের মধ্যে মানুষ যেন ক্ষণিকের জন্য সম্বিত-হারা হইয়া যায়। ঘর মুখী লোকে চমচম কেনে, বিদেশ যাত্রীরা ডাব-গুড়-মুড়ি কেনে, জাহাজের মাল্লারা মোরগ মুরগী কেনে। কিছু ক্ষণের জন্য এই ক্ষুদ্র জনপদ যেন এক বন্দরের গুরুত্ব ধারণ করে। ধীরে ধীরে জাহাজ ঘাট ছাড়িয়া চলিয়া যায়। দূর নদী-বুকের তরংগ আসিয়া কূলের পারে আছাড় খাইয়া পড়ে। একটা করুণ সুরের রেশ যেন দিগন্তের কোলে পাখীর ডানার তালের সাথে সাথে মিশিয়া যায়।

এই ঘাটের ক্ষণকালের বাজারে রোজ মুড়ি বেচিতে আসে মনিরের মা। সাত বছরের ফুটফুটে ছেলে মনির কোন দিন তার মায়ের সাথে বাজারে আসে, কোন দিন আসে না। ঘাটের দোকানদার, উঠানামার যাত্রীরা,—জাহাজের রেলিংধারী আরোহীগণ—সকলের দৃষ্টিই তার উপর পড়ে,—শুধু ইচ্ছায় নয়, অনিচ্ছাতেও। উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণা একটী মধ্য বয়সী মেয়ে, হাতের কব্জী তক্ আস্তিন ওয়ালা সাদা জামা গায়ে, একখান সাদা চাদরে মুখ বাদে সমস্ত শরীর ঢাকা। পরিচ্ছন্ন এবং সুবিন্যস্ত অতি সাধারণ এই পোষাকের মধ্যে একটা সদাজাগ্রত মহান ব্যক্তিত্বের—মাধুরী যেন তাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। নিষ্কলঙ্ক চরিত্র এবং আত্মনির্ভরতার একটা অসাধারণ পবিত্র দীপ্তিতে সে যেন হাজার জনের মধ্যে একজন। সালঙ্কারা ধনী মহিলা-দের বিচিত্র বেশভূষায় যখন মানুষের চক্ষু ক্লিষ্ট এবং অনুভূতি সঙ্কুচিত, তখন এই নিরালঙ্কারা মহীয়সী নারীর মৌন মাধুরী যেন সকলের দৃষ্টি শক্তিকে টানিয়া লইয়া—শান্তির প্রলেপ দিয়া ক্লেদ মুক্ত করিয়া দেয়।

বিচিত্র তার জীবন কাহিনী। সাধারণ বাঙালী মেয়ের বাঁধাধরা খাতে তার জীবনের গতিস্রোত প্রবাহিত হয় নাই। তার স্বামী মুন্শী মেহের আলী ছিলেন গ্রামের স্কুল শিক্ষক। এ দেশে সৎপথে জীবন যাপন করিয়া জ্ঞান-চর্চা করিবার যতগুলি মূছিবত বর্তমান, মুন্শী মেহের আলীর সে সবই ছিল। পৈতৃক জমিজমা কিংবা আয়ের অন্য কোন উপায় তাঁর ছিলনা। যত দিন জীবিত ছিলেন সামান্য বেতনের টাকা কয়টীও নিয়মিত ভাবে কোন দিন পান নাই। তথাপি গ্রামের মছজিদে এমামতী করিয়া, প্রাইভেট পড়াইয়া তিনটী প্রাণীর সংসার কোন মতে চলিয়া গিয়াছে, দারিদ্র তার কুৎসিৎ চেহারা দ্বারা মুন্শী পরিবারের গভীর প্রশান্তি ম্লান করিতে পারে নাই। স্ত্রী তারাবানু হাঁস-মুরগী পালিয়া, বাড়ীর আঙিনায় শাক সব্জী লাগাইয়া—সাংসারিক স্বচ্ছলতা মজবুত বুনিয়াদের উপর কায়েম রাখিয়া-ছিল। মুন্শী ছাহেব অবসর সময়ে জ্ঞান চর্চাতেই কাটাইয়া দিতেন এবং সর্বদা বলিতেন,—"জ্ঞান মুমেনের হারানো সম্পদ। জ্ঞান চর্চার আগ্রহের উপর ঈমানের পরিমাণ নির্ভর করে। সকল প্রকার নফল এবাদতের চেয়ে এল্মের

(২১ পৃষ্ঠার পর)

দের ধর্মে উহা একদম হারাম। এই গর্হিত কার্যকে এই জন্যই বৈধ করা হইয়াছে যে, মত্তের সংগে—সংগে মিছরের কন্যাদিগকেও যেন বৈদেশিকদের ভেট দেওয়া যাইতে পারে। যে সরকার স্বীয় রাষ্ট্রের সমুদয় উপাদান ও সংস্থা এবং ধনসম্পদ বিজাতীয়ের পদতলে সমর্পণ করিয়াছে, আমাদের সে সরকার উভয় 'ম-কার'কেও তাহাদের খিদমতে উপস্থিত করার গৌরব অর্জন করিবেনা কেন? *

* মিছরের যে অবস্থার জন্য বিলাপ করিয়া শহীদ আবদুল কাদির ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দান করিয়াছেন পাকিস্তানের সহিত সেই অবস্থার সৌসাদৃশ্য কত গভীর ও ঘনিষ্ঠ তাহা বুঝহ সাধু যে জান সন্ধান! —অনুবাদক।

চর্চা করা শ্রেষ্ঠ।" ফলে তারাবানু সংসারের কাজকর্ম সারিয়া সুবোধ ছাত্রীর মত স্বামীর পাশে বসিয়া বিবাহিত জীবনের দীর্ঘ পনরটী বৎসর লেখাপড়ার চর্চা করিয়া— আসিয়াছে।

বাংলা দেশকে 'সুজলা' নাম যিনি দিয়াছিলেন, বাংলার মাটীর মানুষের সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় ছিলনা। নামটী যে সার্থক নয়, তা বাংলার সাধারণ মানুষ অতি দুঃখের ভিতর দিয়া উপলব্ধি করে। বর্ষায় এ দেশ প্লাবিত হয় সত্য, কিন্তু পানি অধিকাংশ স্থানেই অপেয়। আবার গ্রীষ্মে এমন অবস্থা আসে যে অধিকাংশ গ্রামের কূপগুলি শুকাইয়া যায়, অধিকাংশ জলাশয়ে কাদা খুঁড়িয়া অতি কষ্টে খাওয়ার পানি সংগ্রহ করিতে হয়। যে সকল পুকুরে কিছু পানি থাকে, সেখানে গরু মহিষের সাথে পাল্লা দিয়া মানব সন্তানেরা গোছল করে এবং কাদা-গোবর গুলানো পানিতে স্নাত হইয়া যেরূপ ধারণ করে, তা যে কোন সভ্য মানবের পক্ষে অগৌরবের। আল্লাহর দানকে নিজেদের কর্ম-শক্তিতে কাজে লাগাইয়া জীবন সুখী ও শান্তিময় করিবার শিক্ষা এ দেশের লোক পায় নাই। শোষণের পেষণে সে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া কাজে লাগাইবার শক্তিও একেবারে হারাইয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং আল্লাহর গজব মহামারী রূপে এ দেশের গণ জীবন লইয়া ধ্বংসের ছিনিমিনি— খেলিয়া থাকে।

এমনি এক বৈশাখের রাত্রে এশার নামাজ অন্তে মুন্‌শী মেহের আলী কলেরায় আক্রান্ত হইলেন এবং ফজরের ওয়াক্ত আসিবার পূর্বেই ইহলোক ত্যাগ করিলেন। সারা-রাত তারাবানুর প্রাণ-ঢালা সেবা শুশ্রূষা, হৃদয় ফাটা— ক্রন্দন, আকুলি বিকুলি কিছুই তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। নিদারুণ শোক দুঃখের প্রচণ্ড আঘাতে সংজ্ঞা-হারা হইয়া তারাবানু স্বামীর পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল।

তারাবানুর যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন অনেকখানি বেলা হইয়াছে। পাড়া-পড়শীরা শিশু মনিরের কান্নার শব্দে জমায়েত হইয়া সমস্ত ঘটনা জানিতে পারিয়া জটলা করিতেছে। তাহার মনে পড়িল আজ জোমা'র দিন। সুতরাং জোমা'র— আগেই যাতে লাশ দফন করা হয়, তার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। জীবনে মুনশী ছাহেব এই সৌভাগ্য-টুকুর জন্য দোওয়া করিতেন এবং শত প্রকার কষ্টের মধ্যেও কাফনের খরচার টাকা তিনি জমা রাখিয়া গিয়াছেন। তারাবানু একটী ছেলের মারফত গ্রামের মোড়লের নিকট কাফন খরিদ করিবার টাকা— পাঠাইয়া দিয়া অনুরোধ জানাইল যেন জোমা'র আগেই কবরের ব্যবস্থা করা হয়। স্বামীর মৃত দেহ সে নিজেই পরম যত্নে গোছল করাইয়া সমস্ত ব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়া দিল। কয়েকজন ভাল লোকের চেষ্টায় জোমা'র আগেই দাফন ক্রিয়া শেষ হইল।

সারা দুনিয়া যেন একটা অন্তহীন সাগরের বিক্ষুব্ধ ঊর্ম্মির মত প্রচণ্ড ঢেউ তুলিয়া তারাবানুর চোখের সামনে দুলিয়া উঠিল। জীবনের খেলা শেষ করিয়া মুনশী মেহের আলী অনন্তের পথে যাত্রা করিলেন, কিন্তু তাঁর পরিত্যক্ত জীবনের বাণী তাঁর স্ত্রী এবং ছাত্রী তারাবানুকে এক বিষম— সমস্যা-সঙ্কুল আবর্তের মধ্যে ফেলিয়া দোলা দিতে লাগিল। এই অবস্থায় অন্য দশজন মেয়ে যা করে, তেমন ভাবে চীৎকার করিয়া দুঃখ জানাইয়া সহায় খুঁজিবার মত মানসিকতা তার গড়িয়া উঠে নাই, আবার এমন বিপদের দিনে আগাইয়া আসিয়া তাহাকে অভয় দিবারও কেহই ছিল না। সে ছিল এ দেশের গতানুগতিক জীবনধারার মূর্ত্ত প্রতিবাদ। দুঃখ দারিদ্রের চরম আঘাত সহ্য করিয়াও তাহাদের স্বামী স্ত্রীর দুর্লভ সুন্দর স্বাধীন মনে অধঃপতিত সামাজিক জীবনের নানা শ্রেণীর অনাচার ও কুসং-স্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের যে আগুন ধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছিল এখন তাই তাহাকে অধিকতর মর্মপীড়া দিতে লাগিল। মনের কথা কাহাকেও কহিবার লোকও ছিল না, নীরবে তাহা সহিবার শক্তিও যেন সে হারাইয়া ফেলিয়াছিল।

ব্যথিতের মাতম সারা দুনিয়ায় কাঁপন জাগায়। হয়ত তারই বরকতে বিকালের দিকে মেঘ জমিয়া প্রবল ধারায় বৃষ্টি নামিল। বহু দিনের তৃষিতা ধরণী সেই সুধাধারা যেন আকণ্ঠ পান করিয়া তৃপ্ত হইতে লাগিল। সন্ধ্যার দিকে অমানিশার গাঢ় আঁধার জমাট মেঘমালার সাথে মিশিয়া সারা দুনিয়াকে—

গ্রাস করিয়া ফেলিল। প্রতিবেশী মংলার মা আগেই মনিরকে খাওয়াইয়া ঘুমাইয়া দিয়াছিল। তারাবানু অনেক্ষণ তার ঘুমন্ত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মুনশীজীর জীবন্ত ছায়া যেন মনিরের মুখের উপর ভাসিতেছে। গতকাল এতক্ষণে যিনি বারান্দায় বসিয়া কোরআন শরীফের দুঃখবাদ (?) ব্যাখ্যা করিতে করিতে বলিতেছিলেন, "তারা! দুনিয়ার জীবনে দুঃখই মানুষের স্বাভাবিক পাওনা। সুখের রেশ শুধু সেই দুঃখকে হজম করিয়া চলিবার জন্য একটু আমেজ। ছবর এবং শোকর থাকিলে দুঃখের পথেই দয়াময় আমাদের কাছে ধরা দেন। তাঁর দেওয়া আঘাতের বেদনা যদি আমরা হাসিমুখে সহিতে পারি, তবেই আমরা তাঁর নিবিড় স্পর্শ লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারি। দুঃখের পরীক্ষা দিয়েই তিনি আমাদিগকে শুদ্ধ করেন এবং কাছে টানেন।" এই কথা মনে পড়িতেই তারাবানু আবার বেহুশ হইয়া পড়িলেন।

পর দিন ভোর বেলা। ফজরের নামাজ অন্তে তারাবানু অনেক্ষণ কোরআন মজীদ তেলাওয়াৎ করিয়া স্বামীর রূহের মাগফেরাত কামনা করিলেন। চাহিয়া দেখিলেন,—ক্ষুদ্র সংসার এত দিন যে মজবুত বুনিয়াদের উপর দাঁড়াইয়াছিল, তা যেন এক বিষম আঘাতে ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে। ইহাকে দাঁড় করাইয়া রাখিবার শক্তি ত তার নাই। সবই যেন ওলট পালট হইয়া গিয়াছে। একটা অদৃশ্য কাঁটার খোঁচা যেন তার মর্মলোকে অহরহ পীড়ন করেতেছিল। অস্ফুটে তার কণ্ঠস্বর হইতে বাহির হইল—"আল্লাহ, তুমি আমার অকূলের কাণ্ডারী। আমাকে সাহায্য কর প্রভু, আমাকে শক্তি দাও, দয়াময়!" হঠাৎ মনির তার কোলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিল, "মা, খিদে পেয়েছে, কী খাব?" মুহূর্তে তারাবানুর সকল দুর্বলতা যেন উড়িয়া গেল। তাড়াতাড়ি তিনি রান্নার আয়োজনে চলিয়া গেলেন।

কয়েক দিন পরের কথা।

রাত্রে শুইতে আসিয়া মংলার মা প্রশ্ন করিল বউ মা, এহন কী করবা?

তারাবানু বলিলেন,—কীসের?

মংলার মা—এই তোমাদের খাওন পরণের?

তারাবানু কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া উত্তর দিলেন, খাওয়ানো পরানোর মালীক যিনি, তাঁর উপরেই সব ছেড়ে দিয়েছি মা।

মংলার মা— হেডা ত বুঝলাম মা, তবুও ত একটা করণ লাগবো। চার মাস দশ দিন না গেলে ত অইব না।

তারাবানু শিহরিয়া উঠিলেন। ঘুমন্ত মনিরকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া অনেকক্ষণ নীরব—থাকিয়া বলিলেন, চার মাস দশ দিনের কথাটা আর কখনও বলোনা মা। খাওয়া পরার জন্য দেখি, কী করা যায়। আল্লাহ ভরসা। আমার ধবলী এ মাসে বিয়োবে। মুরগী কয়টা ডিম পাড়ছে। লাউ গাছ বেগুন গাছ আমরা বুনেছিলাম। আল্লাহ দিলে আমাদের মা বেটার পেটের ভাত ওতেই জুটে যাবে। তাঁর ত বরাত হ'ল না।

—তোমাগোর ইশকুলের কী করবা?

তারাবানু জওয়াব দিলেন, স্কুল আমি আগের মতই চালিয়ে যেতে চাই। তবে গাঁয়ের লোক আর কর্তৃপক্ষ কি বলেন, দেখা যাক।

জীবনে মংলার মা কোন বিধবা যুবতী মেয়ের কাছে এমন আত্ম-প্রত্যয়ের বাণী শোনে নাই। তারাবানুর মনের বল দেখিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। আর কোন বাক্য ব্যয় না করিয়া সে রাত্রি ঘুমাইয়া পড়িল, কিন্তু পর দিন হইতে তারাবানুর এই সকল কথা ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া, শাখায়-পল্লবে বিস্তারিত করিয়া, হাসিয়া—কাঁদিয়া, হাত-পা নাচাইয়া আশে পাশের দু তিন খানা গ্রামে ছড়াইবার কাজে লাগিয়া গেল।

আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

Contents

দোযখের শাস্তি

(পুনরালোচনা)

ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ঢাকা

[তর্জুমানুল হাদীছে ছুরত আল-ফাতিহার তফছীরে প্রসংগত দুযখের নশ্বরতা ও অবিনশ্বরতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। জনাব ডক্টর শহীদুল্লাহ ছাহেব প্রায় দুই বৎসর পর উক্ত আলোচনার প্রতিবাদ আমাদের নিকট প্রেরণ করেন। উহা যথাসময়ে প্রকাশিত হয়। উক্ত আলোচনার জওয়াব ৪র্থ বর্ষের ৯ম সংখ্যা হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে। এক বৎসর পর ডক্টর ছাহেব পুনরায় লেখনী ধারণ করিয়াছেন এবং তর্জুমানে প্রকাশিত তাঁহার প্রতিবাদের পুনরালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ডক্টর ছাহেবের সময়াভাব থাকিতে পারে কিন্তু কোন সিদ্ধান্তের আলোচনা পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁহার সময়ের অভাব কৈফিয়ত স্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে না। বৎসরে দুই বৎসরে এই ভাবে যদি তিনি তাঁহার অবসরের সদ্ব্যবহার করেন, তাহাহইলে আমাদের মত ক্ষুদ্র লেখক ও পাঠকদের পক্ষে তাঁহার এই অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া খুবই মুশ্‌কিল হইয়া পড়িবে। বিশেষতঃ তর্জুমানের মত ক্ষুদ্র কলেবর বিশিষ্ট পত্রিকায় সব কিছুই খুশীমত যখন তখন যে প্রকাশ করা কষ্টকর তাহাও ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়। যাহা হউক অসংশোধিত পাণ্ডুলিপি শেষবারের মত প্রকাশিত হইতেছে এবং এই সমালোচনার স্বরূপ ইন্‌শাআল্লাহ যথা সময়ে উদ্ঘাটিত হইবে—সম্পাদক।]

আমি তর্জুমানুল হাদীছের ৪র্থ বর্ষের ২য় সংখ্যার ৫৭—৬১ পৃষ্ঠায় "দোযখের শাস্তি" প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে কুরআন মজীদ অনুযায়ী মুশরিকগণ দোযখে অনন্তকাল শাস্তি ভোগ করিবে। আকাইদ সম্বন্ধে অভ্রান্ত দলীল কুরআন শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। এই জন্য আমার প্রবন্ধে তাহা হইতে প্রমাণ দিতে চেষ্টা করিয়াছি। উহাতে প্রসঙ্গতঃ মুসলিম শরীফের একটি হদীসের উল্লেখ করিয়াছি। মাননীয় সম্পাদক সাহেবের "দুযখের অবিনশ্বরত্ব" প্রবন্ধে (৪র্থ বর্ষ, ৯।১০ম সংখ্যা, ৩৬৮—৩৭৩ পৃঃ) আমার প্রবন্ধের আলোচনা করা হইয়াছে। তাঁহার এবং আমার উভয়েরই উদ্দেশ্য সত্য আবিষ্কার। এই জন্য আমার বিশেষ সময়াভাব সত্ত্বেও পুনরায় আলোচনায়—প্রবৃত্ত হইতেছি। وبالله التوفيق

خلود শব্দ দীর্ঘস্থায়ী ও অনন্ত স্থায়ী দুই-ই হইতে পারে। কাযী বয়যাভী বলেন—

الخلد والخلود فى الاصل دام ام لم يدم

(সূরাঃ বকরাঃ خالدون وهم فيها বাক্যের তফ্‌সীর)

সুতরাং কেবল এই শব্দের প্রয়োগ দ্বারা অনন্তকাল স্থায়িত্ব নাও বুঝাইতে পারে। "خلود" শব্দের সহিত ابدا শব্দের প্রয়োগ দ্বারা অনন্ত কাল স্থায়িত্ব অবশ্য বুঝাইবে। কাযী বয়যাভী উক্ত তফ্‌সীরে অধিকন্তু বলেন—

ولو كان وضعه للدوام كان التقييد بالتأبيد فى قوله خالدين فيها ابدا ـ

জনাব সম্পাদক সাহেব বলেন যে, "দুযখ বাসের জন্য 'খলুদ' ও 'তাবীদ' যেরূপ কাফির ও মুশরিকদের জন্য কোরআনে উল্লিখিত হইয়াছে, তেমনি এই দুইটি শব্দ মুমিন বা মুওয়াহ্‌হিদ গোনাহগারের দুযখ বাস সম্বন্ধেও ব্যবহৃত হইয়াছে।" আমার বক্তব্য এই যে 'খলুদ' শব্দের এই রূপ ব্যবহার আছে বটে। কিন্তু 'তাবীদ' কেবল মাত্র কাফির ও মুশরিকদের দোযখ বাসের এবং মুমিনদের বেহেশতবাসের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। জনাব সম্পাদক সাহেব সূরাঃ জিন্নের নিম্নলিখিত দুইটি আয়ত কাফের মুশরিক এবং—মু'মিন মুসলিম সকলের জন্য প্রযোজ্য বলিয়াছেন—

و من يعص الله و رسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابداً ـ حتى اذا راوا ما يوعدون فسيعلمون من اضعف ناصراً واقل عدداً ـ

অর্থাৎ যে কেহ আল্লাহ ও তাঁহার রসূলের অবাধ্য হইবে, নিশ্চয় তাহার জন্য আছে দোযখের আগুন, তাহারা তাহাতে অনন্ত কাল স্থায়ী হইবে, এতদূর পর্যন্ত যে যখন তাহারা যাহা অঙ্গীকার করা হইয়াছিল তাহা দেখিবে, তখন তাহারা বুঝিবে যে কে সহায় হিসাবে সর্বাপেক্ষা দুর্বল এবং গণনায় সর্বাপেক্ষা অল্প (আয়ত ২৩, ২৪)। এই আয়তে—মৌলানা সাহেব حتى শব্দের অর্থ "যতক্ষণ পর্যন্ত" করিয়াছেন। কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ "এতদূর পর্যন্ত" (to such an entent) ইহার উদাহরণ স্বরূপ সূরা : আন্‌আমের ২১ আয়ত উদ্ধৃত করিতেছি—

وان يروا كل اية لايومنوابها - حتى اذا جاءوك يجادلوك -

অর্থাৎ এবং যদি তাহারা সমস্ত নিদর্শন দেখে — তাহারা তাহা বিশ্বাস করে না, এতদূর পর্যন্ত যে যখন তাহারা তোমার নিকট আসে, তোমার সহিত ঝড়গা বাধায়। সুতরাং এখানে حتى শব্দ দ্বারা ابدا শব্দের অর্থকে সঙ্কোচ না করিয়া বরং তাহাকে দৃঢ় করিয়াছে। সমস্ত টীকাকারগণের মতে পূর্বোক্ত দুই আয়ত কাফের মুশরিকগণের— সম্বন্ধে।

আমার জিজ্ঞাস্য এই যে যদি ابدا দ্বারা অনন্ত কাল স্থায়িত্ব না বুঝায়, তবে তাহার জন্য কুরআন মজীদে কি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে? জনাব মৌলানা সাহেবের "তাবীদে"র অর্থ স্বীকার করিলে স্বর্গবাসিগণও তথায় অনন্ত কাল স্থায়ী হইবে না, যেমন তাঁহার মতে নরকবাসী কাফের মুশরিকগণ তথায় অনন্তকাল স্থায়ী হইবে না। আমি আমার প্রথম প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে কুরআন মজীদের ৮ স্থানে বেহেশতবাসীদের সম্বন্ধে ابدا خالدين এবং ৩ স্থানে দোযখবাসীদের সম্বন্ধে ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে। অধিকন্তু বেহেশতবাসীদের সম্বন্ধে যেমন نعيم مقيم (৯।২১) 'স্থায়ী অনুগ্রহ' বলা হইয়াছে সেই রূপ দোযখবাসীদের সম্বন্ধে عذاب مقيم (৫৩৭, ৯৬৮) 'স্থায়ী শাস্তি' বলা হইয়াছে। বেহেশতবাসীদের— সম্বন্ধে যেমন বলা হইয়াছে—وماهم منها بمخرجين 'এবং তাহারা তথা হইতে বহিস্কৃত হইবে না'— (১৫।৪৮), সেইরূপ দোযখবাসীদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে— وماهم بخارجين من النار 'এবং তাহারা সেই আগুন হইতে বাহির হইতে পারিবে না।' (২।১৬৭)

সুরাঃ আ'রাফের ৪০ নং আয়তে উক্ত হইয়াছে—

ان الذين كذبوا بايتنا واستكبروا عنها لاتفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط - وكذالك نجزى المجرمين -

অর্থাৎ—নিশ্চয় যাহারা আমার নিদর্শন সকলকে মিথ্যা বলে এবং তাহা হইতে গর্বভরে ফিরিয়া যায়, তাহাদের জন্য উর্দ্ধলোকের দ্বারগুলি উন্মুক্ত হইবে না কিংবা তাহারা বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে না, যে পর্যন্ত না উট সূচের ছিদ্রে প্রবেশ করে। আমি এই রূপে অপরাধীদিগকে প্রতিফল দান করি।

ইবনে কসীরের তফ্‌সীরে সুরাঃ তওবার দ্বিতীয় আয়তের ব্যাখ্যায় ইমাম আহমদ (রহঃ) সংগৃহীত একটি হদীস উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে আছে যে রসূলুল্লাহ (দঃ) হযরত আলীকে (রঃ) মক্কায় হজ্জের দিনে ঘোষণার জন্য পাঠান। ঘোষণার চারিটি বিষয় ছিল—

لايدخل الجنة الا نفس مؤمنة - ولا يطوف بالبيت عريان و من كان بينه وبين رسول الله صلى الله وسلم عهد فان اجله اومدة الى اربعة الاشهر فان الله برئى من المشركين ورسوله ولا يحج هذا البيت بعد عامنا هذا مشرك -

অর্থাৎ মুমিন লোক ব্যতীত কেহ বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে না; কেহ উলঙ্গ অবস্থায় কা'বার তওয়াফ করিবে না; যাহাদের সঙ্গে রসূলুল্লাহের (দঃ) অঙ্গীকার আছে, তাহার মিয়াদ চারি মাস পর্যন্ত, অনন্তর আল্লাহ ও তাঁহার রসূল মুশরিকগণ হইতে দায়মুক্ত; এবং এই বৎসরের অন্তে কোনও মুশরিক এই বয়তুল্লাহের হজ্জ করিবে না।

আমি সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করি মৌলানা সাহেব এই সকল উদ্ধৃত বাক্যগুলির কি ব্যাখ্যা করিবেন। মৌলানা সাহেব সুরাঃ আন্ আমের নিম্নলিখিত আয়ত হইতে "কাফেরদের দলপতিগণের জন্য অনন্ত দুযখ বাসের মধ্যে স্পষ্ট ব্যতিক্রম" প্রমাণ করিয়াছেন—

قال النار مثواكم خالدين فيها الا ماشاء الله - ان ربك حكيم عليم -

অর্থাৎ তিনি (আল্লাহ) বলিবেন, দোযখ তোমাদের আবাসস্থল, উহাতে তোমরা অনন্তকাল স্থায়ী হইবে কিন্তু আল্লাহ যখন চাহেন। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক প্রভু বিজ্ঞানময়, পরম জ্ঞানী (১২৯ আয়ত)।

এই আয়তে الا ماشاء الله দ্বারা অনন্তকাল স্থায়িত্বের ব্যতিক্রম বুঝাইতেছে না। কুরআন মজীদে এইরূপ প্রয়োগ কয়েকস্থলে আছে। (ক্রমশঃ)

সংগীত চর্চা

(বিচার ও আলোচনা)

(৪)

রছুলুল্লাহ (দঃ) অন্যকোন কবির কবিতার দুই এক পংক্তি কদাচিত ভাবে আবৃত্তি করিলেও উহা যে পরিবর্তিত আকারে উধৃত করিতেন, তাহার একাধিক দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। বয়হকী তদীয় 'দালায়েল' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, একদা রছুলুল্লাহ (দঃ) আব্বছ বিনে মর্দাছ ছলমীকে— জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমিই কি এই কবিতার রচয়িতা? কবি বলিলেন, আক্‌রঅ্‌ এর পূর্বে মূল কবিতায় উআয়নার নাম সন্নিবেশিত হইয়াছে।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انت القائل : "ايجعل نهبى و نهب العبيد بين الاقرع و عيينه" ? فقال انما هو بين عيينه والاقرع ! فقال صلى الله عليه وسلم : الكل سواء' يعنى فى المعنى !

(রছুলুল্লাহ [দঃ] আক্‌রঅ্‌এর নাম অগ্রবর্তী করিয়া পাঠ করিয়া ছলেন) হযরত (দঃ) বলিলেন, সবই সমান! অর্থাৎ অর্থের দিক দিয়া! ছুহয়লী তাঁহার রওযায় লিখিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) পরিবর্তিত আকারে আক্‌রঅ্‌ বিনে হাবিছকে উআয়না বিনে বদর কযারীর যে অগ্রগণ্য করিয়াছিলেন, তাহাই— সমধিক সংগত হইয়াছে, কারণ উআয়না আবুবকর ছিদ্দীকের শাসন যুগে বিদ্রোহ করিয়াছিল কিন্তু আক্‌রঅ এই অপরাধে অপরাধী হননাই। এইরূপ উমাভী তাঁহার মগাযী গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে,— রছুলুল্লাহ (দঃ) বদর-যুদ্ধ দিবসে নিহত বাহিনীর মধ্যভাগে ভ্রমণ করিতে করিতে কোন পুরাতন কবির কবিতার অর্ধ পংক্তি মাত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন, আবুবকর ছিদ্দীক উহা শ্রবণ করিয়া রছুলুল্লাহর (দঃ) সান্নিধ্যে পংক্তিটি সম্পূর্ণভাবে আবৃত্তি করেন। হিমাছার কাব্য গ্রন্থে এই কবিতা উল্লিখিত রহিয়াছে।

জননী আয়েশা রছুলুল্লাহর (দঃ) যে অর্ধ পংক্তি কবিতা পরিবর্তিত আকারে পাঠ করার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ইমাম আহমদ তাঁহার মুছনদে এবং নছয়ী তাঁহার 'ইয়াওম ওয়াল লায়লাহ' গ্রন্থে এবং তিরমিযী স্বীয় ছুননে তাহা উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিরমিযী তাঁহার ছনদে বর্ণিত হাদীছটিকে 'হাছান ছহীহ' বলিয়াছেন। ইমাম বয্‌যার ছনদ সহকারে ইবনেআব্বাছ ও আয়েশার বাচনিক তরফা বিলুল আব্দের বর্ণিত কবিতাটির একটী পংক্তি রছুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক আবৃত্তি করার কথা রেওয়ায়ত করিয়াছেন। তরফার এই কবিতাটি মুআল্লকার অন্তরভুক্ত। আবু হাতিম ও ইবনে জরীর জননী আয়েশার প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) কবিতার শেষ পংক্তিটিকে প্রথম পংক্তিরূপে এবং প্রথমটিকে শেষ পংক্তি রূপে আবৃত্তি করিয়াছিলেন। হযরত আবুবকর সংশোধন করিয়া দিলে রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আল্লাহর শপথ! আমি কবি নই এবং কাব্য চর্চার কার্য আমার উপযোগী নয়।

কতাদা মা আয়শার প্রমুখাৎ উধৃত করিয়াছেন যে, তরফার কবিতা ويأتيك بالاخبار من لم تزود —ইহার পরিবর্তে যখন রছুলুল্লাহ (দঃ) পাঠ করিলেন من لم يزود بالاخبار—তখন হযরত আবু বকর বলিলেন, হে আল্লাহর রছুল (দঃ), কবিতাটি এরূপ নহে, উহা এইরূপ হইবে, তখন রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমি কবি নই এবং কাব্য চর্চা আমার উপযোগী কার্য নয়। বয়হকী ইমাম হাকিমের প্রমুখাৎ বিস্তৃত ছনদ সহকারে জননী আয়শার উক্তি উধৃত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) জীবনে শুধু একটি কবিতাই সঠিক ও সম্পূর্ণভাবে উধৃত করিয়াছিলেন :

تفاول بما تهوى يكن فلقلما
يقال لشئ كان الا تحققا !

হাফিয আবুল হুজ্জাজ মিয্‌যী (৬৫৪—৭৪২) বলিয়াছেন, এই হাদীছটি অগ্রাহ্য। হাকিম যাঁহার প্রমুখাৎ এই রেওয়ায়ত করিয়াছেন তিনি এবং অন্ধ রাবী উভয়ই অজ্ঞাতনামা। অবশ্য বুখারীতে ইহা প্রমাণিত রহিয়াছে যে, খন্দক যুদ্ধে পরিখা খননকালে রছুলুল্লাহ (দঃ) আবদুল্লাহ বিনে রাওয়াহার কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু ছাহাবাগণের উক্তির অনুসরণ করিয়াই তিনি উহা আবৃত্তি করিয়াছিলেন। কারণ তাঁহারা পরিখা খননকালে উচ্চৈঃস্বরে এই যুদ্ধ-গাথা পাঠ করিতেছিলেন, অর্থাৎ

"হে আল্লাহ, যদি আপনি আমাদিগকে সঠিক পথের সন্ধান না দিতেন, তাহা-হইলে আমরা সৎ-কার্যের জন্য দান

لاهم' لولا انت ما اهتدينا
ولا تصدقنا ولا صلينا !
فانزلن سكينة علينا
وثبت الاقدام ان لاقينا !
ان الألى قد بغوا علينا
اذا ارادوا فتنة ابينا !

এবং প্রার্থনাদি কিছুই করিতে পারিতাম না। আপনি আমাদের প্রতি শান্তি অবতীর্ণ করুন এবং আমরা শত্রু-সম্মুখীন হইলে আমাদিগকে ধৈর্য্য দান করুন। আজ মিত্ররা আমাদের বিরুদ্ধে রুখিয়া উঠিয়াছে, তাহারা অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হওয়ায় আমরা দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছি।" শেষোক্ত 'আবিনা' শব্দটিকে ছাহাবাগণের কণ্ঠস্বরের সহিত মিলিত করিয়া রছুলুল্লাহ (দঃ) দীর্ঘভাবে টানিয়া উচ্চারণ করিতেন। আরো প্রমাণিত রহিয়াছে যে, হুনায়ন যুদ্ধের দিবসে রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার খচ্চরের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া শত্রু ব্যূহে প্রবেশপূর্ব্বক বজ্রকণ্ঠে এই বলিয়া হুংকার প্রদান করিতেছিলেন :

انا النبى لا كذب
انا ابن عبد المطلب !

আমি নবী, ইহা অসত্য নয়,
আমি আবদুল মুত্তালিবের পুত্র।

বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, উপরিউক্ত বাক্যটি অনিচ্ছাকৃতভাবে সম্পূর্ণ আকস্মিকরূপে কবিতার ছন্দে রছুলুল্লাহর (দঃ) মুখ দিয়া উচ্চারিত হইয়াছিল।

বুখারী ও মুছলিমে জন্দব বিনে আবদুল্লাহর প্রমুখাৎ রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন যে, কোন যুদ্ধে আমরা রছুলুল্লাহ (দঃ) সহকারে একটি পর্ব্বত গুহায় অবস্থান করিতেছিলাম, রছুলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র অংগুলি প্রস্তরাঘাতে আহত হওয়ায় তিনি বলিয়াছিলেন :

هل انت الا اصبع دميت
و فى سبيل الله ما لقيت !

তুমি একটি অংগুলি ব্যতীত আর কিছুই নও যে
তুমি আহত হইয়াছ,
অথচ তোমার জানা উচিত আল্লাহর পথে শত্রু
সম্মুখীন হইয়াই তুমি দুঃখ উপভোগ করিয়াছ।

ফলকথা, রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার রুচি এবং প্রকৃতি অনুসারে কস্মিনকালেও কবি ছিলেননা এবং আল্লাহ— তাঁহাকে যে মহান ও পবিত্র কোরআন দান করিয়াছিলেন, কোরায়শগণের কতিপয় মূর্খ নেতা তাহাকে রছুলুল্লাহর (দঃ) স্বরচিত কাব্য এবং মন্ত্র ও যাদু মনে করিলেও প্রকৃত-প্রস্তাবে উহা কাব্য গ্রন্থের অন্তরভুক্ত নয় এবং আলোচ্য আয়তের সাহায্যে তাহাই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। আল্লাহ বলিয়াছেন, আমি রছুলুল্লাহ (দঃ) কে কবিতা শিখাই নাই এবং কাব্য-

وما علمناه الشعر وما
ينبغى له' ان هو الاذكرو
قرآن مبين !

চর্চা তাঁহার উপযোগী বস্তুও নয়। আমি তাঁহাকে যাহা প্রদান করিয়াছি তাহা যিক্‌র এবং সুস্পষ্ট কোরআন।

আবু দাউদ তদীয় ছুননে আবদুল্লাহ বিনে আম্‌র বিনুল আছের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, আমি রছুলুল্লাহ (দঃ) কে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলিলেন, আমি গ্রাহ্য করি না, আমি জীবনে কখনও মাদক দ্রব্য পান করি নাই এবং কখনও কবজ

ما ابالى ما اوتيت
ان انا شربت ترياقا او
تعلقت تميمة او قلت
الشعر من قبل نفسى !

ধারণ করি নাই এবং স্বয়ং আমি কখনও কবিতা রচনা করি নাই।

ইমাম আহমদ স্বীয় মুছনদে জননী আয়শার প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, তিনি একটি জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিলেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) সংগীতাদি কার্য্যকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। তিনি

قد كان الشعر ابغض
الحديث الى رسول
الله صلے الله عليه وسلم -

আরো বলিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) মাঝারি রকম দোআ ভালবাসিতেন, খুব লম্বা ও খুব ছোট দোআ গুলি পরিহার করিতেন। আবুদাউদ, বুখারী ও মুছলিমের শর্ত অনুসারে আবু হোরায়রার প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের কাহারো উদর কবিতায় পরিপূর্ণ থাকা অপেক্ষা পূঁজে ভর্তি থাকা ভাল।

كان يعجبه الجوامع من الدعاء و يدع ما بين ذلك -

لان يمتلئ جوف احدكم قيحا خيرله من ان يمتلئ شعرا -

ইমাম আহমদ ছনদ সহকারে শদ্দাদ বিনে আওছের বাচনিক উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, ইশার পর যে ব্যক্তি কবিতার পংক্তি রচনা করে তাহার সে রাত্রির নমায গ্রাহ্য হয়না। এই হাদীছটি ছিহাহের সংকলয়িতাগণ কেহই তাঁহাদের গ্রন্থে উদ্ধৃত করেন নাই।

من قرض بيت شعربعد العشاء الاخرة لم تقبل له صلاة تلك الليلة -

প্রকাশ থাকে যে, যে সকল কবিতা ইছলামের শত্রুগণের প্রতিবাদকল্পে অথবা জাতীয় অনুপ্রেরণার নিমিত্ত বিরচিত হইয়া থাকে, যেরূপ ইছলামের স্বনাম ধন্য কবিগণের মধ্যে হাছ্ছান বিনে ছাবিত, কঅব বিনে মালিক ও আবদুল্লাহ বিনে রাওয়াহা প্রভৃতি রচনা করিয়াছিলেন, সেরূপ কবিতা ইছলামে দোষনীয় ও অবিধেয় নয়। এই ভাবে যে সকল কবিতা শিক্ষা ও উপদেশমূলক, সেগুলি অমুছলমানের বিরচিত হইলেও দোষনীয় হইবেনা, যেরূপ উমাইয়া বিনে আবিছ্ছলতের কবিতা সম্পর্কে রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছিলেন, উমাইয়ার কবিতা ঈমান আনিয়াছে কিন্তু তাহার অন্তঃকরণ কুফ্র করিয়াছে। এই ভাবে রছুলুল্লাহর (দঃ) সম্মুখে কতিপয় ছাহাবা এক শত পংক্তি বিশিষ্ট কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেকটি পংক্তির পরে পরেই রছুলুল্লাহ (দঃ) কবিকে উৎসাহ দান করিছিলেন।

أمن شعرة وكفر قلبه -

আবু দাউদ উবাই বিনে কঅব ও বুরায়দা বিনুল হুছীব এবং আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিয়াছেন, কতকগুলি ভাষণ জাদুর ন্যায় আর কতকগুলি কবিতা জ্ঞানগর্ভ। *

ان من البيان سحرا وان من الشعر حكما -

মোটকথা, ছুরত ইয়াছীনের উল্লিখিত আয়তের সাহায্যে সর্বপ্রকার কবিতা ও পদ্য সাহিত্যের পঠন ও পাঠন নিষিদ্ধ না হইলেও মোটামুটি ভাবে কবিতা চর্চার কার্য যে,—কোরআনের দৃষ্টিতে সমর্থিত হয় নাই, তাহা সর্ববাদীসম্মত এবং সংগীত চর্চার প্রধানতম উপাদানগুলি হইতেছে যন্ত্র, সুর ও কবিতা। সুতরাং এই আয়তের সাহায্যে গীতবাদ্যের অবৈধতা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইতে পারে।

হাফিয ইবনুল কাইয়েম উপরি উক্ত আয়তের তফছীর প্রসংগে লিখিয়াছেন যে, আল্লাহ যখন তদীয় রছুলকে—কোরআন সহকারে প্রেরণ করিলেন তখন তাঁহাকে শয়তানের কোরআন অর্থাৎ কবিতা হইতে বিরত রাখিলেন এবং বলিলেন, আমি রছুলুল্লাহ (দঃ)কে কবিতা শিক্ষা দেই নাই এবং উহা তাঁহার উপযোগীও নয়, আমি তাঁহাকে—যাহা দিয়াছি তাহা যিক্র এবং সুস্পষ্ট কোরআন। †

ষষ্ঠ আয়ত

কা'বা গৃহে কাফিররা কি ভাবে উপাসনা করিত—তাহার বিবরণ প্রসংগে আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন যে, কা'বা গৃহের নিকট শিশ যুক্ত গান এবং— করতালি ব্যতীত মুশরিকদের আর কোন নমায ছিল না—আলআনফাল ঃ ৩৫ আয়ত।

وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية -

ইমাম রাগিব লিখিয়াছেন, পাখীর গান এবং শিশের গানকে আরাবী ভাষায় 'মুকা' বলা হয় আর প্রতিধ্বনিত শব্দকে 'তছদী' বলা হইয়া থাকে। ‡

লিছানুলআরবে কথিত হইয়াছে যে, এক—হাতের তালি দিয়া অপর হাতের তালিতে আঘাত করিয়া শব্দ নির্গত করাকে 'তছদীয়া' বলা হয়। §

এডওয়ার্ড উইলিয়ম লেন বলেন ঃ التصدية, is from صدى meaning a sound; صدى بيده, He clapped with his hands, because in the action of

* তফছীর ইবনে কছীর (৮) ২৩৩—২৩৭ পৃঃ।
† ইগাছাতুল লহ্ফান ২৮৭ পৃঃ।
‡ মুফ্রদাতুল কোরআন ২৮০ পৃঃ।
§ লিছান (১৩) ১৮৬ পৃঃ।

clapping the hands together the ৩০ ie the face of one hand fronts that of the other অর্থাৎ 'তছ্‌দিয়া' 'ছদ্‌য়ুন' হইতে ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ হইয়াছে, ইহার অর্থ হইতেছে—আওয়াজ। সে তাহার হস্তদ্বারা তালির শব্দ করিল—'ছদ্দ্য-বেইয়াদেহী' কারণ করতালির সময় উভয় হস্ত এরূপভাবে একত্রিত হইল যে, এক হস্তের তলা অপর হস্তের তলার সহিত মিলিত হইল। *

ভাষ্যকারগণের উক্তি

এই আয়ত প্রসংগে হাফিয ছৈয়ুতী, আবদুল্লাহ বিনে উমরের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, মুশ্‌রিকগণ আল্লাহর গৃহ প্রদক্ষিণ করার সময়ে করতাল ও শিশ দিতে থাকিত, তাহাদের এই আচরণে উপরিউক্ত আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছিল। ছঈদ বিনুল মুছাইয়ব বলেন যে, কোরায়শগণ — রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রতিযোগিতা করিয়া তওয়াফ কালে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিত এবং শিশ বাজাইত আর করতালি দিত। †

জুমল জালালায়েনের টীকায় লিখিয়াছেন, যেসকল কার্য নমায ও ইবাদত বলিয়া গণ্য হইতে পারে, মুশ্‌রিকগণ সেগুলির কিছুই করিতনা, তাহারা শুধু 'মুকা' আর তছ্‌দিয়া করিত। পাখীর ডাককেও 'মুকা' বলা হয়, উচ্চ চীৎকার ধ্বনিকেও 'মুকা' বলা হয়। তছ্‌দিয়ার অর্থ হইতেছে—প্রতিধ্বনিত শব্দ—যাহা শূন্যস্থান হইতে ঘুরিয়া আসে। হাততালির — শব্দ শ্রুতিগোচর হইলে তাহাকেও 'তছ্‌দিয়া' বলা হয়। মুশ্‌রিকরা যখন রছুলুল্লাহ (দঃ) কে নমায পড়িতে অথবা কোরআন পাঠ করিতে শুনিত, হাতের শব্দ এবং মুখের শব্দ দ্বারা তাহারা উহা শ্রবণে বাধা জন্মাইত এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) পাঠে বিঘ্ন ঘটাইত। শিশের তাৎপর্য এইযে, দুই হাতের অংগুলি গুলি উভয় হস্তের অংগুলি গুলির ফাঁকে ঢুকাইয়া মিলিত করিয়া তাহারা ফুৎকার দিত আর এইভাবে শব্দ নির্গত করিত। ‡

ইমাম বাগাভী লিখিয়াছেন, ইবনে আব্বাছ ও হাছান বছরীর উক্তিমত হেজায প্রদেশের এক প্রকার শুভ্র পাখীকে 'মুকা' বলা হয়, এই পাখীটি শিশ দিয়া থাকে। ইবনে আব্বাছ আরো বলিয়াছেন যে, কোরায়শগণ উলংগ অবস্থায় কা'বা প্রদক্ষিণ করিত, শিশ বাজাইত আর করতালি দিত। তদীয় ছাত্র মুজাহিদ বলেন, আবদুদ্দার বংশের কতিপয় ব্যক্তি তওয়াফ কালে রছুলুল্লাহর (দঃ) সহিত প্রতিযোগিতা ও বিদ্রূপ করিত এবং তাহাদের অংগুলি মুখ গহ্বরে প্রবেশ করাইয়া শব্দ নির্গত করিত। মুকাতিল বলেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) যখন নমাযে ব্যাপৃত থাকিতেন তখন আবদুদ্দার গোত্রের দুই ব্যক্তি তাঁহার দক্ষিণে দাঁড়াইয়া শিশ বাজাইত আর দুই ব্যক্তি বামে দাঁড়াইয়া করতালি দিতে থাকিত। §

খাযিন বলেন যে, ইবনে আব্বাছের কথিত মত শিশ ও করতালি মুশ্‌রিকগণের উপাসনা পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত কার্য ছিল এবং ইহাই সঠিক। কারণ আল্লাহ তাহাদের এই আচরণকে তাহাদের নমাযরূপে আখ্যাত করিয়াছেন। †

ইমাম ইবনে জরীর লিখিয়াছেন, মুশ্‌রিকদিগকে আল্লাহ শাস্তি দিবেন। কারণ তাহারা আল্লাহর পবিত্র মছ্‌জিদে নমায এবং ইবাদতে বাধা সৃষ্টি করিত। তাহারা পবিত্র মছ্‌জিদে আল্লাহর নমাযের পরিবর্তে শিশ ও করতালির নমায সম্পাদন করিত। §

হাফিয ইবনুল কাইয়েম লিখিয়াছেন যে, ছিতারা ও বংশীবাদকদের মধ্যে মুশ্‌রিকগণের উল্লিখিত শিশ ও করতালের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় (মুশ্‌রিকরা মুখ দিয়া যেরূপ শিশ বাজাইত, বংশীবাদকগণও সেইরূপ মুখ দিয়া বাঁশী বাজাইয়া থাকে। করতালির মত অংগুলির পরশে ছিতারা ও হারমোনিয়ম প্রভৃতি বাজান হইয়া থাকে)। ইবনুল কাইয়েম বলেন, এই জন্যই নমাযের ভিতর ইমামের ভ্রম সংশোধনের উদ্দেশ্যে পুরুষদের জন্য করতালির ব্যবস্থা

* Lexicon : P IV 1658

† লুবাবুন্‌নকুল (১) ১১৮ পৃঃ। ‡ জুমল (২) ২৮৮ পৃঃ।

§ মআলিমুত্‌তন্‌যিল (২) ৫৬ পৃঃ।

† খাযিন (২) ১৯২ পৃঃ।

§ ইব্‌নেজরীর (৯) ১৫৭ পৃঃ।

পরানুকরণ ও জাতীয় অধোগতি

মোহাম্মদ আবদুর রহমান

- من تشبه بقوم فهو منهم -

যে অপর জাতির অনুকরণ করে সে তাদেরই অন্তরভুক্ত—হাদীছ।

জগত পরিবর্তন ও বিবর্তনের ভিতর দিয়ে সচঞ্চল পদক্ষেপে সম্মুখ পানে এগিয়ে চলেছে। এই-ই চঞ্চলা দুনিয়ার নিয়ম, প্রকৃতির ধর্ম। শুধু বস্তু জগতেই নয় ভাব জগতেও পরিবর্তন আর প্রগতি সমভাবে প্রকট। দুনিয়ার সৃষ্টি থেকেই এ পরিবর্তনে লীলা আর অগ্রগতির খেলা চললেও বর্তমান যুগে এর গতিবেগ অসম্ভব রকম বেড়ে গিয়েছে। বিশ্বজগত যেন এক উদ্দাম খরস্রোতে তীব্রতম গতিবেগে কী এক উন্মত্ত অভিসারে কোথায় কোন অকূল—পাথারে ছুটে চলেছে। ঘণ্টায় দু মাইল চলমান গরুশকট থেকে ৫০ মাইল বেগে ধাবমান লৌহ শকটের আবিষ্কারের মাঝে সময়ের সুদীর্ঘ ব্যবধান বিদ্যমান ছিল কিন্তু সেই রেলগাড়ী থেকে তার দশগুণ—অধিক বেগে উড্ডীয়মান আকাশচারী বিমানের আবিষ্ক্রিয়ার মাঝে সময়ের পার্থক্য তুলনায় অতি সামান্য। কিন্তু বস্তু জগতের এ প্রগতির চাইতেও মানুষের চিন্তাজগত আর মননশীলতার ক্ষেত্রে—দ্রুততর বিবর্তন আর অধিকতর বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটেছে এবং পুরাতন বিশ্বাস ও সংস্কারের ভিত্তিমূল প্রকম্পিত হয়ে উঠেছে। ফলে পুরাতন প্রথা ভেঙে ও সাবেক রীতিনীতি ভেসে চলেছে, প্রচলিত নিয়ম কানুন এবং সর্বযুগমান্য বিধিব্যবস্থার বুনিয়াদ ধ্বসে পড়ছে। বলাবাহুল্য পাশ্চাত্যের—তথা কথিত সভ্যজগত থেকেই এর সুত্রপাত হচ্ছে আর দুনিয়ার অন্যান্য দেশগুলোতে তাই ছড়িয়ে পড়ছে।

মুছলিম জগতও এর প্রভাব মুক্ত নয় বরং কতক দেশ এ পরিবর্তনের গড্ডালিকা প্রবাহে অবলীলাক্রমে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। এ সব মুছলীম নামধারী দেশে পাশ্চত্যের অন্ধ অনুকরণ আর হুবহু

(৩০ পৃষ্ঠার পর)

প্রদান করা হয়নাই, বরং 'ছোবহানাল্লাহ' বলিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। যে করতালিকে এরূপ ভাবে বর্জন করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে, বিনা কারণে বিবিধরূপ পাপাচরণ ও পাপপূর্ণ উক্তির সমবায়ে উহা যে কতদূর গর্হিত বিবেচিত হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। *

শয়খুল ইছলাম ইবনে তয়মিয়াহ লিখিয়াছেন, মুশরিকগণের যে সংগীতের কথা আল্লাহ এই আয়তে উল্লেখ করিয়াছেন, শিশ ও করতালির সেই সংগীতকে তাহারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় রূপে এবং ধর্মরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। এই সংগীতের জন্য রছুলুল্লাহ দঃ) এবং তাঁহার সহচরগণ কখনই সমবেত হইতেননা এবং এই রূপ মজলিছে কখনও গমন করিতেন না। যে ব্যক্তি বলিয়া থাকে যে,—রছুলুল্লাহ (দঃ) সংগীতের মজলিছে যোগদান করিয়াছিলেন, হাদীছ এবং ছুন্নতের বিদ্বানগণের সমবেত সিদ্ধান্ত অনুসারে সে ব্যক্তি আল্লাহর রছুলের নামে মিথ্যা রচনাকারী। *

ফলকথা—শিশ ও করতালি বাদ্যেরই প্রকরণ বিশেষ; উহা গীতবাদ্যের অপরিহার্য অংশ। এখনও মুশরিকদের কীর্তন ইত্যাদিতে শিশ ও করতালের বহুল প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা তাহাদের কল্পিত ইবাদতের অন্যতম অংশ। আল্লাহ এই শিশ এবং করতালকে নিষিদ্ধ করিয়া গীতবাদ্যের—সমুদয় প্রকরণকে অবৈধ ও নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

* ইগাছা ২৭৯ পৃঃ।

* রাছায়েলুল কুবরা (২) ২৮২ পৃঃ।

অনুসরণ প্রগতিশীলতার স্পষ্ট নিদর্শন রূপে আখ্যাত এবং বাহবাস্ফোটে অভিনন্দিত হচ্ছে আর প্রাচীন রীতিনীতির প্রতি আকর্ষণ ও প্রবণতা প্রতিক্রিয়াশীলতা আর রক্ষণশীলতার অশুভ চিহ্ন রূপে নিন্দিত হচ্ছে। পশ্চিমের বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি আর পারলৌকিক জীবনের প্রতি সুগভীর ঔদাসীন্য অথবা বিদ্রোহী মনোভাব প্রসূত এই প্রগতিশীল অতি আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে মুছলমানদের ঈমান বেলগাইবের বুনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত, ঊর্ধজগত হইতে সুনির্ধারিত জীবন দর্শন ও সমাজ ব্যবস্থা, রীতি ও আচার অনুষ্ঠান, মৌলিক আদর্শ এবং ঐতিহ্যিক ধারার যে দ্বন্দ্বমূলক পার্থক্য আর আসমান জমিন বৈষম্য বিদ্যমান আত্মপ্রত্যয়শূন্য এবং দুর্বল মানসিকতায় আক্রান্ত বিশ্ব মুছলিম সমাজের সম্বিৎহারা বৃহত্তর অংশ তা আজ একান্তভাবেই বিস্মৃত হয়েছে।

অন্তঃসার শূন্য পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্যিক জাঁকজমক ও চোখ ঝলসান শান শওকতের রূপচাকচিক্যে আমরা মোহাবিষ্ট এবং বিভ্রান্ত হয়ে দূরের মরীচিকার পেছনে ধাওয়া করছি অথচ সুমিষ্ট ফল বৃক্ষ আর সুপেয় প্রবাহিণী সমন্বিত আমাদের সম্মুখস্থ নিজস্ব নন্দন কাননের দিকে দৃষ্টিপাত করার সৌভাগ্য ঘটে উঠছে না! আমাদের এই মানসিক বিভ্রান্তি আর উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টির প্রকৃত কি কারণ এবং জাতির ভাগ্য-রচনার সুযোগ স্বহস্তে পাওয়ার পরও এ অন্ধ অনুসরণ স্পৃহা ও অনুকরণ—প্রবণতা বন্ধ কিম্বা হ্রাসপ্রাপ্ত হচ্ছে না কেন বক্ষমান প্রবন্ধে তাই আলোচনার চেষ্টা করব।

আধুনিক সভ্যতার বস্তুতান্ত্রিক অগ্রগতির কল্যাণে যন্ত্রদানবের অভাবিত উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি আর চলাচল ব্যবস্থার অকল্পনীয় উন্নতির ফলে পৃথিবী ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্রতর আকারে রূপান্তরিত হচ্ছে। ভৌগলিক ব্যবধান ক্রমেই সঙ্কীর্ণতর হয়ে এক দেশের সহিত অন্য দেশের চলাচলও সংযোগ সহজতর এবং সম্পর্ক নিবিড়তর হয়ে উঠছে। ব্যবসায়িক তৎপরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বেড়ে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্টিগত ও তামাদ্দুনিক সংমিশ্রণ ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকেও প্রভাবান্বিত এবং আচার অনুষ্ঠানে পরিবর্তন আনয়ন করছে। কিন্তু এ সব ব্যবসায়িক লেনদেনের ফলে অনগ্রসর দেশগুলো আর্থিক দিক দিয়ে যেমন অল্প মূল্যে কাঁচা মাল সরবরাহ ক'রে মুনাফার সিংহভাগ কলকারখানার মালিক শক্তিবলে গরীয়ান এবং অর্থ প্রাচুর্যে বলীয়ান দেশগুলোকে স্ফীত হওয়ার সুযোগ দিয়ে নিজেরা দুর্বল হ'তে দুর্বলতর হয়ে চলেছে তেমনি তামাদ্দুনিক সংমিশ্রণে রবিঠাকুরের 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে' এর কবি তত্ত্বকে উপহাস ক'রে এবং নিজেদের — বৈশিষ্ট্য চুলায় ফেলে অপরের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ এবং অন্ধ অনুকরণ আর নির্বিচার অনুসরণ ক'রে নিজেদেরকে নিজেরাই অপমানিত ক'রে চলেছে। ব্যবসায়িক আমদানী রফতানী এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক লেনদেনে বরং বর্তমান যুগে একরোখা মুনাফা লুণ্ঠন এবং এক তরফা সুবিধাভোগ সম্ভবপর নয়। তৈয়ারী মালের বিক্রেতাদেশ যতবড় সম্পদের অধিকারীই হউক তাকে অনেক ব্যাপারে ক্রেতাদেশের উপর নির্ভর করতে হয় এবং যে সুবিধা সে ক্রেতার নিকট থেকে অর্জন করে তার কিছুটা তাকেও দিতে হয়। কিন্তু তামাদ্দুনিক ক্ষেত্রে শাসক জাতির নিকট শাসিত, সম্পদের প্রাচুর্যে স্ফীত শক্তিমদ মত্ত জাতির দুর্বল ও অনগ্রসর—— এবং শিক্ষা দীক্ষায় পশ্চাদ্‌পদ জাতি কেবল অন্ধ অনুকরণ আর বিচারহীন অনুসরণেই বেশীরভাগ অভ্যস্ত হয়ে উঠে, বিশেষ করে সে জাতি যদি মেরুদণ্ডভগ্ন হয়, জাতীয় চেতনায় যদি অবচেতন থাকে, ঐতিহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলো বিস্মৃতির অতল তলে ডুবিয়ে দিয়ে যদি হীনমন্যতায় অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এরূপ অবস্থায় শক্তিধর জাতি উপর থেকে শাসকের দণ্ডহস্তে, প্রভুত্বের পদ-গরিমায় অথবা সম্পদের প্রাচুর্যে এবং শান শওকতের আড়ম্বরে দুর্বলচিত্ত ও আত্মভোলা জাতিকে মোহাবিষ্ট ক'রে তাদের অন্তরে প্রভু-পদ-লেহন-স্পৃহা এবং অনুকরণলিপ্সা জাগ্রত করে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বীয়

জীবন পদ্ধতি এবং ধর্মীয় অনুশাসন এবং কৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যকে ঘৃণা করতে শেখায়।

এই পরানুকরণের হীনমন্যতা ও আত্মসমর্পিত দুর্বল মানসিকতার মনস্তাত্ত্বিক কারণ এবং ঐতিহাসিক নযির সামান্য চিন্তা এবং স্বল্পসন্ধানেই আবিষ্কার করা যেতে পারে। শিশু হৃদয়ে অনুভূতির উন্মেষলাভের সঙ্গে সঙ্গে মা বাপ ভাই ভগ্নিকে কথায় ও আচরণে অনুকরণ করতে শিখে. তার অজ্ঞানতা ও অনভিজ্ঞতার অনুভূতিই তাকে জ্ঞানবান, অভিজ্ঞ ও শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তির অনুকরণ ও অনুসরণের প্রেরণা যোগায়। শিশু যখন বালকে উন্নীত হয় এবং স্কুলে গমন করে তখন শিক্ষকগণের এবং তার চাইতে উন্নতর ও অভিজ্ঞতর বালকদের অনুকরণ শুরু করে কিন্তু অন্যান্য বালকের আচরণ অপেক্ষা নিজের গৃহলব্ধ রীতিনীতি এবং আদব কায়দার শ্রেয়ত্ব সম্বন্ধে সে যদি সচেতন থাকে তা হলে সে কস্মিনকালে তাদের অনুকরণ ও অনুসরণ করবে না বরং সে নিজেই অপরের দ্বারা অনুসরিত ও অনুকরিত হউক—এই হবে তার মনের সুস্পষ্ট ইচ্ছা কিম্বা অস্ফুট আকাঙ্খা।

শিশুর জীবনে যা সত্য বয়স্কের জীবনেও তা মিথ্যে নয় এমন কি সমাজ ও জাতীয় জীবনে ঐ একই মানসিকতা সমভাবে ক্রিয়াশীল। কোন জাতি যখন জ্ঞানবিজ্ঞানে, অর্থ সম্পদে, সভ্যতা ঐতিহ্যে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হয় এবং এই শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে পূরা মাত্রাই সজাগ ও সচেতন থাকে তখন সে জাতি অপর জাতির সংস্পর্শে আসিলে তাদেরকেই প্রভাবিত করে—তাদের দ্বারা সাধারণতঃ প্রভাবান্বিত হয় না। ইতিহাসে এর ভূরিভূরি নযির বিদ্যমান রয়েছে। ইছলামের গৌরব যুগ এর জলন্ত সাক্ষী। তখন মুছলমানরা তাদের সংস্পর্শে আগত অন্যান্য জাতি ও মনুষ্য সমাজকে তাদের মহত্তর ঈমান, শ্রেষ্ঠতর ব্যবহারিক জীবন, দৃঢ়তর চরিত্র এবং আচরণ দ্বারা মুগ্ধ ও আকর্ষিত করেছে এবং অনুকরণ ও অনুসরণের প্রেরণা যুগিয়েছে কিন্তু যখন থেকে তারা চরিত্রের সুউচ্চ চূড়া এবং আচরণের সুমহান আসন থেকে স্খলিত হয়ে জাতীয় চেতনা হারিয়ে ফেলে এবং নিষ্ক্রিয়তা ও হীনমন্যতায় তাদের মন ও মস্তিষ্ক অবসাদগ্রস্থ ও দৈন্যজড়িত হয়ে পড়ে তখন থেকেই অপরের দ্বারা পরাভূত এবং প্রভাবান্বিত হতে শুরু করে এবং নিজেদের জাতীয় ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য, ধর্মীয় ও কৃষ্টিগত শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ এবং সেগুলোর গুরুত্ব সম্পর্কে অনবহিত হয়ে পড়ে। বাগদাদের পতনের পর থেকে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন দেশের মুছলমান এই আত্মবিধ্বংসী রোগে আক্রান্ত হয় এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরু থেকে সাধারণভাবে বিশ্বের সমগ্র মুছলিম জাতিই যক্ষ্মা সদৃশ এই সর্বব্যাপক জীবনক্ষয়ী মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। জ্ঞান বিজ্ঞানে নব জাগ্রত, নবাবিষ্কৃত অস্ত্র বলে শক্তিবন্ত অভিনব বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ায় উৎসাহ-দীপ্ত—পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের চোখ ঝলসানো সভ্যতার রূপচ্ছটায় তাদের সমস্ত আচরণ ও রীতিনীতি, উঠাবসা ও চলাফেরার কায়দা কানুন এবং খাদ্য পানীয়ের বিশিষ্ট প্রকরণ ও পোষাক পরিচ্ছদের নির্দিষ্ট ফ্যাশন ভূষণ—এমনকি আমোদ ফুর্তির ধরণ ধারণ এবং সাংস্কৃতিক জীবনের সমস্ত খুঁটিনাটিগুলোকে শ্রেয়, প্রিয় এবং অনুসরণযোগ্য বিবেচনা করতে শিখে।

ভারতে ইংরেজ রাজকীয় দণ্ড সহকারে এক বিরুদ্ধবাদী নব সভ্যতা এবং বিপরীতমুখী দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবনব্যবস্থার ধারক ও বাহকরূপে দোর্দণ্ডপ্রতাপ ক্ষমতার আসনে সমাসীন হন ঠিক এমন সময়ে যখন ভারতীয় মুছলমান শুধু রাজ্যহারা ও পারস্পরিক বিবাদে শক্তিশূন্যই নয়, অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের আঁধারে তাদের দেহমন সমাচ্ছন্ন, সঙ্কীর্ণতা ও কূপমণ্ডুকতার অভিশাপে হৃদয়-মস্তিষ্ক জড়ত্ব প্রাপ্ত এবং আত্মবিশ্বাসহীনতা ও অদূরদর্শিতার ধূম্রপুঞ্জে জাতীয় চেতনা ও ধর্মীয় অনুভূতি উদ্‌ভ্রান্ত। সৌভাগ্যক্রমে এই সর্বব্যাপী অমানৈশিক আঁধারের মাঝে দু এক স্থান থেকে বিদ্যুতের ঝলক পরিদৃশ্য হতে থাকে। নব প্রভুর দল তাদের সভ্যতার ঝুলিতে মুছলমানদের জাতীয় জীবনের জন্য কত বড় সাংঘাতিক মৃত্যু পরোয়ানা

আর মারাত্মক বিষ-কৌটা বয়ে এনেছেন এটা বুঝবার মত ক্ষমতা যেসব মুষ্টিমেয় চিন্তার অগ্রদূত অনুভব ও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তাঁরা মুছলিম সমাজকে সাবধান করতে পরাঙ্মুখ হন নি। সর্বোপায়ে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যূহ রচনা করতে নব সভ্যতার সুদৃশ্য কৌটায় সঞ্চিত হলাহল গলাধঃকরণ করতে নিষেধ বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। কিন্তু তাদের সতর্কবাণী আর সক্রিয় প্রতিরোধ অদৃষ্টের পরিহাস ও ব্যর্থতার বিড়ম্বনায় পর্যবসিত হয়। আত্মসমর্পিত মুছলিম সমাজ পরাজয়-বরিত জীবনের দৈন্য ও লাঞ্ছনা, পরানুকরণ ও পরানুসরণের অভিশাপ এবং জাতীয় কলঙ্কের দুর্বিসহ বোঝা দীর্ঘদিন বহনের পর যুগস্রষ্টা ইকবালের জীবন পয়গামের যাদুস্পর্শে এবং কর্মবীর ও মহাসাধক মহামতি জিন্নাহর অপূর্ব কর্ম প্রেরণায় তাদের হারানো সম্বিৎ ফিরে পায়।—অনুকরণের অভিশপ্ত পথ পরিত্যাগ ক'রে নিজস্ব ধর্ম—শাশ্বত ইছলামের যুগ জয়ী কালজয়ী সুন্দরতম শ্রেয়তম জীবন বিধান অনুসারে সার্থকতার চূড়ামার্গে অগ্রসর হওয়ার উদ্দেশ্যে তারা—এক আল্লাহ এক রছুল এবং এক কোরআন ও ছুন্নাহকে সামনে রেখে পাকিস্তান সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আল্লাহর অনন্ত রহমতে এবং মুছলিম জাতির আবালবৃদ্ধবণিতার ঐকান্তিক সাধনা এবং সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় অচিরেই পাকিস্তান আমাদের জন্য মন্‌যুর হয়, আমরা ধন্য হই!

কিন্তু পরাজিত এবং দৈন্য লাঞ্ছিত জীবনের বড় অভিশাপ—আত্মবিস্মরণ ও পরানুকরণের মহাপাপ থেকে পাক সাফ হওয়ার যে অদম্য প্রেরণায় রছুলুল্লাহর (দঃ) সুনির্ধারিত জীবন পথে চলার ঐকান্তিক বাসনার কথা গলা ফাটিয়ে ঘোষণা করেছিলাম—আজ তার কতটুক আমরা স্মরণ রেখেছি? কার্যক্ষেত্রে আমাদের জাতীয়—জীবন থেকে বিজাতীয় প্রভাব মুছে ফেলার, আমাদের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীর মোড় ঘোরাবার এবং আমাদের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহিক স্বাতন্ত্র্যের মর্মকেন্দ্রে ফিরে আসার প্রেরণা অনুভব করছিনা কেন? আমরা মুক্তি ও স্বাধীনতার মহা-মূল্য ন্যা'মত হাতে পেয়েও এখন কলুর বলদের ন্যায় ঠুলি চক্ষে বন্দী জীবনের নির্দিষ্ট আবর্তে ঘুরপাক খেয়ে অন্ধ পরানুকরণের অভিশাপ বয়ে বেড়াচ্ছি কেন?

ইউরোপ-আমেরিকা বস্তুতান্ত্রিক উন্নতি এবং সমৃদ্ধির পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে—মুছলিম জগত কেবলই পিছিয়ে পড়ছে, তাদের দ্বারা শোষিত ও লাঞ্ছিত হচ্ছে—অবিরাম মার খাচ্ছে। এতে আমাদের এক দল লোকের ধারণা জন্মে গেছে বর্তমান জগতের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রক্ষা ক'রে উন্নতিশীল দেশগুলোর সঙ্গে এগিয়ে চলতে হলে তাদের সামাজিক চালচলন ও অর্থনৈতিক বিধান গুলো মেনে নিতে হবে। তাদের এ ধারণাও বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে যে, ইছলামী বিধান এ যুগে অচল, যুগের পরিবর্তনে ওর কার্যকারিতা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। ইছলামের—সামাজিক ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক নিয়ম আধুনিক প্রগতির সঙ্গে সুসমঞ্জস নয়! পাশ্চাত্যের বাধাধরা ছকে, তাদেরই অনুসৃত পথে এর পরিবর্তন ও সংশোধন অত্যাবশ্যক—এক কথায় তারা ইছলামের আজিমুশ্‌শান শরীঅতের বাস্তব মূল্য এবং বর্তমান কার্যকরিতার উপর শ্রদ্ধা সম্পূর্ণ ভাবে হারিয়ে ফেলেছে এবং পাশ্চাত্য রীতিনীতি ও সভ্যতার অন্ধ অনুকরণকেই মুছলমানদের দুর্গতি ও অধোগতির কবল থেকে রক্ষার একমাত্র উপায় রূপে ঠাহর ক'রে নিয়েছে। আর এক দল শরয়ী বিধান গুলোকে সরাসরি অস্বীকার না ক'রে পাশ্চাত্যের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মতবাদগুলোর সঙ্গে ইছলামী বিধানের আপোষসাধন উদ্দেশ্যে মনগড়া ও খেয়ালী দৃষ্টিভঙ্গীতে শরীঅতকে ব্যবহার করতে চান। এজন্য আধুনিক অগ্রগতি ও তথাকথিত প্রগতির পথে সসঙ্কোচে পা বাড়ানর জন্য যুগযুগান্তর-স্বীকৃত সর্বজনমান্য ব্যাখার দোষ-ত্রুটী আবিষ্কার ক'রে তাঁরা শরয়ী বিধানের অপব্যাখ্যার নূতন পথ উদ্ঘাটিত করছেন। উদাহরণ স্বরূপ, সুদ প্রথা, পুরুষের সঙ্গে নারীর অবাধ মেলামেশা, বাইরের ধূলামলিন কর্ম-ক্ষেত্রে নারীর অনুপ্রবেশ, পর্দা উন্মোচন, পাশ্চাত্য পোষাক পরিধান, ফটো তোলা, ছবি অঙ্কন প্রভৃতির পিছনে যুক্তি ও উক্তির প্রমাণ উপস্থাপন এবং উন্নতি ও প্রগতির জন্য এ সবের অনুকরণ ও প্রচলনের অপরিহার্যতার প্রমাণে তারা সচেষ্ট হয়েছেন। উভয়েরই উদ্দেশ্য এক ঃ পাশ্চাত্যের অনুসরণ ও অনুকরণ—অসঙ্কোচে অথবা সসঙ্কোচে!

অপরের উচ্ছিষ্টভোজী আত্মপ্রত্যয়হীন দলের অতি-

রিক্ত আগ্রহের সঙ্গে আপোষপন্থী দলের সামঞ্জস্যবিধায়ক প্রচেষ্টা মিলিত হয়ে শিক্ষিত সমাজকে তাদের মনের সামান্যতম ধাঁধা এবং চক্ষু-লজ্জার বাধা অপসারিত করতে—উৎসাহিত করছে যার ফলে সমাজ জীবনের বিভিন্ন স্তরে পাশ্চাত্য পদ্ধতির রেওয়াজ শনৈ শনৈ বেড়ে চলেছে।

তাদের এ কার্যধারার সমর্থনে কেউ কেউ পাশ্চাত্যের ধার করা দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকেই এই কৈফিয়ত খাড়া করার চেষ্টা করে থাকে যে, ধর্ম অন্তরের জিনিস, বাহ্যিক আচরণ আর পোষাকী সাজ সজ্জার পরিবর্তনে আত্মিক বৈশিষ্ট্য ও আধ্যাত্মিকতার কোন ক্ষতি সাধিত হয় না, ইছলামী সভ্যতার অন্তর্নিহিত প্রকৃতি—তার মূল স্পিরিট বাহ্যিক আচরণ ও কার্যকলাপে ক্ষতিগ্রস্থ হয় না। কিন্তু এ যুক্তি যে কত বড় ঝুটা এবং ভ্রান্ত একটু গভীর ভাবে তলিয়ে—দেখলে যে কোন চক্ষুষ্মানের পক্ষে উপলব্ধি করতে তকলিফ হবে না। কোন সভ্যতা ও কৃষ্টির বাহ্যিক দিকটা যখন আমরা অনুকরণ করি তখন বুঝতে হবে আমাদের যে রুচি, প্রবণতা ও সৌন্দর্যানুভূতি যুগযুগান্তর ধরে পুরুষানুক্রমিক ভাবে এবং সামাজিক পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে গড়ে উঠেছে এবং বাহির ও অন্তর্লোকের সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে মিশে গিয়ে আপন সত্তার বিশিষ্ট—অংশে পরিণত হয়েছে আমরা তাকে আজ অপছন্দ করছি, উপেক্ষা ও অনাদরের চক্ষে দেখছি এবং তার পরিবর্তে বিদেশী ও বিজাতীয় আচরণকে অন্তর দিয়ে পছন্দ করছি। এতে আমরা নিজের আচরণ দ্বারা নিজেদেরকেই খাট করছি—হীনমন্যতা অন্তরে রুচিবিকারের সৃষ্টি করছে আর এই রুচিবিকার আমাদের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক সত্তার বৈশিষ্ট্যকে, আমাদের বিশ্বাস ও মতবাদকে ধীরে ধীরে-হয়ত অলক্ষ্যে কিন্তু সুনিশ্চিত রূপে প্রভাবান্বিত, পরিবর্তিত ও বিধ্বস্ত করে ফেলছে। বাইরের পোষাকী অনুকরণ আমাদের অন্তর-আত্মা এবং অধ্যাত্মলোককে দাসত্বের পোষাক পরিয়ে ছাড়ছে। এ সম্পর্কে রছুলুল্লাহ (দঃ) অমর বাণী এই ঃ যে অপর জাতির অনুকরণ করে সে তাদেরই অন্তর-ভুক্ত। এর তাৎপর্য এই যে, যে ব্যক্তি কোন বিজাতীয়ের বাহ্যিক আচরণ অনুকরণ করে সে ধীরে ধীরে তাদের আত্মিক দিকে অর্থাৎ বিশ্বাস ও মতবাদের দিকে ঝুকে পড়ে এবং পরিণামে সামাগ্রিক ভাবে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

من تشبه بقوم فهو منهم —

এখন প্রশ্ন এই, আমাদের এই মনোবিকার, রুচি-বিকৃতি ও পরানুকরণ স্পৃহা স্বাধীনতা অর্জন এবং ইছলামী ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতিতে রাষ্ট্র গঠনের পরও উত্তরোত্তর বেড়ে চলছে কেন? এর উত্তরের জন্য খুব বেশী দূর অগ্রসর—হওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। আমাদের শিক্ষিতের দল ইংরাজী শাসনের অধীনে ইংরাজী শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং পাশ্চাত্যের প্রভাবে গড়ে-উঠা পরিবেশে বেড়ে উঠেছেন। তারা যে ধরণের শিক্ষা পেয়েছেন এবং আজও যা হুবহু অনুসৃত হয়ে চলেছে তাঁর বুনিয়াদ পাশ্চাত্যের বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ও ঐতিহিক মূল্যমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ শিক্ষা ইছলামের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক ভাবধারাকে স্বীকার করতে মোটেই প্রস্তুত নয়। রছুলুল্লাহর (দঃ) অমর পয়গামের মাহাত্ম উপলব্ধির জন্য যে—মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন এ শিক্ষা থেকে তা পাওয়ার উপায় নেই। এমন এক কাঠামোর উপর এ শিক্ষা ব্যবস্থাকে দাঁড় করান হয়েছে যে এর সাহায্যে ধর্মীয় সম্ভাবনার বীজ অন্তরে উন্মেষিত এবং পরিপুষ্টিত হওয়া দূরের কথা কোন শিক্ষার্থীর গৃহের অনুকূল-পরিবেশ-প্রসূত সম্ভাবনা-সমুজ্জল ধর্মীয় বীজটীকেও অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার ব্যবস্থা ও আয়োজন ভিতরে বাহিরে চলতে থাকে। ভিতরের আয়োজন হ'ল শিক্ষণীয় বিষয়ের সতর্ক নির্বাচনের মাধ্যমে ছাত্রের হৃদয়ে অলক্ষ্য প্রভাব বিস্তার এবং বিশিষ্ট ছাঁচে অন্তরের পছন্দ-অপছন্দ ও দৃষ্টিভঙ্গীর গড়ন ও পরিবর্ধন। বাহির থেকে শিক্ষক এবং উর্ধতন শ্রেণী সমূহের ছাত্রবৃন্দের আচরণ এবং কার্য্যকলাপ, দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রবণতা এবং পারিপার্শিক অবস্থার সাধারণ গতি শিক্ষার্থীর অপক্ক হৃদয়-বৃত্তিতে এমন এক ধরণের প্রভাব বিস্তার করতে থাকে যা মূলতঃ ইছলাম বিরোধী এবং পাশ্চাত্যের বস্তুতান্ত্রিকতার পরিপোষক।

যে দৃষ্টি কোণ ও বিচারভঙ্গী, পূর্বপ্রসূত ধারণা এবং বদ্ধমূল বিশ্বাস নিয়ে প্রকৃতি বিজ্ঞান, সাহিত্য, কলা, ইতিহাস ও অর্থনীতি বিষয়ক পুস্তকের পাঠন ও পঠন ব্যবস্থিত হয় তা মূলগতভাবে অধর্মীয় এবং

অধ্যাত্মকতা বিরোধী। উহা বিশেষভাবে ইছলামী মনোবৃত্তি গঠনের প্রতিকূল এবং ইছলামের জাতীয় সচেতনার ভাবস্ফূরণে বাধাস্বরূপ। প্রকৃতির রহস্যাগারে মানবের বিস্ময়কর অভিজ্ঞতাকে অদৃশ্য আল্লাহর অসীম শক্তির উপলব্ধি ও তাঁর অপার অনুগ্রহের নিদর্শন-সমূহের স্বীকৃতির পরিবর্তে কার্য-কারণ-পরম্পরা ও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণের ভিতরই বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করা হয়। সাহিত্য ও ইতিহাস শিক্ষার মাধ্যমে ইউরোপীয় সভ্যতা ও ঐতিহ্য, জীবন দর্শন এবং দৃষ্টিভঙ্গীর দিকে শিক্ষার্থীদের আত্মিক প্রবণতা সৃষ্টি ক'রে ইছলামের প্রতি এবং মুছলিম জাতির অতীত সম্পর্ক, ঐতিহ্যিক ভিত্তি ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার প্রতি সন্দিগ্ধ দৃষ্টি, আত্মপ্রত্যয়হীনতা ও হীনমন্যতার-ভাব সৃষ্টির পথ সুগম করা হয়। ইউরোপ-আমেরিকার জড়বাদী সভ্যতা, ইহলৌকিক সমৃদ্ধি, সুখ সম্পদ ও ভোগবিলাসের উপকরণ প্রাচুর্য্য তার চোখকে ঝলসিয়ে দেয়, মনকে বিভ্রান্ত ক'রে তুলে এবং অলক্ষিতেই সে নিজের ধর্ম ও কৃষ্টিকে নিন্দা করতে শেখে। ইছলামের কঠোর জীবনব্যবস্থা ও সামাজিক বিধানকে কালের অনুপযোগী ও সুখের প্রতিবন্ধক ভাবতে শেখে। জীবনকে সুখী ও সার্থক করার জন্য, ভোগবিলাস ও প্রবৃত্তিপরায়ণতার চরিতার্থতার জন্য পাশ্চাত্যের রীতিনীতি, পোষাক পরিচ্ছদ, আচরণ ও কার্যকলাপ অনুকরণ করতে আরম্ভ করে। শেষ পর্যন্ত এই বাহ্যিক আচরণের অনুকরণ ওদের মানসিক দৃষ্টি কোণ, দার্শনিক বিচার ভঙ্গী, তামাদ্দুনিক ধ্যান ধারণা, জীবন সম্পর্কে বিশ্বাস ও মতবাদের সমর্থন ও অনুসরণের প্রেরণা দান করে। এভাবে পৃথক জাতি হিসেবে তার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠে, স্বাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য উপহাসের বস্তুতে পরিণত হয়, জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে সে সমুপস্থিত হয়।

মহামতি ইকবাল এবং কায়েদে আযম—জিন্নাহকে শত সহস্র ধন্যবাদ, অন্তরের নিভৃত কন্দরের সহস্র কোটি ছালাম! তাঁরা জাতিকে আসন্ন মৃত্যু থেকে বাঁচাতে চেয়েছেন—একজন ভাবের দ্যোতনায়, আদর্শের প্রেরণায় জাতিকে উদ্বুদ্ধ ক'রে—অপর জন কর্মসাধনায় জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার বাস্তব ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে।

কিন্তু দীর্ঘ আট বৎসর অতীত গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে আমাদের অনুকরণ স্পৃহা এতটুকু কমেনি বরং যথেষ্ট বেড়ে গেছে ও যাচ্ছে এবং জাতীয় অস্তিত্বের তলদেশে এক সর্বনাশা ভাঙ্গন মারাত্মক ক্ষয়রোগের আকারে দেখা দিয়েছে—এ সংক্রামক ব্যাধিতে ছোট বড়, শিক্ষিত অশিক্ষিত, ক্ষমতাধিকারী ও ক্ষমতালোভী, চাকুরীজীবী ও ব্যবসায়ী, ছাত্র ও শিক্ষক প্রায় সকলেই কমবেশী আক্রান্ত। এ ব্যাধির—প্রতিকার না হলে সমস্ত বৈশিষ্ট্যসহ জাতির পৃথক সত্ত্বা আবার বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেবে। রছুলুল্লাহর (দঃ) অমর পয়গাম অনুসারে যাদের অনুকরণ করব তাদেরই সত্ত্বায় আমাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে!

জাতীয় অধোগতির এই দুর্দশা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় ইছলামের আলোকে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পুনর্নির্ধারণ, ব্যবস্থাপনার পুনর্গঠন আর পরিবেশের পরিবর্তন।

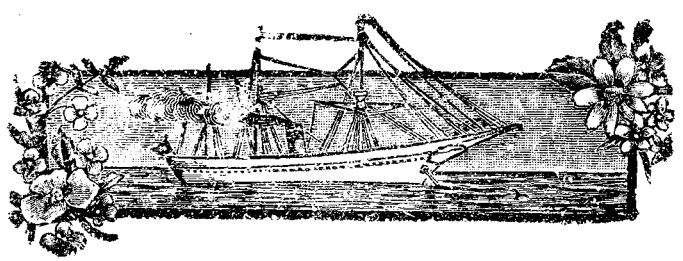

Contents

الرسائل المسائل — জিজ্ঞাসা ও উত্তর

نحمد الله العظيم و نصلى و نسلم على رسوله الكريم -
سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم *

ঈদুল ফিত্‌র ও আয্‌হার নমাযে তক্‌বীরের সংখ্যা

(অবশিষ্টাংশ)

আবূদাউদ ও দারকুতনী আবদুল্লাহ বিনে আম্‌র বিনুল আছের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিয়াছেন, ঈদুল-ফিত্‌রের নমাযে প্রথম রাক্‌আতে সাতবার এবং পরবর্তী রাক্‌আতে পাঁচ বার তক্‌বীর দিতে হইবে আর উভয় রাক্‌আতেই তক্‌বীরের পর কির্‌আত করিতে হইবে।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : التكبير فى الفطر سبع فى الاولى وخمس فى الاخرة والقرأة بعدهما كلتيهما -

হাফিয ইব্‌নেহজর লিখিয়াছেন, তিরমিযীর কথিত মত ইমাম আহমদ, আলী বিনুল মদীনী ও ইমাম বুখারী এই হাদীছটিকে ছহীহ বলিয়াছেন—ছুননে-আবূদাউদ (১) ৪৪৬ পৃঃ ; তলখীছুল হবীর ১৪৪ পৃঃ।

দারকুত্‌নী ও বয়হকী হযরত অবদুল্লাহ বিনে উমর সম্বন্ধে রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, তিনি ঈদুল-ফিত্‌র ও ঈদুল আযহায় ১২ বার তকবীর প্রদান করিয়াছিলেন। প্রথম-রাক্‌আতে সাতবার আর দ্বিতীয় রাক্‌আতে পাঁচবার তকবীর তহ্‌রীমা ব্যতীত—দারকুতনী ১৮১ পৃঃ। বুখারী ইহাকে ছহীহ বলিয়াছেন—ছুননে বয়হকী (৩) ৩৮ পৃঃ।

انه كبر فى العيدين : الاضحى والفطر ثنتى عشر تكبيرة فى الاولى سبعا و فى الاخرة خمسا سوى تكبيرة الاحرام - صححه البخارى -

ইমাম মালিক তদীয় মুওয়াত্তায় ইবনে উমরের মওলা নাফে'র বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, তিনি বলিলেন আমি আবুহোরায়রার — সহিত ঈদুল আয্‌হা ও ঈদুল ফিতত্বরের নমায আদা' করিলাম। তিনি প্রথম রাক্‌আতে কির্‌আতের পূর্বে সাতবার আর দ্বিতীয় রাক্‌আতে কির্‌আতের পূর্বে পাঁচবার তকবীর প্রদান করিয়াছিলেন। ইমাম মালিক বলিয়াছেন, ইহাই আমাদের পরিগৃহীত সিদ্ধান্ত—মুওয়াত্তা-তনবীরসহ (১) ১৪৭ পৃঃ।

شهدت الاضحى والفطر مع ابى هريرة فكبر فى الركعة الاولى سبع تكبيرات قبل القراءة و فى الاخرة خمس تكبيرات قبل القراءة - قال مالك : و هو الامر عندنا -

হাফিয ইবনে আবদুলবর্‌ লিখিয়াছেন যে,—প্রথম রাক্‌আতে সাত আর দ্বিতীয় রাক্‌আতে পাঁচ তকবীর দেওয়াই বিদ্বানগণের পরিগৃহীত আচরণ, কারণ ইহাই নির্দোষ প্রণালীতে আবদুল্লাহ বিনে উমর, জাবির, মা আয়শা ও আম্‌র বিনে আওফ প্রভৃতি ছাহাবীগণ রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন এবং ইহার বিপরীত বলিষ্ঠ বা দুর্বল কোন পদ্ধতিতেই রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রমুখাৎ কিছুই বর্ণিত নাই—মুগ্‌নী (২) ২৩৯ পৃঃ।

শয়খ ছালামুল্লাহ দেহলভী তাঁহার মুহল্লা গ্রন্থে লিখিয়াছেন, ইহাই শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ও ইমাম মালিকের পরিগৃহীত সিদ্ধান্তের মৌলিক প্রমাণ।

ইবনেউমর, ইবনেঅ'ব্বাছ ও আবুছঈদ খুদরী প্রভৃতি ছাহাবাগণের প্রমুখাৎ এইরূপই বর্ণিত হইয়াছে।

হাফিয হাযেমী স্বীয় কিতাবুল-ই'তিবার গ্রন্থে লিখিয়াছেন, হযরত আবুবকর ছিদ্দীক ও উমর ফারূকও ইহারই অনুসরণ করিয়া চলিতেন—১৭ পৃঃ।

হাফিয ইরাকী বলেন যে, ছাহাবা ও তাবেয়ী বিদ্বানগণের মধ্যে অধিকাংশই এই অভিমত প্রদান করিয়াছেন, ইহাই হযরত উমর, হযরত আলী, আবু হোরায়রা, আবু ছঈদ খুদরী, জাবির, ইবনে-উমর, ইবনে আব্বাছ, আবু আইয়ুব আনছারী, যয়েদ বিনে ছাবিত ও জননী আয়শার উক্তি। তাবেয়ী বিদ্বানগণের মধ্যে মদীনার ফকীহ-সপ্তক উমর বিনে আবদুল আযীয, ইমাম যুহ্‌রী ও মকহুল এই সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিয়াছেন। ইমাম-মালিক, ইমাম আওযায়ী, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল ও ইমাম ইছহাক বিনে রাহওয়ে প্রভৃতি স্বনামধন্য বিদ্বানগণ উপরিউক্ত অভিমত গ্রহণ করিয়াছেন— নয়লুল আওতার (৩), ২৫৩ পৃঃ।

ফলকথ—বার তকবীর সম্পর্কিত হাদীছ-গুলি বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কতক মর্ফু'ও রহিয়াছে এবং কতকগুলি বিশুদ্ধ এবং সেগুলির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল, আলী বিনুল মদীনী ও ইমাম বুখারীর ন্যায় হাদীছ-শাস্ত্র-বিশারদ মহা পণ্ডিতগণের সাক্ষ্য বিদ্য-মান রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত এরূপ হাদীছও এ-সম্পর্কে মর্ফু'ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ছহীহ না হইলেও সেগুলির 'হাছান' হওয়া সম্পর্কে মত-বিরোধ নাই। খলীফা চতুষ্টয়ের মধ্যে তিন-জনই বার তকবীরের অভিমত গ্রহণ করিয়াছেন। আবাদিলার সকলেই এবং জননী আয়শাও—এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন। তাবেয়ীগণের যুগের ফকীহ-সপ্তক সকলেই এবং ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্যে তিনজনই এই উক্তি অবলম্বন করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে ছয় তকবীর সম্বলিত হাদীছগুলি শুধু যে দুর্বল (যঈফ), তাহাই নয়, বরং এসম্পর্কে একটিও ছহীহ ও যঈফ এরূপ হাদীছ নাই যাহা—রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে।

উল্লিখিত দুর্বল হাদীছ সমূহের মধ্যে একটি আবদুর্‌রয্‌যাক স্বীয় মুছন্নদে আল্‌কমা ও আছ-ওয়াদের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ বিনে মছ্‌উদ উভয় ঈদে নয় তকবীর প্রদান করিতেন, চারিবার কির্‌আতের পূর্বে, তার-পর কিরআতের পর একবার তকবীর দিয়া রুকূ করিতেন, দ্বিতীয় রাক্‌আতে কিরআত শেষ করার পর চারিবার তকবীর দিয়া রুকূ করিতেন।

ইব্‌নেমছ্‌উদের উল্লিখিত আচরণ যে ছনদ সহকারে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার অন্যতম পুরুষ হইতেছেন আবু ইছহাক ছবীঈ, ইনি মুদল্লিছ। ইনি আলকমা ও আছ্‌ওয়াদের বাচনিক এই আছরটি আন্‌-আন্‌ ভাবে রেওয়ায়ত করিয়াছেন। মুদাল্লিছের আন্‌-আন্‌ গ্রাহ্য নয়। দ্বিতীয় হাদীছটি হইতেছে আবুমুছা আশ্‌আরীর। আবু দাউদ তাঁহার ছুননে এই হাদীছটি রেওয়ায়ত করিয়াছেন। আবু হোরায়রার আবু আয়শা নামক সহচর বলেন যে, ছঈদ বিনুল আছ, আবু মূছা আশ্‌আরী ও হুযয়ফা বিনুল ইয়ামানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঈদুল-আযহা ও ঈদুল ফিত্‌রে রছুলুল্লাহ (দঃ) কিভাবে তকবীর প্রদান করিতেন? আবু মূছা বলিলেন, তাঁহার জানাযার তকবীরের মত চারি তকবীর। হুযয়ফা বলিলেন, আবুমূছা সত্য বলিয়াছেন।

كيف كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يكبر فى الاضحى والفطر ؟ فقال ابو موسى : كان يكبر اربعا تكبيره على الجنائز- فقال حذيفة : صدق –

এই হাদীছের ছনদের অন্যতম ব্যক্তি হইতে-ছেন—আবদুর রহমান বিনে ছাবিত বিনে ছওবান আনছী দেমেশ্‌কী। তাঁহার সম্বন্ধে বিদ্বানগণ আপত্তি তুলিয়াছেন। হাফিয ইবনেহজর লিখি-য়াছেন, তিনি স্বয়ং সত্যবাদী হইলেও ভুল করিতেন এবং শেষ বয়সে তাঁহার বিকৃতি ঘটি-

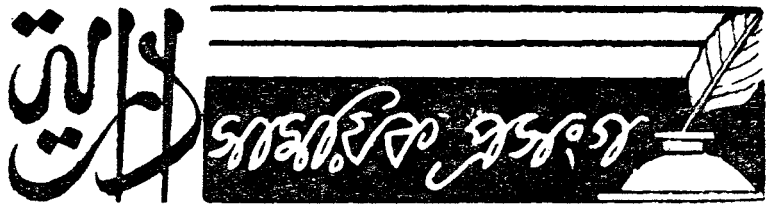

নববর্ষের সাদর সম্ভাষণ

দয়াময় কৃপানিধান আল্লাহ তাআলার পবিত্র অভিপ্রায়ে বর্তমান সংখ্যায় তর্জুমানুল হাদীছ ষষ্ঠবর্ষে পদার্পণ করিল : পৃথিবীতে পথচলার পদ্ধতি মোটামুটিভাবে দুই প্রকার। যে সময়ের যে পরিবেশ, তাহার সহিত খাপ খাওয়াইয়া কালের স্রোতে গড্ডালিকা প্রবাহের মত ভাসিয়া চলার সুবিধা অফুরন্ত। বিরোধ ও সংঘর্ষের সকল প্রকার অসুবিধাকে এড়াইয়া সকলের প্রীতি ও শ্রদ্ধার অধিকারী হইয়া পথচলা শুধু সুবিধাজনকই নয়, লাভজনকও বটে। কিন্তু যুগের হাওয়ার বিপরীত সুবিধাবাদের সমুদয় কৌশলকে বর্জন করিয়া দুর্গম ও দুস্তর পথের যাত্রী হওয়া সত্যই অতিশয় কষ্টসাধ্য ও নিরুৎসাহব্যঞ্জক। তর্জুমানুলহাদীছ কুফ্‌র ও নাস্তিকতা, বহু ঈশ্বরবাদ ও নিরীশ্বরবাদ, প্রবৃত্তিপরায়ণতা ও পরানুকরণ-শীলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়া তওহীদ ও ছুন্নতের রাজপথকে তাহার চলার পথ রূপে বাছিয়া লইয়াছে, এপথ বাস্তবিকই কুসুমাস্তীর্ণ নয়। বিবিধরূপী সংকট ও দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়া বিগত অর্ধযুগ ধরিয়া আমরা যাঁহার পবিত্র ও শুভ ইচ্ছায় এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া আসিতেছি, তাঁহারই সম্মুখে আমরা আমাদের কৃতজ্ঞতার ছিজ্‌দা সর্বপ্রথম আদা' করিতেছি। তারপর যেসকল লেখক ও পাঠক,

(৩৮ পৃষ্ঠার পর)

য়াছিল। বয়হকী ছুননে কুব্‌রায় লিখিয়াছেন,— তিনি তাঁহার রাবীর সহিত দুই ব্যাপারে খিলাফ করিয়াছেন, প্রথমত : হাদীছটি মর্ফু হওয়া সম্পর্কে, দ্বিতীয়ত : আবুমুছার জওয়াব সম্পর্কে। প্রসিদ্ধ বর্ণনা সূত্রে তাঁহারা ইহাকে ইবনে মছ্‌উদের উক্তিরূপে উল্লেখ করিয়াছেন এবং তদনুসারে তাঁহারা ফত্‌ওয়া দিয়াছেন, তাঁহারা ইহাকে রছুলুল্লাহর (দঃ) আচরণরূপে উল্লেখ করেননাই।

ফলকথা,—এই হাদীছের মর্ফু হওয়া কোনক্রমেই সাব্যস্ত হয় নাই। সুতরাং উহাকে প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করা চলিতে পারেনা।

সত্যকথা এইযে, ছয় তকবীর সম্পর্কিত হাদীছসমূহের একটিও রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রমুখাৎ প্রমাণিত হয়নাই। অবশ্য মাননীয় ছাহাবাগণের মধ্যে কাহারো কাহারো এরূপ ফত্‌ওয়া বিদ্যমান রহিয়াছে এবং সেগুলির কতক প্রমাণিতও হইয়াছে। প্রকৃত— প্রস্তাবে এই মছ্‌আলায় কুফাবাসীগণ এবং মক্কা ও মদীনাবাসীগণের মধ্যে গোড়াগুড়ি হইতেই মতভেদ রহিয়াছে। হুজ্জতুলইছলাম শাহ ওলীউল্লাহ— মুহাদ্দিছ দেহলভী তদীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন, উভয় ঈদের নমাযে প্রথম রাক্‌আতে কিরআতের পূর্বে সাতবার আর দ্বিতীয় রাক্‌আতে কিরআতের পূর্বে পাঁচবার তকবীর দিবে কিন্তু কুফার বিদ্বানগণের আচরণ অনুসারে জানাযার তকবীরের মত প্রথম রাক্‌আতে কিরআতের পূর্বে চারিবার আর দ্বিতীয় রাক্‌আতে কিরআতের পর চারিবার তকবীর দিবে। উভয় পদ্ধতিই ছুন্নত, কিন্তু মক্কা মদীনার আচরণ অগ্রগণ্য— হুজ্জতুল্লাহিল বালিগা (২) ৩১ পৃঃ।

মুওয়াত্তার ভাষ্য মুছফফায় লিখিয়াছেন, হারামায়েনের বিদ্বানগণের আচরণ অধিকতর অনুসরণযোগ্য— মুছফ্‌ফা (১) ১৭৮ পৃঃ।

ঈদের তকবীর সম্বন্ধে ইহাই আমাদের উক্তি ও আচরণ এবং প্রকৃত প্রস্তাবে যাহা সঠিক, তাহা আল্লাহ অবগত আছেন।

هذا آخرما اردنا ايراده فى هذا الجواب
فاتقوا الله يا اولى الالباب واجتنبوا قول الزور
والاعتساف - والله اعلم بالصواب و عنده علم
الكتاب -

গ্রাহক ও অনুগ্রাহক আমাদের এই চলার পথের সহচর হইয়াছেন, নববর্ষের শুভ সমাগমে তাঁহাদিগকেও আমরা আমাদের হৃদয়ের অকপট মুবারকবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আল্লাহর করুণা ও অনুগ্রহে আমাদের যেরূপ দৃঢ় বিশ্বাস রহিয়াছে, নববর্ষের চলার পথে তেমনি আমরা আমাদের সহযাত্রী ও সহগামীগণেরও সাহচর্য ও সহযোগের আশা পোষণ করিতেছি।

নূতন গণপরিষদ

পাকিস্তানের জন্য বহুবিশ্রুত ও বহু অপেক্ষিত ইছলামী শাসনতন্ত্রের প্রণয়ন কার্য যখন পরিসমাপ্ত হইয়া গৃহীত হইবার উপক্রম দেখা দিয়াছিল, ঠিক সেই আসন্ন মুহূর্তে গণতন্ত্রের দোহাই দিয়া পুরাতন গণপরিষদটিকে অত্যন্ত আকস্মিক ও—অপ্রত্যাশিতভাবে ভাংগিয়া দেওয়া হয়। তারপর দীর্ঘকাল ধরিয়া পাকিস্তানে স্বৈরাচার, ডিক্টেটরশিপ, অরাজকতা ও বেআইনী কার্যকলাপের এক অবাঞ্ছিত অবস্থা চলিতে থাকে। পাকিস্তানের—অদৃষ্ট সম্পর্কে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়েন। সম্প্রতি এই অবাঞ্ছিত অবস্থার অবসানকল্পে একটি নূতন গণপরিষদ গঠিত—হইয়াছে, এই নূতন পরিষদটি গণতান্ত্রিকতার কোন্ বিধানসূত্রে গঠিত হইয়াছে এবং উহার সার্বভৌম সত্ত্বার বাস্তব রূপ কি, কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন রাজনীতিকদের তাহা সম্পূর্ণ অবিদিত। বলা হইয়াছে, নূতন গণপরিষদটি পাকিস্তানের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিবে অর্থাৎ আট বৎসর ধরিয়া পাকিস্তান শাসনতন্ত্র বিহীন রাষ্ট্ররূপে পৃথিবীতে যে রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার ব্যতিক্রম ঘটাইবে এবং পাকশাসনতন্ত্র বিরচিত ও বিধিবদ্ধ হইবে। যে পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের দাবী উত্থিত হইয়াছিল এবং যে দাবীর প্রতিষ্ঠাকল্পে পাক-ভারত উপমহাদেশের মুছলিম সমাজ অশ্রুতপূর্ব ত্যাগ ও কুরবানীর দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে অংকিত করিয়াছিলেন, নূতন গণপরিষদ জনগণের সেই বাঞ্ছিত ইছলামী শাসনতন্ত্রকে যদি এই দেশে প্রতিষ্ঠা দান করিতে পারেন, তবেই সমুদয় আয়োজন সার্থক হইতে পারিবে। ইছলামী শাসন ব্যবস্থা ব্যতীত অন্য কোনরূপ ব্যবস্থায় পাকিস্তানের যে কোন কল্যাণ নাই এবং অলীক ভাঁওতার সাহায্যে জনগণকে যে সন্তুষ্ট ও শান্ত রাখিতে পারা যাইবেনা, পাকিস্তানের ভাগ্য নিয়ন্তাগণ সেকথা স্মরণ রাখিলে ভাল হয়।

ফলেন পরিচীয়তে

সত্য বটে ফল দেখিয়াই বৃক্ষের পরিচয় লাভ করা যায়, কিন্তু অনেক সময়ে পাতার সাহায্যেও যে গাছকে চিনিয়া লওয়া সম্ভবপর, তাহাও অস্বীকার করার উপায় নাই। নূতন গণপরিষদ কি ফল প্রসব করিবেন, সে সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হইতে না পারিলেও উহার পত্র পল্লব দর্শন করিয়া আমরা দুর্ভাগ্যবশতঃ বিশেষ আশান্বিত হইতে পারিতেছিনা। পশ্চিম পাকিস্তানের পার্বত্য শহর মারীতে বিগত ১৪ই জুলাই নূতন গণপরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইয়া মাত্র আটদিন পর উহাকে আগামী ৮ই আগস্ট পর্যন্ত মুলতবী রাখা হইয়াছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংবাদ এইযে, প্রাথমিক ব্যবস্থা এবং আটদিনের অন্যান্য ব্যয় বাবতে মাত্র ২১ লক্ষ টাকা ইতিমধ্যে খরচ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তবুও আগামী অধিবেশন মারীর পরিবর্তে করাচীতেই হইবে। শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সম্পর্কে একটি কথাও এই অধিবেশনে আলোচিত হয় নাই। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আলী ছাহেবই থাকিবেন, না জনাব ছুহ্‌রাওয়ার্দী ছাহেব এই গদী অলংকৃত করিবেন, পরিষদের সদস্যবৃন্দের জল্পনা ও কল্পনার ইহাই ছিল প্রধান বিষয়বস্তু। ৪৬টি বাতিল আইনের মধ্যে ৩২টি আইন পুনর্বৈধকরণ বিলের—আলোচনাও কম উল্লেখযোগ্য নয়। সরকার পক্ষ তাড়াতাড়ি কাজ উদ্ধার করিবেন এবং 'জো-হুকুম' নীতির অনুসরণ করিয়া সদস্যগণ সরকারীবিলের সমর্থন করিবেন, এইরূপ আশাই সরকার পক্ষ পোষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাও কার্যে পরিণত হয়নাই। সরকারী বিশিষ্ট কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিপ্রাপ্ত ভুক্তভোগীর আবেদন ক্রমে সরকারের উপর হাইকোর্টের পরওয়ানা জারী করার ক্ষমতার বিল পুরাতন গণ-

পরিষদ তাঁহাদের পরিগৃহীত ২২৩—(ক) ধারায় মন্‌সুর করিয়াছিলেন, এই অভিপ্রেত বিলটিকে পুনর্বৈধকরণ বিলের অন্তরভুক্ত করা হয় নাই। মাননীয় গভর্ণর-জেনারেলকে সংশ্লিষ্ট দফতর হইতে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে যে, তাঁহারা উক্ত আইন পছন্দ করেননা। জনাব ছুহ্‌রাওয়ার্দী এবং জনাব মির্যা ছাহেবই এই বিলটির সর্বাপেক্ষা অধিক প্রতিবাদ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে যাহাতে যে কোন সময়ে দেশের পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থা ব্যাহত হইয়া গভর্ণরী শাসনের প্রবর্তন সম্ভবপর হয়, তজ্জন্য অনভিপ্রেত ৯২ ক) ধারাটিকে পুনর্বৈধকরণ বিলে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। গণতন্ত্রের জয়যাত্রার যুগ সন্ধিক্ষণে এই সংবাদও পরিবেশিত হইয়াছে যে, ১৮ই জুলাই সীমান্তের গভর্ণর জনাব আবদুররশীদ খান ছাহেবের মন্ত্রীসভা ভাংগিয়া দিয়াছেন। এইরূপ আকস্মিকভাবেই ইতিপূর্বে পাঞ্জাবের নূন মন্ত্রীসভাও ভাংগিয়া দেওয়া হইয়াছিল, অথচ পরিষদে অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ পর্যন্ত প্রদত্ত হয় নাই। শুনা যাইতেছে, রশীদ-মন্ত্রীসভা পশ্চিম পাকিস্তানকে এক ইউনিটের অন্তরভুক্তি-প্রস্তাবের বিরোধ করাতেই এই দশা ঘটিয়াছে।—গণপরিষদের সদস্যগণ এসম্পর্কে কিরূপ মনোভাব পোষণ করিতেছেন, তাহা এখনও ভালভাবে জানিতে পারা যায়নাই।

ইছলামী জামাআত—বনাম আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন

ইছলামী জামাআত সম্পর্কে অনেকদিন হইতে আমরা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়া আসিতেছি। অনিবার্য কারণ ব্যতীত কাহারও সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া আমাদের রীতি বিরুদ্ধ বলিয়া উল্লিখিত দল সম্পর্কে বিস্তৃত ভাবে কিছু বলা এযাবত আমরা সমীচীন মনে করি নাই, কিন্তু সম্প্রতি সাধারণ মুছলিম উলামা সমাজ বিশেষতঃ আহলেহাদীছ—আন্দোলন সম্পর্কে ইছলামী জামাআতের ইমামে-আ'যম হইতে আরম্ভ করিয়া নিতান্ত অনুল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরাও যে ভাবগতিক দেখাইতেছেন, তজ্জন্য কয়েকটি কথা ব্যক্ত করা অবশ্যকর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ফির্কা ও আন্দোলনের পার্থক্য,

দল অর্থাৎ ফির্কা এবং আন্দোলনের মধ্যভাগে যে বৈষম্য সুস্পষ্ট সীমারেখা টানিয়া দিয়াছে তাহার মোটামুটি বিবরণ এইযে, দলের আদর্শ এবং কার্যসূচী কোন—ব্যক্তিত্বকে আশ্রয় ও নির্ভর করিয়াই উদ্ভাবিত এবং রূপায়িত হইয়া থাকে। ফির্কাবন্দীর ভিতর ব্যক্তিত্বের কেন্দ্রত্ব এরূপ অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয় যে, আদর্শের নিষ্ঠা ও কার্যক্রমের অনুসরণের দিক দিয়া কোন ব্যক্তি যতই অগ্রণী হউক না কেন, ফির্কার নেতার প্রতি ব্যক্তিগত ভাবে আনুগত্যপরায়ণ না হওয়া পর্যন্ত তাহার নিষ্ঠা ও কর্মতৎপরতার কোন মূল্যই স্বীকৃত হয়না। পক্ষান্তরে আদর্শবাদ ও কর্মপরায়ণতা অপেক্ষা ফির্কাবন্দীর ভিতর দলীয় নেতার আনুগত্য ও অন্ধ অনুসরণই অধিকতর মূল্যবান বিবেচিত হইয়া থাকে। কালক্রমে এরূপও দেখিতে পাওয়া যায় যে, দলপতির ভ্রমপ্রমাদগুলিরও ফির্কাপরস্তের দল একান্ত শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা সহকারে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে, মূল আদর্শ ও কর্মসূচীর সহিত দলপতির ব্যক্তিগত উক্তি ও আচরণের ব্যতিক্রম সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও অন্ধ ভক্তরা তাহাদের নেতার উক্তি ও আচরণকেই অগ্রগণ্য করিতেছে। পরিণামে ফির্কাবন্দীতে আদর্শ ও কর্মের সমুদয় ঝঞ্ঝাট বিদূরিত হইয়া দলীয় অহমিকতা ও ফির্কাপরস্তীর আত্মম্ভরিতাই সমুদয় স্থান জুড়িয়া বসে।

আহ্‌লেহাদীছ ফির্কা বা দল নয়,

একথা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবেনা যে, এই উম্মতের মধ্যে কোন ব্যক্তিবিশেষকে আশ্রয় ও অবলম্বন করিয়া আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপিত হয় নাই। উম্মতের অন্তরভুক্ত কোন ব্যক্তিরই নিজস্ব দৃষ্টিভংগী ও উদ্ভাবিত কর্মপদ্ধতিকে আহ্‌লেহাদীছগণ তাঁহাদের দলীয় আকীদা এবং কর্মসূচী রূপে গ্রহণ করেননাই। ফকীহ ও মুহাদ্দিছগণ দূরের কথা, ওলী, গওছ, কুতুব পরের কথা, ছাহাবা ও তাবেয়ীগণের মধ্যেও কোন মহান ব্যক্তিকে আহ্‌লেহাদীছগণ অভ্রান্ত ও মাছুম স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহাদের কোন ব্যক্তিবিশেষকে নির্ধারিত নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেন নাই, সুতরাং একনিঃশ্বাসে যাহারা অন্যান্য দল ও ফির্কার সহিত আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের নামও

উচ্চারণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা হয় এই আন্দোলনের পট-ভূমিকা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, অথবা সংকীর্ণতার বশবর্তী হইয়াই তাঁহারা আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের এই স্পষ্ট নিদর্শনটিকে উপেক্ষা করিয়া চলেন।

অন্যান্য মযহবের সহিত আহ্‌লে-হাদীছগণের পার্থক্য,

কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, কোরআন ও হাদীছের একচ্ছত্র অধিনায়কত্ব প্রতিপন্ন ও প্রতিষ্ঠা করা কি একমাত্র আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনেরই বৈশিষ্ট? আমরা সসম্মানে আরয করিব,—জ্বী হাঁ! আহ্‌লে ছুন্নতের অন্তরভুক্ত সমুদয় ফির্কাই নীতিগতভাবে হাদীছের প্রামাণিকতা ও প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লইলেও দুইটি বিশেষ কারণে তাঁহাদের নির্দিষ্ট নেতা ও ইমামগণের সিদ্ধান্তই কার্যতঃ তাঁহাদের নিকট প্রামাণিকতার মৌলিক স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। প্রথমতঃ তাঁহাদের নেতাদের কোন উক্তি হাদীছের পরিপন্থী হইলে তাঁহারা হাদীছের পরোক্ষ ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন বটে, কিন্তু একটি স্থানেও তাঁহারা তাঁহাদের ইমাম-গণের সিদ্ধান্ত বর্জন করিয়া রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছের অনুসরণ করিতে সাহসী হননা। দ্বিতীয়তঃ তাঁহাদের নেতা-গণের পরিগৃহীত কোন রেওয়ায়ত তহ্‌কীক ক্ষেত্রে দুর্বল বা অপ্রামাণ্য সাব্যস্ত হইলেও তাঁহারা উহা পরিত্যাগ করিয়া তদপেক্ষা প্রামাণ্য ও বলিষ্ঠ রেওয়ায়ত অবলম্বন করেননা। আবার অনেকক্ষেত্রে নেতাগণের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তকেই ভিত্তি করিয়া তাঁহারা 'উপমান' পদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিয়া থাকেন।

কিন্তু আহ্‌লেহাদীছগণ মতবাদ ও আচরণের দিক দিয়া রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছকে চুল পরিমাণও অতিক্রম করিয়া যাইতে প্রস্তুত নহেন। বিশুদ্ধ হাদীছের সমকক্ষতায়, উহার বিপরীত যেকোন মহাবিদ্বান ও বিরাট পুরুষের উক্তি হউকনা কেন, তাঁহারা উহা মানিতে স্বীকৃত নহেন। কোন দুর্বল হাদীছকে বলিষ্ঠতর হাদীছের মুকাবিলায় গ্রহণ করিতে তাঁহারা কদাচ রাযী নহেন। ইহার জলজ্যান্ত প্রমাণ এইযে, সকল ফির্কাই স্ব স্ব মযহবের মছ্‌আলাগুলি বিশেষভাবে সংকলিত করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহারা নিজেদের দলীয় মছ্‌আলার গ্রন্থগুলিকে নিজেদের গ্রন্থ এবং অপর দলের মছ্‌আলার পুস্তকগুলিকে ভিন্ন মযহবের কিতাব বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু আহ্‌লেহাদীছ বিদ্বানগণ রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছের চয়ন, সংকলন, সম্পাদন, ব্যাখ্যা ও আলোচনা ব্যতীত নিজেদের মযহবের স্বতন্ত্র কোন কিতাব রচনা করেননাই।

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের পরিচয়,

আমাদের এই উক্তিগুলি যাঁহারা নিরপেক্ষ মনে বিচার করিতে সমর্থ, তাঁহারা ইহা স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইবেন যে, আহ্‌লেহাদীছ কোন নির্দিষ্ট দল বা ফির্কার নাম নয়, বরং তাঁহারা ফির্কাপরস্তী এবং দলবন্দীর বিরোধ করিতে এবং সমগ্র মুছ্‌লিম জাতিকে এক ও অভিন্ন কেন্দ্রে—সমাবেশিত করিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু কোরআন ও হাদীছের সার্বভৌম প্রতিষ্ঠা এবং জাতির পুনর্গঠন ও সংস্কারের কার্য এরূপ সুদূর প্রসারী ও বিভাগ-বহুল যে, আহ্‌লেহাদীছগণের সকলেই একই নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রে চলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন-নাই। তাঁহাদেরই একদল এই দেশে লেখনীর সাহায্যে কোরআন ও ছুন্নতের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা এবং দার্শনিক তত্ত্ব সম্বলিত সহস্র সহস্র গ্রন্থ ও—সাহিত্য রচনা করিয়াছেন। মাত্র অল্প কিছুদিন পূর্বেও জনৈক আহ্‌লেহাদীছ মহাবিদ্বান আল্লামা ছৈয়েদ ছিদ্দীক হাছান (বহঃ) একাই ক্ষুদ্র বৃহৎ পাঁচ-শতাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ভারতের ইতি-হাসে এরূপ গ্রন্থকারের দৃষ্টান্ত মুগল রাজত্বকালেও সুলভ নয়। ইঁহাদেরই আর একটি দল তাঁহাদের সমস্ত জীবন শুধু কোরআন ও হাদীছের অধ্যাপনা কার্যে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সাধনার ফলেই হিন্দ ও বাংলার ঘরে ঘরে রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছের পবিত্র প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। এই আহ্‌লেহাদীছগণেরই একদল শির্ক ও বিদ্‌আতের প্রতিরোধকল্পে এবং তওহীদ ও ছুন্নতের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কান্দাহার হইতে সিংহল পর্যন্ত এবং নেপা-লের তরাই হইতে আরম্ভ করিয়া সুন্দরবন পর্যন্ত পথে পথে ঘুরিয়া কে কোন্ স্থানে যে মৃত্যু বরণ করিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা

দুঃসাধ্য! আহ্‌লেহাদীছগণেরই আর একটি দল পারিবারিক জীবনের মায়া এবং সুখ শান্তি পরিহার করিয়া নিষ্কাশিত তরবারি হস্তে ভারতের সীমান্তে দীর্ঘকাল যাবত সক্রিয় জিহাদে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। শুধু এই গুলিই নয়, শতাব্দীর ঊর্ধকাল যাবত পাক ভারতের যে কোন স্থানে ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক যত প্রকার আন্দোলন জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে, 'ন্যায়ের সাহচর্য এবং অন্যায়ের অসহযোগ' নীতির অনুসরণ করিয়া — আহ্‌লেহাদীছগণ সেগুলির প্রত্যেকটিতেই যোগদান করিয়াছিলেন।

যতদিন চন্দ্র সূর্য বিদ্যমান থাকিবে, যতদিন কোরআন ও হাদীছের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের অস্তিত্ব ধরাপৃষ্ঠে জীবন্ত-জাগ্রত রহিবেই। নদীর স্রোত যেরূপ সকল ঋতুতেই খরতর থাকেনা,— তেমনি আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের স্রোতে কোন কোন সময়ে ভাটা দর্শন করিয়া এই আন্দোলনের পতন ও মৃত্যুর ধারণা পোষণ করা মূর্খজনোচিত ধারণা মাত্র।

ইছ্‌লামী জামাআতের স্বরূপ,

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন যে দিকদিশারী— মশাল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে, তাহারই আলোক আহরণ করিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ও এই উপমহাদেশে বহু সভামণ্ডপ আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। এই আন্দোলনের ভাবাদর্শের আংশিক অনুকরণ করিয়াই "ইছ্‌লামী জামাআত" পাক ভারত উপমহাদেশে কোরআন ও হাদীছের সার্বভৌমত্ব ও ইছলামী জীবন-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার কথা বারংবার উচ্চারণ করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আহলেহাদীছ আন্দোলনের রুচি ও প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত তাঁহারা একটি স্বতন্ত্র ফির্কাবন্দীর গোড়াপত্তন করিয়াছেন। দলীয় অহমিকতা, ফির্কাবন্দীর দাম্ভিকতা এবং অন্ধ গতানুগতিকতা পূর্ণভাবেই এই ফির্কাটিকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। তাঁহারা একথা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, পৃথিবীর সত্তর কোটি মুছলমান যত মতে এবং পথেই বিভক্ত হইয়া থাকুকনা কেন, একমাত্র ইছলামই তাঁহাদের সর্বসম্মত সম্পদ এবং মিলন কেন্দ্র! ইছলামের মহা সাগর-তীর্থেই সকল ভেদ ও বৈষম্যকে জলাঞ্জলী দিয়া মুছলমানগণ একাত্মা হইয়াছেন আর এই জন্যই কোন দলই ইছলামের এক-চেটিয়া অধিকারী বলিয়া দাবী করার স্পর্ধা কোনকালেই প্রকাশ করেন নাই কিন্তু এই তথাকথিত 'ইছলামী জামাআতে'র স্পর্ধা যে, যে মানুষটিকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহাদের এই ফির্কা গজাইয়া উঠিয়াছে, কেবল সেইটিই হইতেছে 'ইছ্‌লামী — জামাআত'। এরূপ অভিমানের নযীর ইছলামের ধর্মীয় আন্দোলনের ইতিহাস হইতে খুঁজিয়া বাহির করা দুঃসাধ্য।

অবশ্য ইছলামের বিভিন্ন দল ও ফির্কা সমূহের পরস্পর অসমঞ্জস ও বিরোধী মতবাদ সমূহের জগাখিচুড়ী প্রস্তুত করিয়া যদি ইছলামী জামাআতের নামে একটি ফ্রন্ট রচনা করা হইত, তাহা হইলেও হয়ত এই নামের সার্থকতা আংশিক ভাবে প্রতিপন্ন হইতে পারিত, কিন্তু কার্যতঃ আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, মওলানা ছৈয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী নামক ব্যক্তি এবং তাঁহার নিকট দীক্ষিত কতিপয় বিদ্বান ও অবিদ্বানের অভিমত ও উক্তিগুলিই ইছলামী জামাআতের সিদ্ধান্ত নামে কথিত হইয়াছে। তাঁহাদের আমীরে-আ'লার 'তজ্‌দীদে দ্বীন' শীর্ষক— নিবন্ধে পূর্বেও প্রদর্শিত হইয়াছিল যে, ইছলামের প্রাথমিক যুগ হইতে আজ পর্যন্ত 'সমগ্র ইছলামে'র উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠা দানের আন্দোলন কোন ইমাম, মুজ্‌তাহিদ, ফকীহ্‌, মুহাদ্দিছ, ওলী, সাধক, রাষ্ট্রপতি ও মুজাদ্দিদ কেহই সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। ইছলামের তেরশত বৎসরের ইতিহাসে সামগ্রিক ভাবে ইছলামকে বুঝিবার ও বুঝাইবার উপযোগী যোগ্যতা ও ত্যাগের মহিমা একমাত্র তথাকথিত ইছলামী জামাআতের নেতারাই অর্জন করিয়াছেন। এই ফির্কার ইমামে-আ'যম তাঁহার দীর্ঘ কারাবাস হইতে মুক্ত হইয়া সম্প্রতি শেখুপুরায় যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার সেই পুরাতন

দাম্ভিকতার প্রতিধ্বনি সমান ভাবেই বিঘোষিত হইয়াছে। তিনি বলিতে চাহিয়াছেন, ধর্মের এবং—জাতির সেবার কার্য তাঁহার দলটি ব্যতীত অন্য কোন সংঘ, পার্টি বা সমাজ কিছু মাত্র সমাধা করেন-নাই। জমঈয়তে উলামাও নয়, আহরারও নয়, আহলে হাদীছরা ত একদমই নয়। তাঁহার এই—দাম্ভিকতার অনস্বীকার্য প্রমাণ স্বরূপ তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, একমাত্র তাঁহারাই সরকারী—কোপে পতিত হইয়াছেন। লাঞ্ছনা ও কারাবাসকে প্রোপাগাণ্ডার বিষয় বস্তু রূপে প্রয়োগ করা ইছলামী আদর্শের সহিত কতদূর সুসমঞ্জস এবং এই বিবৃতির সত্যতাই বা কতটুকু, তাহার আলোচনা না করিলেও কার্য ও কারণের মধ্যে যে গভীর যোগাযোগের—সন্ধান মওলানা ছৈয়েদ আবুল আলা প্রাপ্ত হইয়াছেন, ন্যায়শাস্ত্রের ছাত্রগণ তাহা উপলব্ধি করিয়া যে চমৎকৃত হইবেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই!

ইছলামী জামাআতের লেখক এবং নেতৃবৃন্দের অহমিকতা এইখানেই সমাপ্ত হয় নাই। মওলানা ছৈয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী বারংবার বিনা কারণে এই ধৃষ্ট উক্তিও ঘোষণা করিয়া বেড়াইতেছেন যে, ইছলাম-জগতে কোরআনের পরবর্তী সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ ও মাননীয় গ্রন্থ ছহীহ বুখারী প্রমাদবিহীন পুস্তক নয়। এ যাবত তিনি বুখারীর কোন সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করেননাই অথবা উক্ত গ্রন্থে তিনি যে সকল প্রমাদের সন্ধান লাভ করিয়াছেন, উল্লেখ সহকারে সেগুলির প্রমাণ প্রদর্শন করিতেও সক্ষম হননাই। সর্বোপরি বর্তমান সময়ে—যখন কোরআন ও ছুন্নতের প্রামাণিকতা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে হাদীছ বৈরীগণ নানারূপ সন্দেহ ও দ্বিধার জাল বুনিতে চেষ্টা করিতেছে, ঠিক সেই আবাঞ্ছিত মুহূর্তে মওলানা মওদুদী ছাহেবের ছহীহ বুখারীর বিরুদ্ধে বিষোদ্গারের হেতুবাদ কি? তাঁহার রাছায়েল ও মাছায়েল পুস্তকে তিনি একথা বলিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই যে, নমাযে রুকূতে যাওয়া ও রুকূ হইতে মস্তক উত্তোলন করার সময়ে হস্তোত্তোলন করা বা না করা, আমীন যোরে উচ্চারণ করা বা না করা কোন নির্দিষ্ট দলের আচার এবং চিহ্নে—পরিণত হইলে এবং উক্ত কার্য সমূহের বর্জন ও গ্রহণের উপর কোন দলের অন্তরভুক্ত বা বহির্ভূত হওয়া নির্ভর করিলে উল্লিখিত আচরণ গুলি অর্থাৎ হস্তোত্তোলন করা বা না করা, আমীন যোরে বা আস্তে বলা সর্বাপেক্ষা জঘন্য বিদ্আত হইবে। যাঁহারা হস্তোত্তোলন করিয়া থাকেন, তাহাদের অন্তর্নিহিত—বিশ্বাস ও উদ্দেশ্য বিচার করার অধিকার মওলানা ছৈয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী কোথায় প্রাপ্ত হইলেন? তাঁহার এই উক্তি দ্বারা তিনি তাঁহার অন্তর্নিহিত "আহলে হাদীছ বিদ্বেষ"কেই প্রকটিত করেন নাই কি? এইরূপ এই দলটি ঈদুল ফিতর ও ঈদুল—আযহার নমায বিশুদ্ধ ভাবে প্রমাণিত বার তক্বীরের বিরুদ্ধেও তাঁহাদের মুখপাত্র সমূহে যে কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহাদের—আহলেহাদীছ বিদ্বেষ সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিপন্ন হয় নাই কি?

মওলানা মওদুদী ছাহেব আহলে ছুন্নতগণের অন্যতম অধিনায়ক ইমাম আহমদ বিনে হাম্বলের এক খানা পত্র পাঠ করার সুযোগ কখনও পাইয়াছেন কি যাহাতে তিনি মুছদ্দদকে লিখিয়াছিলেন, "আহলেছুন্নতগণের কয়েটি বিশেষ লক্ষণ রহিয়াছে, তন্মধ্যে প্রথমটি হইতেছে, নমাযে "রফ্এ ইয়াদায়েন" করার কার্যকে পূণ্যবর্ধক মনে করা দ্বিতীয়, ইমামের 'ওয়ালায্যাল্লীন' বলার পর উচ্চৈঃস্বরে আমীন উচ্চারণ করা, তৃতীয়, মৃত আহলে কিবলা নমাযীর জানাযা পড়া, চতুর্থ, ভালমন্দ প্রত্যেক নেতার সংগে জিহাদের জন্য—উত্থান করা, পঞ্চম, প্রত্যেক ধর্মপরায়ণ অথবা দুশ্চরিত্র ইমামের পশ্চাতে নমায আদা' করা, ষষ্ঠ, বিতরের নমায এক রাক্আত" পড়া, সপ্তম, সমুদয় আহলে ছুন্নতকে ভালবাসা।

ইছলামী জামাআতের হঠকারিতা, সংকীর্ণতা এবং হাদীছ বিরোধী মনোবৃত্তির ফলে পাঞ্জাবের অনেক আলিম, যাঁহারা উহার প্রতি সভানুভূতিশীল এমনকি উহার অন্তরভুক্ত ছিলেন, শুধু আহলে-হাদীছ থাকার অপরাধেই উক্ত দল বর্জন করিতে

বাধ্য হইয়াছেন। ইছলামী জামাআতের নেতা এবং তাঁহার অন্ধ ভক্তের দল মুছলিম জনসাধারণ এবং তাঁহাদের নেতৃবর্গকে যেরূপ নির্মম, নিষ্ঠুর ও অভদ্রোচিতভাবে অহরহই আক্রমণ করিয়া থাকেন, তাহার ফলে বিদ্বানগণের অন্তঃকরণ উক্ত জামাআতের বিরুদ্ধে বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইছলামী জামাআত অন্য কোন দলের কোন আচরণ বা সেবাকে গ্রাহ্যের মধ্যে না আনিলেও এবং এই দলের নিকট হইতে কোনরূপ শিষ্টাচারের প্রত্যাশী না থাকিলেও আমরা স্বয়ং উক্ত দলের নেতা এবং তাঁহাদের উত্তম কার্যগুলির সর্বদা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতে কখনও কার্পণ্য করি নাই কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই দলটি ফির্কাবন্দীর অভিশাপে যেভাবে আক্রান্ত হইতে চলিয়াছে, নীতিনৈতিকতার সমুদয় পুরাতন বাগাড়ম্বরের মুখে ছিপি আঁটিয়া এখন তাঁহারা প্রকাশ্য ভাবে যেরূপ মামলা মোকদ্দমায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, সক্রিয় রাজনীতির সমুদয় কলুষকে গায়ে মাখিয়া তাঁহারা যেভাবে প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা লাভের উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র গোঠ রচনা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের পুরাতন ভক্ত ও অনুরক্তদের পক্ষে তাঁহাদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধান্বিত থাকা আর সম্ভবপর হইতেছেনা। সম্প্রতি এই দলটি তাঁহাদের বহুবিশ্রুত নীতিনৈতিকতার মাথা খাইয়া বিগত বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলে তাঁহাদের বিতরিত সাহায্যের বিনিময়ে অজ্ঞ জনসাধারণকে তাঁহাদের দলে ভিড়াইবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

আমাদের অভিমত.

আমরা পরিষ্কারভাবেই ঘোষণা করিতে চাই যে, মূলনীতির দিক দিয়া এই জামাআতের ভিতর কোন অভিনবত্ব নাই। রাজনৈতিক এবং ব্যবহারিক টেকনিকের দিকদিয়া ইঁহারা যে পথের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন, তাহা শুধু সংহতি-বিরোধীই নয়, বরং উহা মুছলমানদিগকে এক অনিশ্চিত ও অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। অনাগত শতবর্ষ কাল আন্দোলন চালাইয়াও ইছলামী জামাআতের পক্ষে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কার, রাজনীতি, ধর্মসেবা ও তব্‌ওয়ার ক্ষেত্রে আহ্‌লেহাদীছগণের সমকক্ষতা লাভ করা সুদূর পরাহত। তাঁহাদের দলপরস্তী, গোঁড়ামী, অন্ধ অনুমিকতা ও হাদীছবিদ্বেষ তাঁহাদিগকে ক্রমশঃ মুছলিম জনমণ্ডলী হইতে দূরেই সরাইয়া রাখিবে।

فبشر عباد الذين يستمعون القول
فيتبعون احسنه اولائك هدا هم الله و اولائك
هم اولوالالباب -

ইছলামী শাসনতন্ত্রের দাবী

পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লে-হাদীছের উদ্যোগে—

কমিটী মিটিং ও জনসভা।

বিগত ১৫ই জুলাই, ১৯৫৫ সন মোতাবেক বাংলা ৩০শে আষাঢ়, ১৩৬২ সাল পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লে-হাদীছের প্রেসিডেন্ট জনাব মওলানা মোহাম্মদ—আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেবের সভাপতিত্বে উক্ত জমঈয়তের লোক্যাল অর্গানাইজিং কমিটীর এক সভা বা'দ জুমা' সদর দফ্‌তর সন্নিহিত জামে' মছজিদে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৩০ জন সদস্য উপস্থিত হন।

জনাব মওলানা মোহাম্মদ আবদুল হক হক্কানী ছাহেব কর্তৃক কোরআন পাঠের পর জনাব সভাপতি ছাহেব সভার উদ্দেশ্য বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। অতঃপর সেক্রেটারী মৌলবী মোহাম্মদ আবদুর রহমান ছাহেবের প্রস্তাব এবং মৌলবী খবীরুদ্দীন ছাহেবের সমর্থনক্রমে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১। "নব গঠিত গণপরিষদ শীঘ্রই পাকিস্তানের বহু

প্রতীক্ষিত শাসনতন্ত্র রচনার কার্যে আত্মনিয়োগ করিতেছেন এই শুভ সংবাদে পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীছের লোক্যাল অর্গানাইজিং কমিটীর এই সভা আশা ও উৎসাহ বোধ করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে এই সভা হুকুমতে খোদাদাদ পাকিস্তানে কোরআন ও ছুন্নাহর বুনয়াদে শরয়ী শাসন প্রণয়ন ও প্রবর্তনের বহু বিশ্রুত এবং বহুকণ্ঠে পৌনঃপুনিকভাবে উচ্চারিত ঐতিহাসিক প্রতিশ্রুতির প্রতি নূতন গণপরিষদের মাননীয় সদস্য এবং শাসন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এই দৃঢ় আশা পোষণ এবং বলিষ্ঠকণ্ঠে এই দাবী পুনর্জ্ঞাপন করিতেছে যে, তাঁহারা যেন পাকরাষ্ট্রের মৌলিক আদর্শ ও প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ রাখিয়া কোরআন ও ছুন্নাহর ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গ ইছলামী শাসন প্রণয়ন করেন। এই সভা গণপরিষদের মাননীয় সদস্যবৃন্দের খেদমতে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করার প্রয়োজন বোধ করিতেছেন যে, জনগণের আশা আকাঙ্খার বিপরীত এবং কোরআন ও হাদীছ বিরোধী কোন অবাঞ্ছিত শাসনতন্ত্র দেশের উপর চাপাইয়া দিলে দেশের জাগ্রত জনগণ কিছুতেই উহা বরদাশ্‌ত করিবেননা।

২। শাসন বিভাগীয় স্বৈরাচারের কবল হইতে সুবিচার প্রাপ্তির একমাত্র উপায়রূপে হাইকোর্টের ম্যাণ্ডামাস ধরণের আদেশ ও রীট জারীর অধিকার সম্বলিত ভারত শাসন আইনের ২২৩—ক ধারাটিকে ফেডারেল কোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে গণ পরিষদের মনযুরীকৃত বাতেল বলিয়া ঘোষিত আইন সমূহের পুনর্বৈধকরণ বিলের অন্তর্ভুক্ত না করার এবং জনস্বার্থ ও গণতন্ত্র বিরোধী ৯২—ক ধারার আইনটিকে বলবৎ রাখার জন্য শাসনকর্তৃপক্ষ যে ব্যবস্থা অবলম্বন ও যুক্তিপ্রদর্শন করিতেছেন এই সভা উহার তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছে এবং জনগণের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার অপহরণের এই ষড়যন্ত্র যাহাতে সফল না হয় তজ্জন্য গণপরিষদের সদস্যবৃন্দকে সতর্ক ও সচেষ্ট থাকিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছেন।

৩। পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে-হাদীছের সভাপতি জনাব হযরত মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেব গণপরিষদের সভ্যবৃন্দের খেদমতে সুদীর্ঘ বিবৃতির আকারে যে আবেদন জানাইয়াছেন এবং যাহা বাংলা, ইংরাজী ও উর্দু ভাষায় পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করিয়া দায়িত্বশীল মহল ও জন সমাজে প্রচারিত হইয়াছে—এই সভা পুরাপুরিভাবে উহা সমর্থন করিতেছে এবং গণপরিষদের সদস্য ও শাসন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি উক্ত আবেদনের প্রতি আকর্ষণ করিতেছেন।"

জমঈয়তের উদ্যোগে এবং হযরত মওলানা—মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেবের সভাপতিত্বে পাবনা তরকারী বাজারে পূর্ণ শান শওকতের সহিত দল-মত-নির্বিশেষে সহর ও উপকণ্ঠের অধিবাসীবর্গের এক মহতী সভা উক্ত দিবস সন্ধ্যার পর শুরু হইয়া রাত্রি ১০॥ ঘটিকায় সমাপ্ত হয়। প্রবল বৃষ্টি ধারার অসুবিধা অগ্রাহ্য করিয়াও সভায় প্রায় এক সহস্র লোকের সমাগম হয়।

সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পাবনা যিলা জমঈয়তে উলামায়ে ইছলামের সেক্রেটারী জনাব মওলানা মুহীয়ুল ইছলাম, ইছলাহুল মুছলেমীনের সেক্রেটারী প্রাক্তন মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান জনাব মৌলবী রজব আলী বি, এল, যিলা মুছলিম লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রাক্তন পাবলিক প্রসিকিউটর সুবক্তা জনাব মৌলবী তোরাব আলী বি, এল এবং পূর্ব-পাক জমঈয়তে আহ্‌লে-হাদীছের সেক্রেটারী মোহাম্মদ আবদুর রহমান বি, এ, বি টি, পাকিস্তান আন্দোলনের পটভূমিকা আলোচনা করেন এবং পাকিস্তানে ইছলামী আইন প্রতিষ্ঠায় পাকিস্তান সংগ্রামের অগ্রনায়কবৃন্দের প্রতিশ্রুতিসমূহের উদ্ধৃতিদান পূর্বক উহার পরিপূরণের দাবী জ্ঞাপন করেন। সভাপতি ছাহেব তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উদ্দীপনাময়ী ভাষায় আবেগ মিশ্রিত কণ্ঠে পাকিস্তান দাবীর মৌলিক ভিত্তি এবং উক্ত সংগ্রাম জয়লাভের পথে জাতির অপরিসীম দুঃখ, দুর্দশা, ক্ষতি ও আত্মত্যাগের করুণ কাহিনীর উল্লেখ করিয়া গণ পরিষদ এবং শাসন কর্তৃপক্ষের নিকট পাকিস্তানের দুর্গত মানবতার পক্ষে কোরআন ও হাদীছে প্রদর্শিত খাঁটি ইছলামী আদর্শের ভিত্তিতে অতি শীঘ্র শাসনতন্ত্র প্রণয়নের মর্মস্পর্শী আবেদন জ্ঞাপন করেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে, পাকিস্তানের মুছলিম জনবৃন্দ—কোরআন ও ছুন্নাহর ভিত্তিতে রচিত পূর্ণাঙ্গ ইছলামী শাসন ব্যতীত অন্য কিছুতেই সন্তুষ্ট হইবে না।

সভায় উপরোল্লিখিত প্রস্তাবত্রয় মুহুর্মুহু তকবীর-ধ্বনির মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

মোহাম্মদ আবদুর রহমান
সেক্রেটারী, পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীছ।
১৬।৭।৫৫

বিশ্ব-পরিক্রমা

কাশ্মীরে গণভোট ও ভারত সরকার

বিগত ৯ই জুলাই ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ— শ্রীনগরের সাংবাদিক সম্মেলনে এক বিবৃতিতে বলেন, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কাশ্মীরে গণ-ভোটের আর কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া ভারত মনে করেনা। ভারত এবং কাশ্মীরের সমস্ত সংবাদ পত্রে উহা ফলাও করিয়া প্রকাশ করা হয়।

ভারত সরকারের নিকট পাক-সরকার উক্ত বিবৃতির ব্যাখ্যা দাবী করিয়া নোট প্রেরণ করিয়াছেন। পাকি-স্তান ও আজাদ কাশ্মীরের দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ উক্ত বিবৃতির পর সরাসরি আলোচনায় মীমাংসার আশা ত্যাগ করিয়া বিষয়টি পুনরায় জাতিসঙ্ঘে প্রেরণের অনুরোধ জানাইয়াছেন। আগষ্ট মাসে পূর্ব নির্ধারিত আলী-নেহেরু সাক্ষাতকারের সম্ভাবনা অনেকটা বিদূরিত হইয়াছে। ভারত সরকার এ পর্যন্ত পণ্ডিত পন্থের উক্ত বিবৃতির প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন নাই। বিবৃতির পশ্চাতে ভারত সরকারের সমর্থন রহিয়াছে, এরূপ মনে করার যথেষ্ট কারণ— রহিয়াছে। পণ্ডিত নেহরু কাশ্মীর সম্পর্কে আলাপ আলোচনা চালাইয়া যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়াছেন যে, "কোন সমাধানে না পৌঁছিয়া অন্ধের মত নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ান কি বিবেকসম্মত?" পুনঃ বলিয়াছেন, "আমরা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছি, করিতেছি এবং ভবিষ্যতেও করিব।" ভারতের প্রতিশ্রুতি রক্ষার নমুনা দুনিয়া বিগত ৮ বৎসর যাবৎ দেখিয়া আসি-তেছে। কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উভয় সরকার কর্তৃক গণভোট সম্পর্কিত স্বীকৃত মৌলিক নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত পণ্ডিত পন্থের ধৃষ্ট উক্তির বিরুদ্ধে পাক-সরকারের যেরূপ তীব্র আপত্তি উত্থাপন করা উচিতছিল দুঃখের বিষয় তাহা করা হয় নাই।

পাক-আফগান বিরোধ

পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সম্পর্ক শেষোক্ত দেশের অন্যায় আচরণের ফলে ক্রমেই তিক্ত হইতে তিক্ততর হইয়া উঠিতেছে। ছউদী আরবের প্রিন্স মুছাঈদ ও মিছরের কর্ণেল সা'দত আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া এবং মাঝখানে আশার আলোক নিরীক্ষণ করিয়াও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ মনোরথ হইয়া দেশে ফিরিয়া গিয়াছেন। তুরস্ক পুনঃ নূতন করিয়া চেষ্টার জন্য মধ্যস্থতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবেন, সম্প্রতি এইরূপ আভাষ পাওয়া যাইতেছে। এ সম্পর্কে আফগান পররাষ্ট্র সচিব নঈম খানের সহিত তুরস্ক সরকারের আলাপ আলোচনা চলিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। কিন্তু সরদার নঈম খান পূর্ববর্তী মীমাংসা চেষ্টার ব্যর্থতার জন্য যে ভাবে সমস্ত দোষ পাকি-স্তানের ঘাড়ে চাপাইয়া নিজেরা সাধু সাজিতে চাহিতেছেন তাহাতে নূতন চেষ্টা কি ভাবে ফলপ্রসূ হইতে পারে সে সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু সরকারী মুখপাত্রগণ পাক-আফগান বিরোধ মীমাংসায় এক নূতন আশার— আলোক দেখিতে পাইয়াছেন। বাদশাহ জহির শাহের সহিত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত কর্ণেল শাহের মোলাকাতকে তাঁহারা বিরোধ মীমাংসার এক শুভ ইঙ্গিত বলিয়া মনে করিতেছেন।

প্রাইমারী স্কুলের উর্দু শিক্ষাদান

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাংলা ভাষাভাষী ছাত্রদের জন্য উর্দু এবং উর্দু ভাষাভাষী ছাত্রদের জন্য বাংলা শিক্ষাদান এতদিন বাধ্যতামূলক ছিল। সম্প্রতি শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের নির্দেশ অনুসারে পূর্বপাক সরকার উক্ত আদেশ প্রত্যাহার করিয়াছেন। প্রত্যাহারের কারণ স্বরূপ বলা হইয়াছে, "অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বালিকাদের স্কন্ধে মাতৃভাষা ভিন্ন অপর কোন ভাষা চাপাইয়া দিলে তাহা তাহাদের উপর দুর্বহ হইয়া পড়ে; সুতরাং তাহা অনুচিত।"

রাশিয়ায় বিভিন্ন রাষ্ট্রপতির ছফর

দীর্ঘদিন রাশিয়া ছফরান্তে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী

পণ্ডিত জওয়াহেরলাল নেহেরু সম্প্রতি ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

তেহরাণের ১৩ই জুলাইএর এক সংবাদে জানা গিয়াছে ইরাণের শাহ মোহাম্মদ রেজা পাহলবী সোভিয়েট সরকার কর্তৃক রাশিয়া ছফরের নিমন্ত্রণ পাইয়াছেন এবং উহা গ্রহণ করিয়াছেন। এই ছফর কখন শুরু হইবে জানা যায় নাই। ইতিপূর্বে পশ্চিম জার্মাণীর চ্যান্সেলার ডাঃ এডেনয়ারকেও রাশিয়া ছফরের আমন্ত্রণ জানান হইয়াছে। এই দুই দেশের কোনটিই সোভিয়েট সরকার কিম্বা কমুনিজ্‌মের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন নয়। সোভিয়েট সরকারও এতদিন ইহাদের সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাব পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। বিরুদ্ধবাদীদের এই আকস্মিক অভ্যর্থনার আগ্রহ তাই অনেকের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়াছে। কারণ উহা সোভিয়েট সরকারের ইতিহাসে এক অভিনব ব্যাপার।

জেনেভায় চতুঃশক্তি সম্মেলন

বিগত ১৮ই জুলাই হইতে সুইজারলাণ্ডের রাজধানী জেনেভায় পৃথিবীর বৃহৎ চারিশক্তি—যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া, বৃটেন ও ফ্রান্সের রাষ্ট্রপ্রধান—জেনারেল আইসেন হাওয়ার, মার্শাল নিকোলাই বুলগেনীন, স্যার এন্থনি ইডেন এবং বনাফর স্ব স্ব পররাষ্ট্রমন্ত্রী সহ আন্তর্জাতিক উত্তেজনা হ্রাস এবং ভবিষ্যৎ যুদ্ধের আশঙ্কা বিদূরণের উপায় উদ্ভাবনের আকাঙ্খা লইয়া এক ঐতিহাসিক সম্মেলনে সমবেত হইয়াছেন। সংবাদে প্রকাশ আন্তরিকতা, সম্প্রীতি এবং সমঝোতার মনোভাব লইয়া স্ব স্ব রাষ্ট্রপ্রধানগণ তাঁহাদের উদ্বোধনী বক্তৃতা শুরু করিয়াকরিয়াছেন। সম্মেলন এখনও চলিতেছে।

আগামী যুদ্ধের অকল্পনীয় ভয়াবহতা ও মানব সভ্যতার সংরক্ষণকল্পে উক্ত যুদ্ধ এড়াইয়া চলার অপরিহার্যতা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণের—প্রচারিত হুশিয়ার বাণীর সারমর্ম রাষ্ট্রপ্রধানগণ উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে, কিন্তু উহার উপায় সম্বন্ধে একমত হইতে পারিবেন এমন মনে করিবার কোন কারণ এখনও দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। ইউরোপীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন এবং পূর্ব ও পশ্চিম জার্মণীর ঐক্যবিধান ও উহার সশস্ত্রকরণ প্রশ্নের অচল পাহাড়ে ঠেকিয়া সমস্ত আন্তরিকতা এবং সদিচ্ছা ব্যর্থ হইয়া গেলে শান্তিকামী জগৎবাসী দুঃখিত হইবে সত্য, কিন্তু বিস্মিত হইবেনা।

মগরিব ও মধ্যপ্রাচ্যের অশান্তি

বিশ্বের সেরা রাষ্ট্র চতুঃষ্টয়ের চারপ্রধান যখন জেনেভায় শান্তি ও স্বাধীনতার লম্বা লম্বা বুলি আওড়াইয়া বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার চিন্তায় গলদঘর্ম হইতেছেন ঠিক সেই মুহূর্তে মরক্কো, আলজিরিয়া, এডেন, প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী-পদানত মজলুম দেশ সমূহে ফ্রান্স ও বৃটেনের চণ্ডনীতি প্রচণ্ড আকারে ফাটিয়া পড়িয়া শান্তির অগ্রদূতগণের শান্তি প্রচেষ্টাকে দুনিয়ার বুকে নির্মম পরিহাস রূপে প্রকট করিয়া তুলিতেছে। এডেনে শামসী উপজাতীয়দের বিরুদ্ধে আকাশ হইতে বোমা নিক্ষেপের যে নির্মম পাইকারী শাস্তিদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে বৃটিশ পার্লামেণ্টে শ্রমিক সদস্যগণ পর্যন্ত তাহার তীব্র প্রতিবাদ না জানাইয়া পারেন নাই কিন্তু সরকার ভীতি-প্রদর্শনের সাহায্যে বিদ্রোহীদের দমন করার চণ্ডনীতি পরিবর্তনে রাযী হন নাই।

আলজিরিয়ায় জনউত্থান নিবারণের জন্য ফরাসী সরকার সম্প্রতি বড় রকমের সৈন্যবাহিনী ও বিমানবাহিনী প্রেরণ করিয়াছেন। স্বাধীনতা কামী মরক্কোর বীর সেনানীবৃন্দ পুনঃ পুনঃ নিগ্রহ ও—নিষ্পেষণ সহ্য করিয়াও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিরামহীন লড়াই চালাইয়া—যাইতেছেন। সম্প্রতি মরক্কোর অন্যতম বন্দর ক্যাসাব্লাঙ্কায় সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে এক ভীষণ রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা শুরু হইয়াছে। বলাবাহুল্য দাঙ্গায় অস্ত্রহীন জনগণকেই জান ও মালের অধিক ক্ষতি সহিতে হইতেছে। ফ্রান্সের সৈন্যবাহিনী, ছত্রীসৈন্য এবং রাইফেলধারী প্রহরীগণ বোমা নিক্ষেপ, কাঁদুনে-গ্যাস, প্রভৃতির সাহায্যে রাস্তাঘাট ও বাজারহাটে ভীতি ও ত্রাসের ভাব সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন।

ছউদী আরবের বাদশাহ ছুলতান ছউদ সম্প্রতি

ঈদের মহিমা

খোন্দকার আবদুর রহিম

একটি বছর যদি পার হ'য়ে যায়
ছুটে চলা ট্রেণের মতন,
তখনি আবার আসে মোবারক এই ঈদ,
নাড়া দেয় মানুষের মন।
আকাশে বাতাসে জাগে অনন্ত খুশীর সাড়া,
উচ্চকিয়া উঠে চারি দিক,
মানুষের বন্ধ্যা মনে ধীরে ধীরে জেগে উঠে
ছওয়াবের বলিষ্ঠ প্রতীক।

দূরাতীতে কোনো এক বালুকা মরুর দেশে
ইব্রাহীম রসূল খোদার
কোরবানীর ওহী পেয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল!
কি আশ্চর্য্য পরীক্ষা তাহার!.....

জীবনের সেরা প্রিয় ছেলে তার নবী ইস্‌মাইল,
গর্দ্দান এগিয়ে দিলো। কি আশ্চর্য্য বে-দেরেগ দিল্।
ইতিহাস জেগে উঠে অমলিন প্রত্যয়-মধুর,
হাজারো মুসলিম-বুকে জেগে ওঠে অতলান্ত সুর।....

সমস্যা জড়িত এই জিন্দেগীর তীরে
কর্মময় মানুষের প্রাণ,
বিভেদ-প্রাচীরগুলো ভেংগে দিয়ে পৃথীবিতে
হয়ে যায় একক সমান।
আশ্চর্য্য প্রভায় জাগে মানুষের হৃদয়েতে
দেওয়া-নেওয়া ত্যাগের মহিমা।
সংকীর্ণ গণ্ডির রেখা মুছে গিয়ে জেগে ওঠে
সুউজ্জ্বল বৃহত্তম সীমা॥

(৪৮ পৃষ্ঠার পর)

ফেলিস্তিন এবং মগরিবে অনুসৃত পাশ্চাত্য নীতির কঠোর সমালোচনা করিয়া আরবদের স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে বৃহৎ শক্তিগুলিকে সহযোগিতা করার জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন। উক্ত আবেদনে পাশ্চাত্য জাতি যথাযোগ্য সাড়া দিবেন এরূপ আশা বোধ হয় দুরাশারই নামান্তর।

ইরাণে মাদকতা বিরোধী আন্দোলন

ইরাণের বহু ব্যাপক মদ, আফিম জুয়া ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য ব্যবহারের বিরুদ্ধে এবং ধর্মীয় আদর্শ পুনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আল্লামা আয়াতুল্লাহ কাশানীর নেতৃত্বে এক ধর্মীয় আন্দোলন ক্রমেই জোরদার হইয়া উঠিতেছে। ১৯৫৩ সালে মাদকদ্রব্য ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ আইনটি কার্যকরী করার জন্য আন্দোলনকারীগণ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

রয়টারের সংবাদে প্রকাশ ইরাণ বিশ্বের সেরা ও প্রাচীনতম মদ্যপায়ীদেশগুলির অন্যতম। এখানকার অধিকাংশ উচ্চ পদস্থ লোক শুধু দেশী মদ খাইয়াই তৃপ্ত হয় না, ফ্রান্স, বৃটেন ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে উচ্চ মূল্যে ব্রাণ্ডি, হুইস্কি, প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে আমদানী করিয়া সানন্দে পান করিয়া থাকে। বার্ষিক কি পরিমাণ মদ্য ইরাণের মত একটি ক্ষুদ্র দেশে ব্যবহৃত হয় তাহা মদ্য হইতে প্রাপ্ত সরকারী করের পরিমাণ হইতে অনুমান করা যাইতে পারে। মদ্যপান নিষিদ্ধ হইলে সরকার বার্ষিক ৩০ কোটি রিয়াল (৩ লক্ষ ৩০ হাজার ষ্টার্লিং) হইতে বঞ্চিত হইবেন।

জমঈয়তের প্রাপ্তিস্বীকার

[১৯৫৫ সনের মে মাসে প্রাপ্ত টাকা এবং উহার দাতাগণের তালিকা]

যিলা কুষ্টিয়া

সদর দফতরে মণিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত ঃ

১। জনাব মোঃ মেহেরআলী মিঞা তেবাড়িয়া, কুমারখালী যাকাৎ ১৫৲ ২। মোঃ শুজাউদ্দীন শেইখ, ঠিকানা ঐ, যাকাৎ ১০৲ ৩। মস্তাজ আলী প্রামাণিক, কুমারখালি, যাকাৎ ১০০৲ ৪। মৌঃ আযিযুল

ইছলাম আযাদ, কুমারখালি হইতে, যাকাৎ ১০৲ ৫। হাজী গোলজার বিশ্বাস, মোহিনীমিল্‌স, কুষ্টিয়া বাজার, যাকাৎ ১০৲ ৬। মোহাম্মদ মোছলেমুদ্দীন সরকার, হিজলাকর, কুমারখালি, যাকাৎ ৪০৲ ৭। আফিযুদ্দীন বিশ্বাস, পাথরবাড়িয়া, যাকাৎ ৫০৲ ৮। মোঃ কিয়ামতআলী বিশ্বাস, ঐ, যাকাৎ ৫০৲ ৯। মাঃ মোকাজ্জেলআলী বিশ্বাস, হিজলাকর, কুমারখালি ফিৎরা ১৭৲ ১০। মুনশী ইমতিয়াজ হুছাইন আনছারী, মুমিনপুর (নন্দলালপুর) কয়া, এককালীন ১০৲।

যিলা খুলনা

সদর দফতরে মণিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত ঃ

১১। জনাব মৌঃ মোঃ ওয়াক্কাছআলী এস, ডি, ও অফিস, বাগেরহাট, এককালীন ১০৲ ১২। বেগম রহিমা খানম, কেয়ারঅব মোহাম্মদ আলী, সুয়েটপুর (মুমিনপাড়া) বুধাটা, উশর, ৫।০ ফিৎরা ২৷৵০ ১৩। মোহাম্মদ আফতাবআলী মুমিন, ঠিকানা ঐ, ২৷০।

যিলা ঢাকা

সদর দফতরে মণিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত ঃ

১৪। জনাব শেইখ শামছুল হুদা, পপুলার মেডিক্যাল স্টোর্স, নারায়ণগঞ্জ, যাকাৎ ৩০৲ ১৫। এস্‌, নিয়ামতুল্লাহ, ঠিকানা ঐ, যাকাৎ ২০৲ ১৬। এস্‌, ইনায়েতুল্লাহ, ঠিকানা ঐ, যাকাৎ ২০৲ ১৭। আলহজ্জ আলতাফ হুছইন, ৩৮নং নাজিরাবাজার লেন, যাকাৎ ১০৲ ১৮। হাজী আবদুর রাযযাক, ইকুরিয়া ধামরাই, যাকাৎ ৩০৲ ১৯। মোঃ হাছানআলী মিঞা মাঃ মৌঃ ফিরোজ মিঞা, পাঁচরুখী, যাকাৎ ১০৲ ২০। সাহেবআলী ফকির মাঃ ঐ, ঠিকানা ঐ, যাকাৎ ১৫৲ ২১। হাজী মোঃ তাযুদ্দীন, ইকুরিয়া, ধামরাই, যাকাৎ ১৫৲ ২২। ছা'দতুল্লাহ, ঠিকানা ঐ, যাকাৎ ১০৲ জামাতী ফিৎরা ২০৲ ২৩। মাঃ মৌঃ রইছুদ্দীন পাঁচগাও, এম, পাঁচগাও, ৪০৲ ২৪। নূরবখস খলিফা, পাঁচরুখী বাজার, পাঁচরুখী, ফিৎরা ২৲ ২৫। মোঃ জমশেদ হুছাইন, অফিস অব দি ডি, এ, জি, পি, এণ্ড, টি, ঢাকা এককালীন ৬৲ ২৬। আবদুল মালেক, হেডমাষ্টার, পাইকপাড়া, ইউ, ইন্‌স্‌টিটিউশন, পোঃ ভি, পাইকপাড়া, এককালীন ১০৲ ২৭। শামছুয্‌যমান ভুইঞা, মাঃ ফিরোয মিঞা, পাঁচরুখী বাজার, যাকাৎ ৫৲।

যিলা দিনাজপুর

সদর দফতরে মণিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত ঃ

২৮। মৌঃ আবদুল মান্নান, সাবডেপুটী কলেক্টর ও সার্কেল অফিসার, পঁচাগড়, যাকাৎ ১৫৲। ২৯। ডাঃ আবদুল হামীদ জিলানী, পাক হোমিও ফার্মেসী, যাকাৎ ২৲ ৩০। রিয়াযুদ্দীন আহমদ, মডার্ণ মেডিক্যাল হাউস, মালদহপট্টি, যাকাৎ ১০৲।

যিলা পাবনা

আদায় মাঃ জনাব মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী ছাহেব ঃ

৩১। কামারখন্দ জামাআতের পক্ষে মুন্‌শী মোঃ ইয়াছীন আলী সরকার, পোঃ বৈদ্যজামতৈল, ফিৎরা ৫৲। ৩২। জনাব শেইখ আহমদ আলী প্রামাণিক, রাঘবপুর, যাকাৎ ৩০০৲ ৩৩। জনাব প্রফেসর মওঃ মোঃ ছানাউল্লাহ ছাহেব, এককালীন ৫০৲ ৩৪। মোঃ তোরাবআলী ছর্দার, শিবরামপুর, যাকাৎ ৯০৲। ৩৫। আলহজ্জ শেইখ মোঃ আবদুছছুবহান আটুয়া, যাকাৎ ২০০৲। ৩৬। আলহজ্জ শেইখ আছিরুদ্দীন, রাঘবপুর, যাকাৎ ২০০৲ ৩৭। ফাতিমা খাতুন যওজে মুনশী করমআলী সরকার, রাধানগর, এককালীন ৮৲ ৩৮। মুন্‌শী করমআলী সরকার, রাধানগর, যাকাৎ ১৫৲ ৩৯। আলহজ্জ শেইখ কিয়ামুদ্দীন, শিবরামপুর, যাকাৎ ২৫৲। ৪০। আবদুল আযীয মিঞা, রাঘবপুর, যাকাৎ ৫৲। ৪১। তোরাবআলী